এই সময়

সংবাদপত্র

www.eisamay.com | YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI | VOLUME 13 / ISSUE 208

১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার ২৯ জুলাই ২০২৪ শহর সংস্করণ ৬ টাকা ১২ পাতা কলকাতা

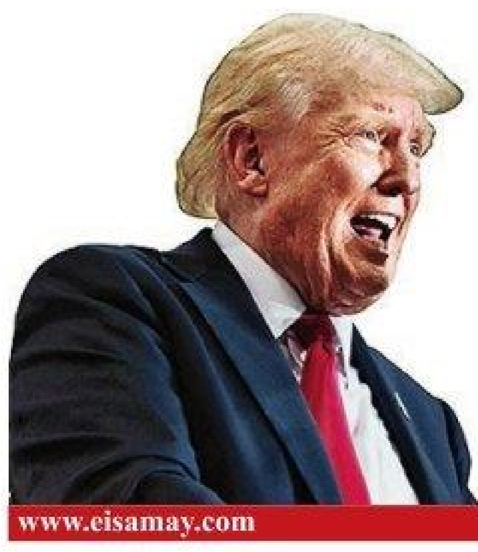

এই দুনিয়া

ভোটটাই কি শেষমেশ তুলে দেবেন ট্রাম্প!

এই দেশ

জম্মু-সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি সিল করা হবে: ডিজিপি

"ভারতের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয় যে মৈদামগুলো বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। চরাইদেওর মৈদামগুলো মহিমান্বিত আহোম সংস্কৃতির নিদর্শন, যা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীভূ।"

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

ড° হিমন্ত বিশ্ব শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, অসম

চরাইদেওর মৈদাম

আহোম রাজবংশের ৭০০ বছর পুরোনো স্তূপ-সমাধি প্রথা

প্রখন

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার একটি অংশ

সাংস্কৃতিক সম্পত্তি বিভাগের অধীনে

ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকা ২০২৪-এ অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতের একমাত্র মনোনয়ন হিসাবে এই স্থানকে নির্বাচিত করার জন্য

প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

এই স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য
বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটিকে বিশেষ ধন্যবাদ

মৈদামগুলি তাদের অনন্য স্থাপত্য শিল্প, ধর্মীয় তাৎপর্য এবং সূক্ষ্ম নির্মাণের জন্য পরিচিত, যা অসমের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান এবং মানস জাতীয় উদ্যানের পর অসমের তৃতীয় বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান

উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রথম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থল

স্থান পরিচিতি

- পূর্ব অসমের পাটকাই পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত এই স্থানে তাই আহোমের রাজকীয় সমাধিক্ষেত্র রয়েছে।
- দীর্ঘ ৬০০ বছর যাবৎ তাই আহোমকৃত সমাধি স্তূপ পাহাড়, জঙ্গল এবং জলাশয় সহ প্রাকৃতিক ভূ-সংস্থানের বুকে একটি পবিত্র ভূগোল তৈরি করেছে।
- ৯০ — এই স্থানে বিভিন্ন আকারের নব্বইটি মৈদাম পাওয়া গেছে।

Janasanyog/D/3106/24/29-Jul-24

তথ্য ও জনসংযোগ সঞ্চালকালয়, অসমের দ্বারা প্রচারিত | Connect with us @diprassam | dipr.assam.gov.in

প্রেস ব্রিফিংয়ের মাঝে নাক দিয়ে রক্তপাত জেডিএস নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামীর। হাসপাতালে ভর্তি তিনি

'আমেরিকা আগ বাড়িয়ে হামলা করলে...' আন্তর্মহাদেশীয় মিসাইল উৎপাদন বাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিলেন পুতিন

ঝটিতি

নেশামুক্তিতে নয়া পদক্ষেপ 'মানস'

■ নয়াদিল্লি: নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নেশামুক্তি প্রকল্প 'মানস'-এর কথা ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পে ঘোষণা করা হয়েছে নতুন টোল-ফ্রি নম্বর 1933। প্রধানমন্ত্রী জানান, যে কেউ এই নম্বরে ফোন করে নেশামুক্তির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা তথ্য চাইতে পারেন। কেন্দ্রের 'উন্নতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী' হরিয়ানার রোহতকে ২৫০ মহিলার জীবনে কী ভাবে বদল এনেছে, ক্ষমতায়ন ঘটিয়েছে, তাও ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

'ইউক্রেন সফর, মণিপুরে কবে?'

■ নয়াদিল্লি: আগামী মাসে ইউক্রেন সফরে যেতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী— এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই মণিপুর নিয়ে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। কবে মণিপুর যাবেন মোদী? ইউক্রেন যাওয়ার আগে না পরে? প্রশ্ন 'হাত' শিবিরের। ২০২৩-এর ৩ মে থেকে জাতিগত সংঘর্ষে জ্বলছে মণিপুর। প্রাণ গিয়েছে দুই শতাধিক মানুষের। গত শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে এসেছিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তা তুলে ধরেই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, 'বীরেন সিং কি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আলাদা করে মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন? আমার নয়, এটা মণিপুরের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন। বীরেন সিং কি প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর যাওয়ার আমন্ত্রণ করেছেন? কবে যাবেন পিএম, ইউক্রেন সফরের আগে না পরে?'

হুমকির মুখে রাজস্থানের CM

■ এই সময়: দৌসা সেন্ট্রাল জেলের এক বন্দির থেকে খুনের হুমকি পেলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা। ছ'মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। এর আগে ১৭ জানুয়ারি জয়পুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি পকসো মামলায় দোষীসাব্যস্ত মুকেশ জয়পুর পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে শর্মাকে গুলি করে মারার হুমকি দেয়। রবিবারও জয়পুর পুলিশ কন্ট্রোল রুমেই ফোন আসে দুপুর তিনটের সময়েয় পকসো মামলায় দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রীর গুলি করার হুমকি দেয়।

'জম্মু সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি সিল করা হবে'

এই সময়: জঙ্গিদের ঠেকাতে জম্মু সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি সিল করা হবে বলে জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি আরআর সোয়েইন। তবে সমান্তরাল ভাবে সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দাদের আরও বেশি করে প্রশিক্ষিত এবং সক্রিয় করে তোলার উপরেও সমান জোর দিয়েছেন তিনি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সোয়েইন জানান, ভিলেজ ডিফেন্স গ্রুপগুলিকে (ভিডিজি) ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আরও বেশি করে তরুণদের ভিডিজি-তে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়া হবে তাঁদের। প্রশিক্ষণ দেবে সেনাবাহিনী, কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশ— যেখানে যাদের ক্যাম্প গ্রামের কাছাকাছি রয়েছে।

কেন গ্রামবাসীদের আরও বেশি করে সক্রিয় করে তোলার এই প্রয়াস? সোয়েইন বলেছেন, 'স্থানীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তাঁদের ঘরে ঢুকে এই জঙ্গিরা বসে খাওয়াদাওয়া করছে না। এরা কিন্তু স্থানীয়দের ভয় দেখিয়ে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয়দের থেকে ইনপুট আসতে সমস্যা হচ্ছে। আর

আশ্বাস ডিজিপি-র

যেখানে ইনফর্মেশন জেনারেট করছে, সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভৌগোলিক পরিস্থিতি।' এ সব কারণেই ভিডিজি-র খোলনলচে বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু।

হালফিলে জঙ্গিরা জম্মুকে তাদের নতুন টার্গেট বানিয়েছে। ফলে দীর্ঘ ১২ বছর পরে জম্মুর সীমান্ত এলাকার পাহাড়ের মাথায় বাহিনী পাহারায় নেমেছে। সোয়েইন বলেন, 'কাশ্মীরে হেরে গিয়েই জঙ্গিরা এখন জম্মুকে টার্গেট করেছে। গত আড়াই বছরে জম্মু থেকে কোনও রিক্রুট করতে পারেনি ওরা।' এই মুহূর্তে ৫০-৮০ জন জঙ্গি কাঠুয়া, ডোডা, রিয়াসি এবং উধমপুরে লুকিয়ে রয়েছে বলে খবর। সোয়েইন বলেছেন, 'গত তিন-চার মাস ধরে জঙ্গিরা ঘাসজমি এবং যে সব এলাকায় বরফ নেই, সেখানে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠান্ডা পড়তে শুরু করলেই বিপাকে পড়বে। সেপ্টেম্বরের শেষে ৪০ শতাংশ, অক্টোবরের শেষে ৭০, নভেম্বরে ৯০ এবং ডিসেম্বরে ১০০ শতাংশ কমে যাবে ওদের অপারেট করার এলাকা। তখন ওদের সামনে অপশন থাকবে মাত্র তিনটে— পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া, ঠান্ডায় মৃত্যু বা নেমে এসে বাহিনীর বন্দুকের সামনে পড়া।'

পর্ন দেখে বোনকে ধর্ষণ, গলা টিপে খুন মায়ের সামনে!

রেওয়া: বাড়ির বাইরের উঠোনে একই খাটিয়ায় পাশাপাশি শুয়েছিল দাদা-বোন। দাদার বয়স ১৩ বছর, আর বোনের ৯। বোনের ঘুমোনোর সুযোগে মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখছিল দাদা। আর তা দেখেই বোনকে ধর্ষণ করে নাবালক দাদা! শুধু তাই নয়, বোন বাবা-মাকে সবকিছু বলে দেওয়ার ভয় দেখালে তাকে গলা টিপে খুনও করে দাদা! ভয়াবহ এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মায়ের সামনেই বোনকে খুন করেছে ওই কিশোর। শুধু তাই নয়, অপরাধ লুকোতে নাবালককে সাহায্য করেছেন তার মা এবং দুই দিদি!

পুলিশ সুপার বিবেক সিং জানান, ২৪ এপ্রিল বাড়ির উঠোন থেকেই মেয়েটির দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরিবারের লোক প্রথমে পুলিশকে জানিয়েছিল, রাতে উঠোনে ঘুমোনোর সময়ে বাচ্চা মেয়েটিকে বিষাক্ত পোকা কামড়েছিল, তাতেই মৃত্যু হয়েছে। রাতেই এক প্রাইভেট ডক্টরের চেম্বারে মেয়েকে নিয়ে যান পরিজন। কিন্তু সেই ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে রাজি হননি। বাধ্য হয়েই মেয়েকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানের চিকিৎসক পরীক্ষা করে ধর্ষণ-খুনের কথা রিপোর্টে লেখেন। শুরু হয় পুলিশি তদন্ত।

প্রথমে বাড়ির লোক দাবি করে, বাইরে থেকে কেউ এসে মেয়েকে ধর্ষণ-খুন করে গিয়েছে, তাঁরা জানতে পারেননি। কিন্তু পুলিশ বাইরে থেকে কারও বাড়িতে ঢোকার প্রমাণ পায়নি। আশেপাশের অন্তত ৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। অন্যদিকে, মেয়েটির বাড়ির লোক ক্রমাগত বয়ান বদলাতে থাকে। তাতেই সন্দেহ হয় পুলিশের। শুরু হয় একটানা জেরা। পুলিশি জেরার মুখে অপরাধের কথা কবুল করেন মেয়েটির পরিজন।

জেরার মুখে মেয়েটির পরিবার জানিয়েছে, ১৩ বছরের দাদার সঙ্গেই

মধ্যপ্রদেশের রেওয়া

ঘুমোচ্ছিল ন'বছরের বোন। মোবাইলে পর্নোগ্রাফি দেখার পর তাকে ধর্ষণ করে গলা টিপে দেয় দাদা। তার পর মাকে ডেকে নিজেই সব কথা স্বীকার করে ওই কিশোর। তার মা ছোটমেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, তখনও শরীরে প্রাণের চিহ্ন রয়েছে। তিনিই ছেলেকে সে কথা বলেন। তখন মায়ের সামনেই ওই কিশোর ফের গলা টিপে বোনের মৃত্যু নিশ্চিত করে। ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গিয়েছে কিশোরের ১৭ এবং ১৮ বছরের দুই দিদিরও। ভাইকে বাঁচাতে তারা খাটিয়ার পজিশন এবং নিজেদের শোয়ার জায়গা বদলে ফেলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সকলকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মণিপুর-সহ ৯ রাজ্য পেল নয়া রাজ্যপাল

এই সময়: একসঙ্গে ৯টি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ প্রশাসনিক পদে বদল আনলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মণিপুর-সহ ছ'টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগের পাশাপাশি শনিবার রাতে তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বদলও করেন তিনি।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুরের রাজ্যপাল ছিলেন অনুসুয়া উইকে। তাঁর জায়গায় এ বার মণিপুরের রাজ্যপাল পদের দায়িত্ব সামলাবেন সিকিমের প্রাক্তন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। তাঁকে অসমের রাজ্যপাল করা হয়েছে। অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মণিপুরের। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন এই বিজেপি নেতা কিন্তু একটা সময়ে উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্যও ছিলেন। সিকিমের নতুন রাজ্যপাল হচ্ছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ মাথুর।

জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডেও বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সন্তোষ গাঙ্গোয়ারকে নয়া রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। উত্তরপ্রদেশের বরেলি থেকে টানা ৬ বারের সাংসদ গাঙ্গোয়ার একটা সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন। এ বারের ভোটে অবশ্য তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। তারই 'ক্ষতিপূরণ' হিসেবে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল পদ কি না, প্রশ্ন উঠছে। কংগ্রেস-শাসিত তেলঙ্গানার রাজ্যপালও হচ্ছে সিনিয়র এক বিজেপি নেতা। জিষ্ণুদেব ভার্মা আবার ত্রিপুরার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীও। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হতে চলেছেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। এতদিন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল পদে ছিলেন তিনি। তেলঙ্গানার রাজ্যপাল পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও ছিল তাঁর কাঁধে।

আপ-এর হাতে থাকা পাঞ্জাবে রাজ্যপাল করে পাঠানো হচ্ছে গুলাব চন্দ কাটারিয়াকে। পাঞ্জাবের দায়িত্বে থাকা বনওয়ারিলাল পুরোহিত ইস্তফা দেওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে গুলাবচাঁদ কেবল পাঞ্জাবের নয়, সামলাবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্বও। অসমের প্রাক্তন রাজ্যপালের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা একসময়ে রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীও ছিলেন। ছত্তিসগড়ের পরবর্তী রাজ্যপাল হচ্ছেন রমেন ডেকা। তিনিও অসমের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ। রাজস্থানে রাজ্যপাল হচ্ছেন হরিভাও কিষানরাও বাগদে। মহারাষ্ট্র বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা সে রাজ্যের বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকারও ছিলেন। মেঘালয়ের রাজ্যপাল হচ্ছেন সি এইচ বিজয়শঙ্কর। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর হচ্ছেন কে কৈলাসনাথন। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার তিনি। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর চিফ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কৈলাসনাথন।

পথের দেখা ভোলেননি রাহুল

কংগ্রেসের 'জননেতা' দিন দুই আগে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরে একটি মামলার প্রয়োজনে আসা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মাঝপথে গাড়ি থামিয়েছিলেন এক মুচির দোকানের সামনে। তাঁর দোকানে ঢুকে শুনেছিলেন সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে হাতে-কলমে জুতো সেলাইয়ের পাঠও নিয়েছিলেন। সেই মুচি রাম চৈতকেই শনিবার একটি জুতো সেলাই মেশিন পাঠালেন রাহুল। শনিবার সকালেই একটি ফোন পান রাম। বিকেলে রাহুলের টিমের সদস্যরা গিয়ে তাঁর দোকানে মেশিনটি পৌঁছে দিয়ে আসে। অভিভূত রাম কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দু'জোড়া জুতো পাঠিয়েছেন রাহুলের জন্য — পিটিআই

দেশে পুরুষেরও সমানাধিকার: কোর্ট

ধর্ষণের ভুয়ো মামলা করায় মহিলার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থার নির্দেশ

নয়াদিল্লি: ধর্ষণের মিথ্যে মামলা দায়ের করার জন্য এক মহিলার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দিল দিল্লির এক আদালত। সেই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, আইন মহিলাদের বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয় বলে সেটাকে ব্যক্তিগত রাগ মেটানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। ভারতে আইন পুরুষদেরও সমানাধিকার এবং একই রকম আইনি সুরক্ষা দেয়।

১৪ জুলাই দায়ের হওয়া এক এফআইআরের ভিত্তিতে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এক যুবককে। তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানিই চলছিল দিল্লির আদালতে। অভিযোগ দায়েরের পর অবশ্য অভিযোগকারিণী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিবৃতি দেন, তিনি স্বেচ্ছায় ওই যুবকের সঙ্গে হোটেলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর সম্মতিতেই যৌন সম্পর্ক হয়েছে দু'জনের। কিন্তু একটা বিষয়ে যুবকের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায়, রাগে ধর্ষণের ভুয়ো মামলা করেছেন তিনি।

আদালতের বক্তব্য, 'ভারতের আইন পুরুষদেরও সমানাধিকার এবং সম-সুরক্ষা দেয়। মহিলারা আইনে কিছু বিশেষ সুবিধা পান। কিন্তু মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া সেই আইন কোনও ব্যক্তিগত রাগ মেটানোর অস্ত্র হতে পারে না। সমাজে এই প্রবণতা বাড়ছে। অথচ, একটা মিথ্যে ধর্ষণের অভিযোগ শুধু অভিযুক্তের জীবন বরবাদ করে না, তাঁর পরিবারের সামাজিক সম্মান, ভাবমূর্তি সব নষ্ট করে দেয়।'

ধর্ষণের ভয়াবহতা স্বীকার করেও আদালতের পর্যবেক্ষণ, ধর্ষণ বিরোধী আইনের অপব্যবহার হচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য কখনও এমন অভিযোগকে অস্ত্র করা উচিত নয়। এর পরই দিল্লি পুলিশকে আদালতের নির্দেশ, মিথ্যে মামলা দায়েরের জন্য অভিযোগকারিণীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। কারণ, তাঁর মিথ্যে মামলাতেই নিরপরাধ যুবককে ১০ দিন জেলে কাটাতে হয়েছে।

'সেফ খেলছেন বিচারকরা'

বেঙ্গালুরু: গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু মামলায় জামিন মঞ্জুর না করে সেফ খেলার চেষ্টা করেন দায়রা আদালতের বিচারকরা, তা নিয়ে রবিবার ক্ষোভপ্রকাশ করতে শোনা গেল প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে। প্রধান বিচারপতির মতে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মামলার ছোট ছোট বিষয় সম্পর্কে 'কমন সেন্স' থাকাটা খুবই দরকার। সিজেআইয়ের কথায়, 'দায়রা আদালতে যাঁদের জামিন পাওয়ার কথা, তাঁরা পাচ্ছেন না। ফলে তাঁরা হাইকোর্টে আসছেন। হাইকোর্টে যাঁদের জামিন পাওয়ার কথা, তাঁরাও পাচ্ছেন না। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তার ফলে মামলার পাহাড় জমছে, অযথা গ্রেপ্তারির অভিযোগও বাড়ছে। এর আগেও একাধিকবার জমে থাকা মামলা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন সিজেআই।

শান্তি চেয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের মিছিল। তাতে উঠে এল হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবিও। রবিবার ঢাকায় — এএফপি

ছাত্রনেতাদের মুক্তি না দিলে ফের আন্দোলন!

ঢাকা: সংরক্ষণের প্রতিবাদে পথে নেমে বিক্ষোভ বন্ধ হলেও ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি ধরপাকড় চলছেই। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একাধিক পড়ুয়া এবং ছাত্রনেতাকে। তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি না দিলে ফের রাস্তায় নামার হুমকি দিয়েছে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জোট'-এর সদস্যরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দু'জন নেতা নুসরাত তাবাসসুম এবং আরিফ সোহেলকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ তাঁদের পরিবারের। এর আগেও সংরক্ষণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া আরও পাঁচ নেতাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। ঢাকা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশিদের অবশ্য দাবি, ওই নেতাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাঁদের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই দাবি মানতে নারাজ পরিজন এবং 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জোট'-এর সদস্যরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে ছাত্রনেতাদের। না হলে ফের অশান্তির সাক্ষী থাকবে বাংলাদেশ।

গত ১৬-১৯ জুলাই পর্যন্ত চলা সংরক্ষণ বিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ২০৫ জনের প্রাণ গিয়েছে বলে সংবাদসংস্থা এএফপি-র দাবি। যদিও সরকারি মতে, সংখ্যাটা ১৪৭, যাঁদের মধ্যে ১১ জন শাসকদল আওয়ামি লিগের কর্মী বলে দাবি। এই অশান্তিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই অন্তত ন'হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পড়ুয়া এবং ছাত্রনেতা। গ্রেপ্তারির ভয়ে অনেকেই ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন বলে খবর। ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জুনায়েদ আলমের অবশ্য দাবি, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই আটক বা গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তারি হচ্ছে না।

এদিকে, ১০ দিন বন্ধ থাকার পর রবিবার বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ ফিরিয়েছে প্রশাসন। অশান্তির সময়ে ভুয়ো খবর ছড়ানো রুখতেই ইন্টারনেট বন্ধের পদক্ষেপ করেছিল প্রশাসন। রবিবার বিকেল তিনটে থেকে ফের ইন্টারনেট সংযোগ। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনেইদ আহমেদ পলক জানান, রবিবার থেকে তিন দিন পাঁচ জিবি করে ডেটা বিনামূল্যে পাবেন প্রত্যেক গ্রাহক।

ঝলকে বিশ্ব

কোয়াডের আগে মুখোমুখি জয়-অ্যান্টনি

এই সময়: আজ, সোমবার জাপানে কোয়াড বৈঠক। তার আগে মার্কিন বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে একান্তে বৈঠক সারলেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের আগ্রাসনের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কোয়াড বৈঠক বড় ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। তার ঠিক আগে জয়শঙ্কর-ব্লিঙ্কেনের বৈঠক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কোয়াডে যোগ দিতে এ দিনই জাপানে পৌঁছেছেন জয়শঙ্কর। তাঁকে স্বাগত জানান জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত। টোকিয়োতে পৌঁছে মহাত্মা গান্ধীর একটি মূর্তি উদ্বোধন করেন জয়শঙ্কর। গান্ধীজির আদর্শ আজও কেন গোটা বিশ্বে প্রাসঙ্গিক, তা নিয়েও ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

ইজ়রায়েলি মাঠে রকেট হামলা হেজবোল্লার, নিহত ১২

এই সময়: গাজ়ায় লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজ়রায়েল। পিছু হটতে নারাজ হামাসও। এরই মধ্যে তেল আভিভে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল হামাসের সঙ্গী লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লার বিরুদ্ধে। ইজ়রায়েলের দাবি, গোলান মালভূমির এক ফুটবল স্টেডিয়ামে হেজবোল্লার ছোড়া রকেটে অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ১৩। নিহতের তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকজন শিশুও।

হেজবোল্লার এই হামলার পাল্টা ইজ়রায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারির হুমকি,

পাল্টা হুঁশিয়ারি

'এবার হেজবোল্লা লিমিট ক্রস করেছে। আমাদের উপর অকারণে এই ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ওরা। এর উচিত জবাব দেবো আমরা।'

হামলার ঘটনাটি শনিবারের। খবর পেয়েই মার্কিন সফর কাটছাঁট করে দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেন ইজ়রায়েলি পিএম বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'ইজ়রায়েল এই হামলার প্রত্যুত্তর না দিয়ে থামবে না। হেজবোল্লাকে এর জন্য অনেক বড় মূল্য চোকাতে হবে, যা ওরা আগে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে হেজবোল্লার তরফে কিন্তু এখনও কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি।

এ দিকে তেল আভিভের দাবি, ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পরে ইজ়রায়েলের উপর এটাই সবথেকে বড় প্রাণঘাতী হামলা। হেজবোল্লার হামলার পর লেবানন সীমান্তে গুলির লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

সাক্ষী ধ্বংসস্তূপ ইজ়রায়েলি হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে আল-বুরেইজ রিফিউজি ক্যাম্প। তারই মধ্যে খেলছে শিশুরা — এএফপি

ভোটই তুলে দেবেন নাকি!

ট্রাম্প-বচনের ব্যাখ্যা নেই তাঁর দলের কাছেও

এই সময়: বলা হয়— বিতর্ক তাঁর পোষা বেড়ালের মতো, পায়ে পায়ে ঘোরে। সে তিনি কুর্সিতে থাকুন বা না-ই থাকুন। গত বছর ডিসেম্বরেই যেমন এক মিডিয়া-ইন্টারভিউয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'ফের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে অন্তত একটা দিন অতি অবশ্যই আমি স্বৈরাচারী হতে চাই। তবে স্রেফ ওই একটা দিনের জন্যই।' কেন? ব্যাখ্যায় ট্রাম্প বলেছিলেন, মেক্সিকো সীমান্তে দেওয়াল তোলার পাশাপাশি মস্কোর সঙ্গে জুড়ে থাকা দক্ষিণ সীমান্ত বন্ধ করে খনিজ তেলের উত্তোলন বাড়াতে চান তিনি। সেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধেই এ বার আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রচারে মেরুকরণ হাতিয়ার করার অভিযোগ উঠল। এমনকী, অনেকে তাঁর ভাষণে আগামীর আল্টিমেট একনায়কের ছায়াও দেখে ফেললেন।

কেন? কী এমন বললেন ট্রাম্প?

বস্তুত প্রচারে গিয়ে গুলি খাওয়ার ওই ঘটনার পর থেকেই দ্বিগুণ এনার্জিতে প্রচারে নেমে পড়েছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি সেই জোশের বশেই খ্রিস্টানদের এক সভায় তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আপনাদের কাছে আমার একটাই আর্জি— দয়া করে এবার আমায় জিতিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি, তা হলে আগামী ৪ বছর পর আর আপনাদের ভোট দিতে হবে না।'

ঘটনাস্থল ফ্লরিডা। সভায় দাঁড়িয়ে ট্রাম্পের অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি, 'কষ্ট করে এবার বিপুল সংখ্যায় আপনারা এগিয়ে এসে ভোট দিন। চার বছরের অপেক্ষা। তার পর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি নিজে সব ঠিক করে দেব। আর ভোট দিতে হবে না আপনাদের। আমার প্রিয় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা, আমি নিজেও খ্রিস্টান। অসম্ভব ভালোবাসি আপনাদের। এ বার আপনারা ভোটটা আমায় দিন। এর পর এমন ব্যবস্থা করে দেব যে আপনাদের আর ভোট দিতে যেতে হবে না।'

এর মানে কী? ট্রাম্প কি তা হলে হোয়াইট হাউসের কুর্সিতে বসার পরে দেশ থেকে নির্বাচনী ব্যবস্থাটাই তুলে দিতে চাইছেন? নাকি আদতে নিজের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে চাইছেন? এমন নানাবিধ প্রশ্নের কিন্তু কোনও উত্তর নেই রিপাবলিকান দলের কাছে। ট্রাম্পের বক্তব্যেরও কোনও ব্যাখ্যা নেই দলের কাছে।

ডনের নামেই বাজি ধরছেন 'মোস্ট নটোরিয়াস' জ্যোতিষী

এই সময়: ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়েও কিছুতেই হোয়াইট হাউসের রেস থেকে সরে দাঁড়াতে চাননি ডেমোক্র্যাট নেতা তথা বর্তমান ইউএস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শেষমেশ অবশ্য তিনি 'দেশ ও দলের স্বার্থে' ভোটের মাঠ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এতে ডেমোক্র্যাট শিবিরের একাংশ চমকে গেলেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আগেই করেছিলেন নেট

মিলিয়ে দেন বাইডেন, হ্যারিসের ফিউচারও

দুনিয়ার 'মোস্ট নটোরিয়াস' জ্যোতিষী হিসেবে পরিচিত অ্যামি ট্রিপ। এমনকী ২১ জুলাই বাইডেন-বিদায়ের ডেটও মিলিয়ে দেন তিনি। তাঁর বদলে কমলা হ্যারিসই ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন, ২০২০-তেই নাকি তা বলেছিলেন অ্যামি। এ-ও প্রায় মিলে গিয়েছে। এ বার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন নটোরিয়াস অ্যামি। জানিয়ে দিলেন, আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ট্রাম্পই। একাধিক ইউএস মিডিয়া এই খবর করেছে। তবে ফের ক্ষমতায় এলে ট্রাম্প নাকি আরও বেশি 'পাগলামি' করতে পারেন বলে আগাম বলে রেখেছেন অ্যামি। তা হলে কি আগামী চার বছর ট্রাম্পই আমেরিকার লিডার? ট্রাম্পের কেরিয়ারে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেও দাবি করেছেন বছর চল্লিশের এই জ্যোতিষী।

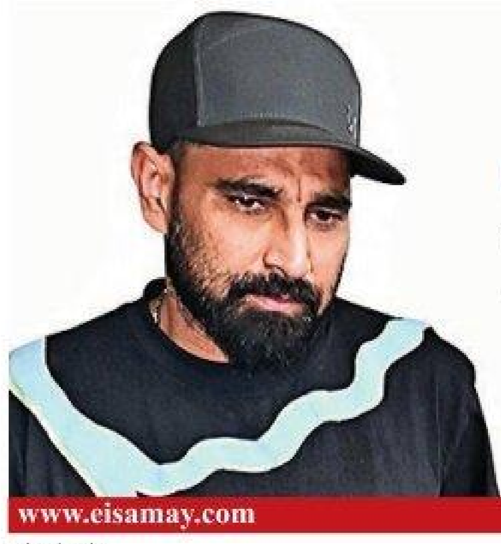

খেলার সময়
শামিই লাল-হলুদের 'প্রাইড অফ বেঙ্গল'

এই সময়
সংবাদপত্র

এই মুহূর্তে
বঙ্গভঙ্গ নিয়ে নীতীশের দলের উল্টো সুর

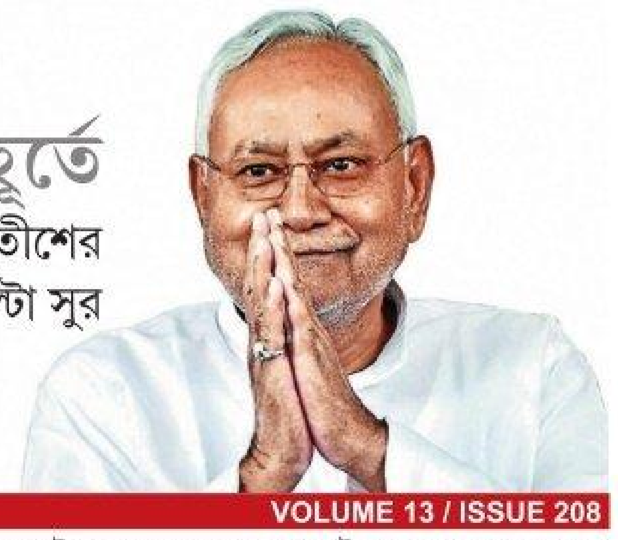

www.eisamay.com YOUNG BENGAL GLOBAL BENGALI VOLUME 13 / ISSUE 208

★★★ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার ২৯ জুলাই ২০২৪ শহর সংস্করণ ৬ টাকা ১২ পাতা কলকাতা

ঝ টি তি

আর্দ্রতাই কাল, দগ্ধ উত্তরবঙ্গ

■ এই সময়: ভরা শ্রাবণেও গরমের আঁচ মাত্রা ছাড়িয়েছে ডুয়ার্সে। প্রায় প্রতি দিন কোনও না কোনও স্কুলে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করলেও অতিরিক্ত আর্দ্রতার জেরে সকাল ১০টার মধ্যেই 'রিয়েল ফিল' ৫০ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ারের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সকালে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ (ডিপিএসসি)। শনিবার রাতে ও রবিবার সকালে শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কোচবিহারের মতো কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হলেও গরম কমেনি। জুনের অতিবৃষ্টিই উত্তরবঙ্গে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মালদার হবিবপুর, ওল্ড মালদা, বামনগোলা এবং গাজোল ব্লকে অতিরিক্ত গরমে জলের অভাবে ধান চাষ থমকে গিয়েছে। পৃঃ ৫

ঝাঁপ ফেলছে বহু রিটেল চেন

■ এই সময়: ক্রেতাদের মধ্যে ভোগব্যয় প্রবণতা কমে যাওয়ার কারণে ব্যবসা মার খাচ্ছে রিলায়েন্স রিটেল, শপার্স স্টপ এবং স্পেনসার্স'স রিটেলের মতো বড় রিটেল চেনগুলির। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিপণিগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় না হওয়ায় এবং সর্বোপরি বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে যে বাজারগুলিতে মুনাফা হচ্ছে না, সেখানে ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, এর ফলে বাজার থেকে দেনা এবং খরচের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ জারি করতে হচ্ছে সংস্থাগুলিকে। পৃঃ ৬

স্তব্ধ টলিউড! শুটিং বয়কট পরিচালকদের

এই সময়: শেষ পর্যন্ত স্তব্ধই হতে চলল টলিউডের ফ্লোর। পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে পরিচালক এবং টেকনিশিয়ানদের সংঘাতের সুর গত কয়েকদিন ধরে চড়ছিল। রবিবার তা চরম আকার নেয়। পরিচালকরা জানিয়ে দেন, আজ, সোমবার থেকে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য শুটিং ফ্লোরে যাবেন না।

তাঁদের এই সিদ্ধান্তে অথৈ জলে পড়ল বাংলা সিনেমা, সিরিয়াল এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন শুটিং। রবিবার থেকেই সব টিভি সিরিয়ালের শুটিং বন্ধ হয়ে গিয়েছে। টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ানদের সংগঠন 'ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ান ওয়ার্কার্স অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'র বিরুদ্ধে একজোট হয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন পরিচালকরা। স্টুডিয়োপাড়ার একাংশের 'দাদাগিরি'র বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তাঁরা।

রাহুলের বিরুদ্ধে ফেডারেশনের অভিযোগ, তিনি একটি ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু করেন টালিগঞ্জে। কিন্তু চার দিন শুট করার পরে কাউকে কিছু না-জানিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে বাকি শুটিং সেরে আসেন। এর প্রতিবাদেই রাহুলকে বয়কট করার কথা বলে ফেডারেশন। রাহুল নিজে ডিরেক্টর্স গিল্ডের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে গিল্ডই তাঁকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। কিছু পরে তারাও মনে করে, রাহুল ভুল কিছু করেননি। ফলে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়।

শনিবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় প্রযোজক সংস্থা এসভিএফের একটি সিনেমার শুটিং ছিল। পরিচালকের আসনে ছিলেন রাহুল। অভিযোগ, তাঁকে দেখেই টেকনিশিয়ানরা কাজ না-করে চলে আসেন। অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্যরা দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও শুটিং করতে পারেননি। এর পরেই নজিরবিহীন ভাবে প্রতিবাদ

▶ এরপর দুয়ের (এই মুহূর্তে) পাতায়

> আমরা গিল্ডের সব সদস্যের মতামত নিয়েছি। আপাতত কাজে যাচ্ছি না
> **সুদেষ্ণা রায়**

> কে পরিচালনা করবেন, তা ফেডারেশন এ ভাবে ঠিক করে দিতে পারে না
> **কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়**

> ওঁরা আমাদের কিছু জানাননি। আমরা কোনও ভাবেই কাজ বন্ধের পক্ষে নই
> **স্বরূপ বিশ্বাস**

দেশের গর্ব ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ভারতকে পদক এনে দেওয়ার পরে উচ্ছ্বাস মানু ভাকেরের। রবিবার — এএফপি

> টোকিওর ব্যর্থতা মনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। ভাবতাম, কী করে আবার ফিরে আসব। গীতা পড়তে শুরু করি। শুধু নিজের সমস্যাগুলোর বদলে আরও বড় সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন হলাম। কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন ফলের আশা কোরো না। চেষ্টা করে যাও। সেটাই করার চেষ্টা করেছি। ধার্মিক হওয়া আমাকে এই পদক জিততে সাহায্য করেছে **মানু ভাকের**

প্যারিসে প্রথম পদক ভারতের

গীতা পাঠেই অলিম্পিক্সে মানু সংহিতা

অলিম্পিক্সে এই সময়
কুণাল বসু প্যারিস

চোখে জল নয়, ঠোঁটে হাল্কা হাসির রেখা। কান্না নয়, আবার বাড়তি উচ্ছ্বাসও নয়।

ইতিহাস তৈরির পরে এত নির্লিপ্ত থাকা যায়? প্যারিস থেকে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার দূরের শাতুরুতে এই মেজাজেই দেখা গেল মানু ভাকেরকে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক জেতার পরে। হোক না ব্রোঞ্জ। সেই ২০১২ সালে বিজয় কুমার, গগন নারাংয়ের পরে আরও কোনও শুটারই যে পদক জিততে পারেননি। ১২ বছর পরে 'জিংস' ভাঙলেন মানু। অঞ্জলি ভাগবত, সীমা শিরুর, হিনা সিধু— কমনওয়েলথ বা এশিয়ান গেমস মাতালেও ভারতীয় মেয়েরা বারবার ব্যর্থ হয়েছিলেন অলিম্পিক্সে। সেই ধারা থামিয়ে এ বার প্যারিসে রচনা হলো মানু সংহিতা।

যে মুহূর্তে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হল মানুর, সেই সময়ে তাঁর পরিবার, আত্মীয়রা চিৎকার করছেন ছোট্ট গ্যালারিতে। তখনও মানু সংযত। হাত নাড়লেন, হাসলেন। বাকি প্রতিযোগীরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ব্যস এই টুকুই। মাত্র ২২ বছর বয়সে এতটা পরিণত কী করে?

ভারতের প্রথম মেয়ে হিসেবে শুটিংয়ে পদক। দেশের পঞ্চম শুটার হিসেবে পদক। প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক। একটার পর একটা উজ্জ্বল রেখা তাঁর নামের পাশে। ইদানীং যে ব্যাপারটাকে বলে, 'টিকড দ্য বক্স'। তাঁকে নিয়ে হইচই শুরু সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে। শেফ দ্য মিশন গগন নারাং গেমস ভিলেজ থেকে বলে দিচ্ছেন, 'এই সবে শুরু, শুটিং থেকে আরও পদক আসবে।' এত কিছুর পরেও সংযত মানু।

কারণটা জানা গেল একটু পরেই। পদক জেতার কিছু পরে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে এসে মানু ফাঁস করলেন তাঁর সাফল্যের সিক্রেট। তখনই উঠল গীতার প্রসঙ্গ। তিন বছর আগে টোকিও অলিম্পিক্সে মানু গিয়েছিলেন ফেভারিট হিসেবে। তিন ইভেন্টেই ফাইনালে না উঠতে পারা তাঁকে ফেলে দিয়েছিল প্রবল মানসিক চাপে। গীতার আশ্রয় তখন থেকেই। মানু বলছিলেন, 'টোকিওর ব্যর্থতা মনে খুব প্রভাব ফেলেছিল। ভাবতাম, কী করে আবার ফিরে আসব। তখন গীতা পড়তে শুরু করি। শুধু নিজের সমস্যাগুলোর বদলে আরও বড় সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন হলাম। কৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলেছিলেন— ফলের আশা কোরো না। চেষ্টা করে যাও। সেটাই করার চেষ্টা করেছি। ধার্মিক হওয়া আমাকে এই পদক জিততে সাহায্য করেছে।' এক ফরাসি সাংবাদিকও খোঁজ নিচ্ছিলেন গীতা বা কৃষ্ণ-অর্জুনের ব্যাপারটা কী।

মাত্র ২২ বছরে এই শিক্ষা পেয়েছেন বলেই না এতটুকু নড়লেন না চাপের মুখে। রবিবার ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের এই ফাইনাল ছিল 'কাঁটে কি টক্কর'। ১৮ শটের পরেও প্রথম তিন শুটারের মধ্যে ফারাক মাত্র ০.৮। যে কেউ জিততে পারে, যে কেউ পিছিয়ে পড়তে পারে। মুহূর্তের খুব, খুব সূক্ষ্ম ভুলে পদকের রং বদলে যেতে পারে। বা কিছু নাও জুটতে পারে। সেই সময়েই পিস্তল শক্ত করে ধরে, চোয়াল শক্ত রেখে পরপর লক্ষ্যভেদ।

সোনা ও রুপোজয়ী কোরিয়ান দুই শুটার ও ইয়ে জিন ও কিম ইয়েজি নিজেদের দুর্গ এত শক্তিশালী হাতে সামলালেন যে, লাস্ট ল্যাপে দ্বিতীয় পজিশনে এসেও পিছিয়ে পড়তে হলো ইয়েজির কাছে। ইয়ে জিন সোনা জিতলেন অলিম্পিক্স রেকর্ড গড়ে। মানুর কৃতিত্ব ফাইনালে কখনওই প্রথম তিনের বাইরে না যাওয়া। বরং বারতিনেক দ্বিতীয় পজিশনে এসে রুপোর দাবিদারও হয়ে উঠেছিলেন। শেষে ২২১.৭ স্কোর করে তৃতীয় মানু।

প্যারিস থেকে দূরে ছোট্ট শহর শাতুরু। শুটিং রেঞ্জ স্টেশন থেকেও বেশ খানিকটা দূরে। শহরের গণ্ডি অল্প সময়েই ছাড়িয়ে ঢুকে পড়তে হয় মিলিটারি কমপ্লেক্সে। তার ভিতরেই এই শুটিং রেঞ্জ। শুটারদের জন্য এই মিলিটারি কমপ্লেক্সের মধ্যেই তৈরি হয়েছে আলাদা ভিলেজ। শহরের হইহল্লা থেকে দূরে নিঝুম পরিবেশ শুটারদের মনোযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা বটেই। এই পরিবেশের সঙ্গে মানুকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গীতা।

এখনও ইভেন্ট বাকি মানুর। কোনও ভাবেই মনঃসংযোগ হারাতে চান না। একটা পদক উদ্যমটাই বাড়িয়ে দিয়েছে হরিয়ানার মানুর। দেশবাসীও অপেক্ষায় নিঃসন্দেহে।

আজও আশা পদক জয়ের

এই সময়: দীপিকা কুমারী-ভজন কৌররা পারলেন না অলিম্পিক্সের ভারতকে তিরন্দাজিতে প্রথম পদক এনে দিতে। রবিবার তিরন্দাজিতে মেয়েদের রিকার্ভ টিম কোয়ার্টার ফাইনালেই ছিটকে গেল নেদারল্যান্ডসের কাছে হেরে। আজ তিরন্দাজিতে বড় চ্যালেঞ্জ ছেলেদের টিমের। প্রবীন যাদব, ধীরাজ বোম্মাদেবরা ও তরুণদীপ রাই নামছেন মেডেল রাউন্ডে। বাছাই পর্বে এই ত্রয়ীর স্কোর যোগ করে ভারত নক আউটে শুরু করবে তিন নম্বর স্থানে। তৃতীয় দিনে তিরন্দাজি ছাড়া পদকের জন্য ভারত তাকিয়ে থাকবে দুই শুটার রমিতা জিন্দাল ও অর্জুন বাবুতার দিকে। দু'জনেই ১০ মিটার এয়ার রাইফলের ফাইনালে নামবেন। হকিতে হরমনপ্রীতের ভারত প্রথম ম্যাচে নিউ জ়িল্যান্ডকে হারানোর পরে আজ দ্বিতীয় ম্যাচে নামছে আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে।

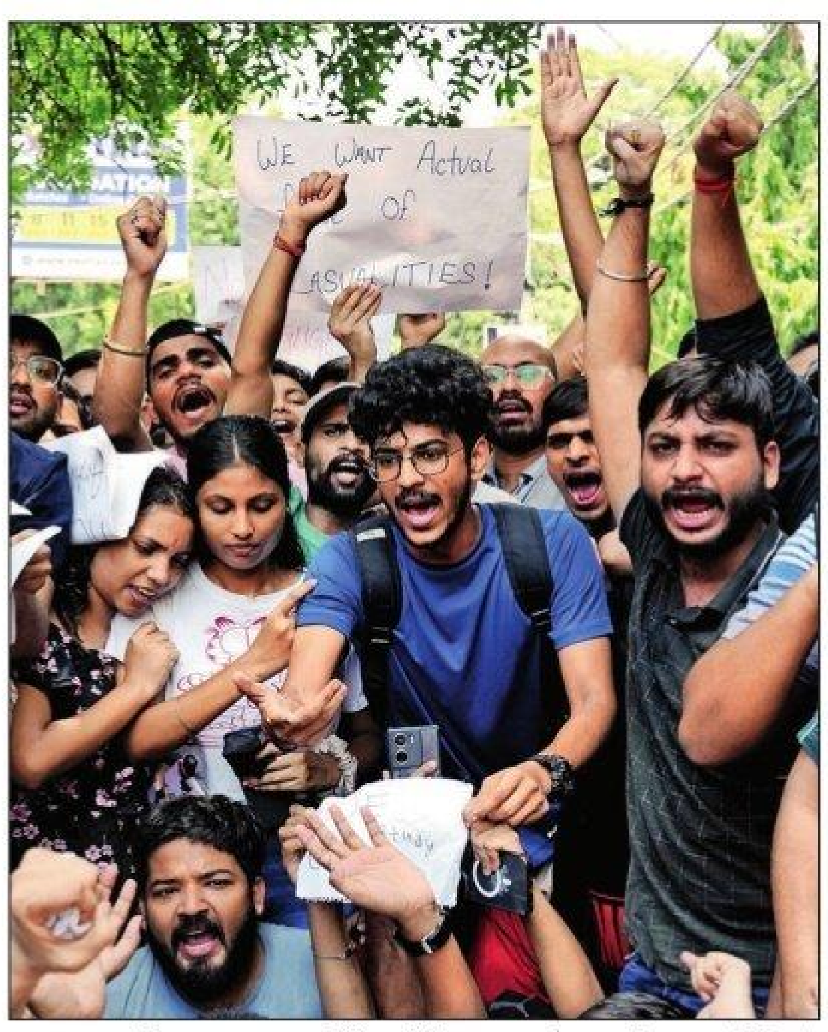

রাজেন্দ্রনগরে তিন পড়ুয়ার মৃত্যুতে দিল্লিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ — পিটিআই

বেসমেন্ট ডুবল ১০ মিনিটে, দোষ কার?

তরজা দিল্লির কোচিং সেন্টার ঘিরে

নয়াদিল্লি: ইউপিএসসি কোচিং-হাব নামেই পরিচিত দিল্লির ওল্ড রাজেন্দ্রনগর। রাজস্থানের কোটার মতোই রাজেন্দ্রনগরেও পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। নানা রাজ্য থেকে সেখানে পড়তে আসেন সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া পড়ুয়ারা। কিন্তু সেই কোচিং সেন্টারই যে মরণফাঁদ, সেটা কি শনিবারের আগে পর্যন্ত জানতেন পড়ুয়া বা তাঁদের অভিভাবকরা? শনিবার সন্ধ্যার মুষলধারার বৃষ্টিতে বেসমেন্টে জল ঢুকে বেঘোরে প্রাণ গেল রাউ'স কোচিং ইনস্টিটিউটের তিন পড়ুয়ার। তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু হতেই সামনে এলো বেনিয়মের একের পর এক আখ্যান। শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক তরজাও। কিন্তু এই তিনটি নিরীহ প্রাণ শেষ হয়ে যাওয়ার দায় কার? দিনের শেষে সেই উত্তর অজানাই।

শনিবার সন্ধে সাতটা নাগাদ শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সেই সময়ে কোচিং সেন্টারে ছিলেন জনা তিরিশেক পড়ুয়া। তার মধ্যে জনা সতেরো পড়ুয়া ছিলেন কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টের লাইব্রেরিতে। বৃষ্টির জল বেসমেন্টে ঢুকতে শুরু করায় লাইব্রেরিতে থাকা পড়ুয়ারা আটকে যান। এনডিআরএফ এবং দমকলকর্মীরা ১৪ জনকে উদ্ধার করতে পারলেও গোড়ায় তিন জনের খোঁজ মেলেনি। শনিবার রাতে উদ্ধার হয় বছর পঁচিশের তানিয়া সোনি ও শ্রেয়া যাদব এবং নবীন ডালভিনের (২৮) দেহ। শ্রেয়া উত্তরপ্রদেশ, তানিয়া তেলঙ্গানা এবং নবীন কেরালার এর্নাকুলামের বাসিন্দা। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দিল্লিতে থাকছিলেন তাঁরা।

তিন পড়ুয়ার এভাবে মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না সহপাঠীরা। রবিবার সকাল থেকে কোচিং সেন্টারের সামনে

▶ এরপর সাতের (এই মুহূর্তে) পাতায়

> দিল্লির বিপজ্জনক নির্মাণ, নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক গাফিলতির মূল্য চোকাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই দুর্ঘটনা পুরো সিস্টেমের ব্যর্থতা
> **রাহুল গান্ধী**

আমলার স্বপ্ন অধরাই শ্রেয়া-নবীন তানিয়াদের

এই সময়: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক হলেও আদতে আমলা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন উত্তরপ্রদেশের আম্বেদকরনগরের বছর পঁচিশের তরুণী শ্রেয়া যাদব। দেশের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা ইউপিএসসি-র প্রস্তুতি নিতে তাই গত এপ্রিলে দিল্লি চলে আসেন তিনি। সম্প্রতিই ভর্তি হন পশ্চিম দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের রাউ'স কোচিং ইনস্টিটিউটে। আর পাঁচটা দিনের মতো শনিবারও ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন শ্রেয়া। কিন্তু সেখান থেকে আর ফেরা হলো না তাঁর। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টেই ডুবে মারা গেলেন শ্রেয়া। রবিবার রাতে প্রায়ই একইসঙ্গে তেলঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদের মেয়ে তানিয়া সোনি-রও দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁরও বয়স ২৫। শ্রেয়া-তানিয়ার সঙ্গে আমলা হওয়ার স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল কেরালা থেকে দিল্লিতে পিএইচডি-র পাশাপাশি ইউপিএসসি-র প্রস্তুতি নিতে আসা বছর আঠাশের তরুণ নবীন ডালভিনেরও।

মৃত তিন মধ্যবিত্ত পড়ুয়ার বাড়িতেই খবর গিয়েছে। কিন্তু

জমছে ক্ষোভ

কেউই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। শ্রেয়ার পরিবারের এমনকী এ-ও অভিযোগ, মৃত মেয়ের মুখও দেখতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। স্থানীয় সূত্রের খবর, অন্য দিন মোটামুটি সন্ধে ৭টা নাগাদ ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শনিবার লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিল বলে লাইব্রেরি খোলা ছিল ৭টার পরেও। আরও অনেকের সঙ্গে সেখানে বসে পড়ছিলেন শ্রেয়া-তানিয়া-নবীনরা। আচমকা বেসমেন্টে হু হু করে জল ঢুকতে থাকে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেসমেন্ট জলে ভরে যায়। অনেককে উদ্ধার করা গেলেও এই তিন জনের খোঁজ মেলেনি। নবীনের দেহ মেলে গভীর রাতে।

রাত থেকেই তিন জনের মৃত্যুর প্রতিবাদে কোচিং সেন্টারটির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। রবিবার সকালেও প্ল্যাকার্ড হাতে অনেককে সেন্টারের সামনে অবস্থান করতে দেখা যায়। রাজধানীর বুকে এমন ভয়াবহ ঘটনার জন্য প্রশাসন দুষছে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' সেন্টারকে। স্থানীয়দের একাংশ আবার দুষছেন 'নিষ্ক্রিয় প্রশাসন'কে। আঙুল উঠছে

▶ এরপর সাতের (এই মুহূর্তে) পাতায়

নীতি-বৈঠক: বিধানসভা, সংসদে সুর চড়াবে তৃণমূল

এই সময়, কলকাতা ও নয়াদিল্লি: নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্য বিধানসভার পাশাপাশি দিল্লিতে সংসদের দুই কক্ষে জোরগলায় প্রতিবাদ করতে চলেছে তৃণমূল। নীতি আয়োগের বৈঠকে বাংলার দাবিদাওয়া নিয়ে বক্তব্য পেশের সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগ তুলে শনিবারই প্রতিবাদী হয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেতারা। কংগ্রেস, আপ, ডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার মতো 'ইন্ডিয়া'র শরিক দলগুলিও পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের।

আজ, সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে এই ইস্যুতে সুর চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রবিবার বলেন, 'আমাদের দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবেন। ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন নিয়ে সভায় এখন আলোচনা চলছে। শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে এই বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রী তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে ওই বৈঠকে যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে নিশ্চয়ই দলের কেউ না কেউ বিধানসভায় প্রতিবাদ করবেন।' আবার দিল্লিতে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হচ্ছে আজ থেকে। জোড়াফুল শিবির সূত্রের খবর, আজ লোকসভা ও রাজ্যসভা— সংসদের দুই কক্ষেই সোচ্চার হবেন দলীয় সাংসদরা। এই ইস্যুতে তাঁদের সমর্থনে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক অন্য রাজনৈতিক দলের সাংসদরাও এগিয়ে আসতে পারেন বলেও মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বিশেষ করে কংগ্রেস, ডিএমকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কট করলেও যে ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে আজ বিরোধী শিবির একাট্টা হয়ে আক্রমণ শানাতে পারে বলে আঁচ করছে কেন্দ্রের সরকারপক্ষও।

কংগ্রেসের সাংসদ মণিকম টেগোর এ দিন বলেন, 'একজন বর্ষীয়ান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্র যে আচরণ করেছে, তা দুর্ভাগ্যজনক এবং সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংসদে এর আগে বহুবার বিরোধী দলের সাংসদদের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ বার নীতি আয়োগের বৈঠকেও একই ঘটনা ঘটল। এ ভাবে মাইক বন্ধ করে গোটা দেশের সাধারণ

▶ এরপর দুয়ের (এই মুহূর্তে) পাতায়

> যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে দলের কেউ না কেউ বিধানসভায় প্রতিবাদ করবেন
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

> এ ভাবে মাইক বন্ধ করে গোটা দেশের সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না বিজেপি
> **মণিকম টেগোর, কংগ্রেস MP**

ইট'স হট! ধুলোই বাড়াচ্ছে দহনজ্বালা?

হিমাদ্রি সরকার

২০২৪ কি গরমের দিক থেকে গোটা বিশ্বেই সর্বকালীন রেকর্ড গড়বে— এ নিয়ে বিস্তর জল্পনা আবহবিদদের মধ্যে। এমনিতে দুনিয়ার নিরিখে আবহাওয়া সংক্রান্ত রেকর্ড রাখা শুরু হয়েছে ১৮৫০ সালে। তারপর থেকে এ বছরের এপ্রিল 'হটেস্ট এভার' এপ্রিল হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। বাদ যায়নি কলকাতা-সহ বাংলাও। এপ্রিল-মে মাসে এ বছর ২৪ দিন তাপপ্রবাহের রেকর্ড দেখেছে দক্ষিণবঙ্গ। এমনকী, বর্ষা নেমে গেলেও এ বার যেন ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে রেহাই মেলার কোনও লক্ষণ নেই বঙ্গে। গড় তাপমাত্রার দিক থেকে ২০২৪ শেষমেশ 'হটেস্ট এভার' বছরের রেকর্ড গড়বে কি না, সেটা বছর ঘুরলে বোঝা যাবে। কিন্তু রেকর্ড বলছে— এ বার গরমের মরশুমে শুধু পারদ বৃদ্ধি নয়, একই সঙ্গে বাতাসে দূষণের দিক থেকেও ভুগতে হয়েছে দেশবাসীকে। বাতাসে ভাসমান অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা (পিএম ২.৫) যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে গরম। সম্প্রতি পরিবেশ নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থার রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

TALKING পয়েন্ট

দেশের পাঁচটি শহর— কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, পাটনা এবং লখনৌয়ের ২০২২ থেকে ২০২৪-এর এপ্রিল-মে মাসে বাতাসের পিএম ২.৫ এবং গড় তাপমাত্রার উপর সমীক্ষা চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, যে বছর বাতাসে ধূলিকণার মাত্রা বেড়েছে, সে বছর গড় তাপমাত্রাও বেশি ছিল। অর্থাৎ বায়ুদূষণ ও গরম— সাঁড়াশি আক্রমণে জেরবার হয়েছে সাধারণ মানুষ। এবং এই চিত্র মোটের উপর সব শহরেই এক।

যেমন, এই সমীক্ষা অনুযায়ী, দিল্লিতে ২০২২-এর এপ্রিল-মে মাসে পিএম ২.৫-এর গড় মাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে ৯৩.৮১ মাইক্রোগ্রাম। ২০২৩-এ তা ২৮.৪ শতাংশ কমে পৌঁছয় ৬৭.১৯-এ। আবার এপ্রিল-মে মাসে দিল্লির গড় তাপমাত্রা ২০২২-এ ৩২.১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২০২৩-এ কমে হয়েছিল ২৮.৭২ ডিগ্রি। তবে ২০২৪-এর এপ্রিল-মে মাসে দিল্লির গড় পিএম ২.৫ বেড়ে পৌঁছয় ৮১.৫৩ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটারে, যা ২০২৩-এর তুলনায় ২১.৩ শতাংশ বেশি। এ বছর এপ্রিল-মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে হয়েছে ৩১.৮৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ে ২০২২, ২০২৩ এবং ২০২৪ এর এপ্রিল-মে মাসে বাতাসের পিএম ২.৫ এর মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৭৩.১৬, ৫২.৮৭ ও ৬২.১৭ মাইক্রোগ্রাম। গড় তাপমাত্রাও প্রায় এক ভাবে ওঠানামা করেছে সেখানে। ২০২২ থেকে ২০২৩-এ তাপমাত্রা কমেছে, আবার গ্রাফ চড়েছে এ বছরে। পাটনা ও মুম্বইতেও বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাত্রা ও পারদের ওঠানামা মোটের উপর একই ভাবে হয়েছে।

এই রেকর্ডে সামান্য হেরফের হয়েছে কলকাতার ক্ষেত্রে। যেমন, মহানগরীতে ২০২২ ও ২০২৩-এর এপ্রিল-মে মাসে গড় পিএম ২.৫ ছিল ২৬.৫০ ও ৩৩.৯৩। ওই দু'বছর গড় তাপমাত্রা ছিল প্রায় একই রকম— যথাক্রমে ৩০.২৮ ও ৩০.২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২৪-এ ধূলিকণার মাত্রা বাড়ায় পারদও পৌঁছে যায় ৩১.০৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

স্বাভাবিক ভাবেই এই তথ্য থেকে দূষণমাত্রা বৃদ্ধি ও তাপমাত্রার পারদ চড়ে যাওয়ার বিষয়টা এক সঙ্গে একই গতিতে ঘটছে কি না, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে— সেটা অস্বীকার করছেন না পরিবেশবিদ বা আবহবিদরা।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্রর ব্যাখ্যা, এমনিতে বায়ুদূষণ ও তাপমাত্রার সম্পর্কটা ব্যস্তানুপাতিক। কারণ, পারদ কমলে ভারী বাতাস নীচে নেমে আসে। সেই সময়ে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার মাত্রা বাড়ে। যেমনটা সাধারণত বেশি হয় বর্ষা পেরিয়ে

▶ এরপর সাতের (এই মুহূর্তে) পাতায়

■ উদ্যোগী পূর্ব রেল গতি বাড়াতে পয়েন্ট ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্র। পৃষ্ঠা ৫

দীপাবলির টুনি বাল্বের মতো ঝুলছে সৌর বিদ্যুতের চেন। বন্ধ হাতির হানা। পৃষ্ঠা ৫

এই মুহূর্তে

■ অলাভজনক বাজার মন্থর চাহিদায় দেশ জুড়ে ঝাঁপ বন্ধ করছে রিটেল চেনগুলি। পৃষ্ঠা ৬

রিটার্নে ভুল তথ্য থাকলে পড়তে হবে শাস্তির মুখে। বার্তা আয়কর বিভাগের। পৃষ্ঠা ৬

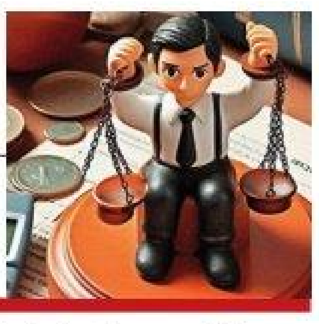

এ ভাবে কি চোর অপবাদ দেওয়া যায়? প্রশ্ন নির্যাতিত ছাত্রের

জয় সাহা

তাঁর সঙ্গে যা ঘটেছে, তা ভুলে আপাতত পড়াশোনায় এবং কেরিয়ারেই নজর দিতে চান যাদবপুরের মেন হস্টেলে নিগৃহীত এমটেকের ওই ছাত্র। পরিবার, বাবার স্বাস্থ্য ও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনও অভিযোগও করতে চান না। মেন হস্টেলের ঘটনাকে 'ভুল বোঝাবুঝি' হিসেবেই তুলে ধরতে চান তিনি। তবু কিছু কথা বলার আছে সেই ছাত্র বিশ্বজিৎ প্রামাণিকের।

যাদবপুরের মেন হস্টেলে 'মব জাস্টিস' (একসঙ্গে অনেকে মিলে ধরে বিচার)-এর কালচার নিয়ে তাঁর প্রবল আপত্তি। ঘটনার রাতে যে ভাবে তাঁকে বেশ কিছু ছেলে চুরির অপবাদে ঘিরে ধরেছিল, মুচলেকা লিখতে বলা হচ্ছিল, সে সব দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। বিশ্বজিতের কথায়, 'ভুল করেও কাউকে ঘিরে ধরে চোর অপবাদ দেওয়া যায় না। তার উপর মুচলেকা লিখতে বলা হচ্ছিল। চাপটা নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেটা হয়তো আমারই ব্যর্থতা। খুব ভয় পেয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সুপার ম্যামকে ধন্যবাদ। তিনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন বলে আমি আরও অসুস্থ হয়ে যাইনি।'

বিশ্বজিৎ আদতে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির বাসিন্দা। পড়েন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের [illegible] বিভাগে। আজ, সোমবার থেকে ক্লাস থাকলেও এই সপ্তাহটা ইউনিভার্সিটি যাবেন না। মেন হস্টেলের ডি ব্লকে সেই রুমে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। অন্য কোথাও, যেখানে নবাগতদের সংখ্যা বেশি, তেমন হস্টেলেই থাকতে চান। সে জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলবেন।

কী হয়েছিল সে রাতে? পড়ুয়ার কথায়, 'কিছুদিন আগেই শুনেছিলাম

যাদবপুরের মেন হস্টেলে পড়ুয়া-নিগ্রহ

যে, আমার রুমমেটের ল্যাপটপ চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনার দিন, অর্থাৎ গত বুধবার রাতে একদল ছাত্র আমাকে ঘিরে ধরে চুরি নিয়ে চাপ দিতে থাকে। দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে অনেক ছাত্র জুটে গেল। এত জন মিলে ঘিরে ধরায় আমার প্যানিক অ্যাটাক হয়।' তাঁর প্রশ্ন, 'এত ছেলে যে কী ভাবে চলে এল, কী করেই বা আচমকা জানা গেল যে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ পাওয়া গিয়েছে, তা বুঝতে পারছি না।' নেপথ্যে ষড়যন্ত্র আছে কি না, সেটাও বোধগম্য হচ্ছে না বিশ্বজিতের। তবে জমায়েতের কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিক্যাল সুপার মিতালি দেব ঘটনাস্থলে পৌঁছানোয় আশ্বস্ত বোধ করেন তিনি। না হলে যে কী ঘটে যেত, সেটা ভেবেও আতঙ্কিত হন ওই ছাত্র।

এখানে অবশ্য বিষয়টা থামেনি। তিনি হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীনও একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে 'ল্যাপটপ চোর' হিসেবে ক্যাম্পাসে দাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া হচ্ছে অপবাদ। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের আচার-আচরণ বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ বিশ্বজিতের। তাঁর কথায়, 'আমার বাবা ছোট একটা মুদিখানার দোকান চালান। আমার আর বোনের পড়াশোনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কোডিং ভালোবাসতাম। তাই ২০১৬ সালে বাবা ধারদেনা করে একটা ল্যাপটপ কিনে দিয়েছিলেন। সেটাই ব্যবহার করি।' তা হলে তিনি কেন চুরি করবেন, প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বজিৎ। তাঁর বক্তব্য, 'কে চোর বলল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বাবা মা বোন বন্ধুরা জানে, আমি জানি, যে আমি চোর নই। এতেই খুশি।'

> ভুল করেও কাউকে ঘিরে ধরে চোর অপবাদ দেওয়া যায় না। তার উপর মুচলেকা লিখতে বলা হচ্ছিল। চাপটা নিতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব ভয় পেয়েছিলাম।
>
> বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বিশ্বজিৎ ঠিক এক বছর আগে মেন হস্টেলের নাম শুনেছিলেন। তখন নদিয়ার এক ছাত্র র‍্যাগিংয়ের জেরে মারা যায়। কিন্তু বিশ্বজিৎ সেই সময় যাদবপুরে ভর্তি হননি। মাস ছয়েক আগে মেন হস্টেলের আবাসিক হয়েছেন। এই ঘটনার পরে দু'টি উপলব্ধি — প্রথমত, সিনিয়র ও জুনিয়র বোর্ডারদের সেখানে একসঙ্গে রাখা ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, মেন হস্টেলের কিছু আবাসিক এ সবে যুক্ত, সবাই নন। তাঁর কথায়, 'আমি রাজনীতি করি না। মেন হস্টেলের কথা উঠলেই অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু আমরা সবাই এমন নই।'

সে দিনের ঘটনার রেশ কাটতে যে সময় লাগবে, তা জানেন বিশ্বজিৎ। তবু অভিযোগ দায়ের করছেন না কেন? বিশ্বজিতের জবাব, 'আমি চাই, এটা এখানেই মিটে যাক। বাবা মায়ের বয়স হয়েছে। বাবার হার্টের অসুখ। আমিও পাশ করে একটা চাকরি নিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে চাই।' সব শেষে বলছেন, 'আমি কমরেড হতে যাদবপুরে আসিনি। মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার স্টার হতে চাই না। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন প্লিজ়।'

এবার বেসুরো অশোক দিন্দা

এই সময়: লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর দিলীপ ঘোষ, সৌমিত্র খাঁর মতো নেতারা বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। এ বার তাঁদের দলে সামিল হলেন ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দাও। শনিবার তমলুকে বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সংবর্ধনা সভা ছিল। সেখানেই দলীয় নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দিন্দা বলেন, 'অনেকেই আছেন জেলা সভাপতিকে সম্মান করেন না। বিধায়কদের সম্মান করেন না। পদ পেয়ে নিজেদের বড় বলে মনে করেন। এই ভাবে চলবে না। সবাইকে মর্যাদা দিতে হবে।' সূত্রের খবর, অশোকের সঙ্গে ময়নার স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের একাংশের ঝামেলা চলছে বেশ কিছু মাস ধরে। ফলে তাঁদের নিশানা করে দলীয় সভায় বিধায়ক কথাগুলি বলেছেন বলে বিজেপির একাংশের ধারণা।

বঙ্গভঙ্গ: উল্টো সুর নীতীশের দলের গলায়

নিশিকান্তের পাশে পদ্ম MLA

এই সময়: কখনও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠন, কখনও বা মালদা-মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বিহারের পাঁচ জেলাকে মিলিয়ে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির প্রস্তাব— বিজেপির নেতা-বিধায়ক-সাংসদদের এমন দাবি ঘিরে গত ক'দিন ধরেই বিস্তর জলঘোলা চলছে বঙ্গ-রাজনীতিতে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বঙ্গভঙ্গের যে কোনও প্রস্তাবের তারা বিরোধী। বিজেপির অন্দরেও এ নিয়ে টানাপড়েন চলছিল। এরমধ্যে বিজেপি নেতৃত্বের অস্বস্তি বাড়াল কেন্দ্রের এনডিএ সরকারের অন্যতম জোটসঙ্গী জেডিইউ। নীতীশ কুমারের দলের মন ভেজাতে এ বারের বাজেটে বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তাতেও আগামী পাঁচ বছরের জন্য তাদের সমর্থন নিশ্চিত করা গেল কি না, তা নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে, তখন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের 'বঙ্গভঙ্গ'-এর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করল জেডিইউ।

অস্বস্তিতে এনডিএ

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের তিন জেলার জনবিন্যাস পাল্টে যাচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে দু'দিন আগে গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত এই পাঁচ জেলাকে নিয়ে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার প্রস্তাব দেন লোকসভাতেই। শনিবার জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন প্রসাদ এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'একজন সিনিয়র সাংসদ হিসাবে তিনি যে ভাবে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করেছেন এবং মূর্খের মতো কিছু বিবৃতি দিয়েছেন, তাকে কেউই গুরুত্ব দেন না। এই ধরনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।'

তবে বঙ্গ-বিজেপিতে 'নিশিকান্তপন্থী'র সংখ্যা বেড়েই চলেছে! মুর্শিদাবাদের বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষের পর রবিবার বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত মৈত্র তাঁর দাবিকে প্রকাশ্যেই সমর্থন করেছেন। তিনি আবার মালদা-মুর্শিদাবাদের সঙ্গে নদিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একাংশকেও জুড়তে চান নিশিকান্ত দুবের প্রস্তাবিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'যে ভাবে বাংলাদেশ, মিয়ানমার, পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই যে, রাজ্যের জনবিন্যাস দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং নদিয়া উত্তরের কিছু অংশ নিয়ে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার দাবি জানাচ্ছি।'

ক'দিন আগে 'বঙ্গভঙ্গ' ইস্যুতে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের একটি প্রস্তাব ঘিরে। তিনি উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেখেই নর্থ-ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তাঁকে সমর্থন জানান দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তাও। বিতর্ক বাড়ে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের বক্তব্যে। এরপরে নিশিকান্ত দুবের সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গেও বঙ্গভঙ্গের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। তাতে ইন্ধন জোগান গৌরীশঙ্কর, সুব্রতর মতো পদ্ম-বিধায়করা। যদিও অস্বস্তি এড়াতে বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্বের তরফে বারবার পরিষ্কার করা হয়েছে, রাজ্য ভাগ করার কোনও অ্যাজেন্ডা তাদের নেই।

তাতেও গেরুয়া শিবিরের একাংশের আশঙ্কা, যে ভাবে একের পর এক বিজেপি সাংসদ-বিধায়করা পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার পক্ষে সওয়াল করছেন, তাতে জোড়াফুল শিবিরের 'বঙ্গভঙ্গ'-প্রচারই আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। এক শীর্ষ বিজেপি নেতার কথায়, 'উত্তরবঙ্গ আমাদের শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু এ বারের লোকসভা ভোটে সেখানেও আমাদের ভোট কমেছে। দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু রাজ্যভাগের কথা বলে সেই সম্ভাবনায় আমরা নিজেরাই জল ঢালছি।' রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের সাফ কথা, 'আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। জনবিন্যাস পাল্টাচ্ছে, এটা ঠিক। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তৈরি করা পশ্চিমবঙ্গ আমরা ভাগ হতে দেবো না। দলের যাঁরা এ সব কথা বলছেন, এটা তাঁদের বিচ্যুতি।' তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেনের কটাক্ষ, 'বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল এমন জায়গায় গিয়েছে যে, বাংলাভাগ নিয়েও তাঁরা একসুরে আসতে পারছেন না। তারপরেও প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এরকম আরও অনেক দাবি তারা তুলছে। কিন্তু তৃণমূল কোনও অবস্থাতেই বাংলা ভাগ হতে দেবে না।'

প্রশ্ন তুলল রিপোর্ট, সরব তৃণমূল ও কংগ্রেস

৫% বাড়তি ভোটেই কি বঙ্গে ১০ সিটে পদ্ম-জয়!

এই সময়: লোকসভা ভোটের প্রথম দু'দফা মেটার পরপরই বিরোধী 'ইন্ডিয়া' শিবির প্রশ্ন তুলেছিল, ভোটদানের দিন যে প্রাথমিক হার নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছিল, তার সঙ্গে চূড়ান্ত হারের এত তফাত কেন? কারণ, প্রাথমিক হিসেবের সঙ্গে চূড়ান্ত হারে প্রায় ৫ শতাংশের ফারাক ছিল। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরে দেড় মাসের বেশি কেটে গিয়েছে। এবার দেশের ১৫টি রাজ্যের ৭৯টি লোকসভা সিটে এই ভোটদানের হারের ফারাক সামনে তুলল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ভোট ফর ডেমোক্র্যাসি'। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি লোকসভা সিটও রয়েছে। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভোটদানের হারে প্রায় পাঁচ শতাংশের ফারাকেই বাংলার ১০টি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়ী হয়েছে কি না, এই প্রশ্ন তুলেছে সংগঠনটি।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সারা দেশে চূড়ান্ত যে ভোটের হার জাতীয় নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছে, সেখানে প্রাথমিক পরিসংখ্যানের তুলনায় পাঁচ কোটি বাড়তি ভোট পড়েছে বলে দেখানো হয়েছে। এক একটি দফায় ভোটগ্রহণের দিনের প্রদত্ত ভোটের শতাংশের সঙ্গে চূড়ান্ত ভোটের হারে যে কেন্দ্রগুলিতে চোখে পড়ার মতো ব্যবধান রয়েছে, সেই কেন্দ্রগুলির অধিকাংশ বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র ঝুলিতে গিয়েছে। এনডিএ প্রার্থীরাই লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে অল্প ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

> যে মাত্রায় বিজেপি কারচুপি করেছে, তার একাংশ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। এটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এই কারচুপি না হলে দেশে ইন্ডিয়া ব্লকের সরকার হতো
>
> সুখেন্দুশেখর রায়

পশ্চিমবঙ্গেও এ ভাবে ১০টি আসন বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে বলে এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় রবিবার বলেন, 'যে মাত্রায় বিজেপি কারচুপি করেছে, তার একাংশ এই রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। এটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এই কারচুপি করতেই দেরি করে প্রদত্ত ভোটের চূড়ান্ত হার প্রকাশ করা হয়। এই কারচুপি না হলে দেশে ইন্ডিয়া ব্লকের সরকার হতো। বালুরঘাটের মতো লোকসভা কেন্দ্রে যে গণনায় কারচুপি হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।' যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি। দলের রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই সব রিপোর্টের কোনও ভিত্তি নেই। কে কোথায় কী ভাবে সমীক্ষা করেছে, কেউ জানে না। এগুলো সব পাগলের প্রলাপ।'

ভোটগ্রহণ এবং গণনার সময়ে 'ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড মিস কনডাক্ট' শিরোনামে ২২৬ পাতার এই রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের ১০টি লোকসভা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় প্রাথমিক থেকে চূড়ান্ত ভোটদানের হারে ৪.৮৩ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে, যা সংখ্যায় ৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার ২৮৩। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে গড়ে ৮৭ হাজার ৪১২টি ভোট বেড়েছে। কোনও একটি দফায় ভোটের দিন সন্ধেয় নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত ভোটের হার কতটা পরে পাল্টেছে, তারও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে রিপোর্টে। যেমন— প্রথম দফার ভোটগ্রহণের দিন সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ৭৭.৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে বলা হয়, পরে চূড়ান্ত ভোট শতাংশ হয় ৮১.৯১। ষষ্ঠ দফায় ভোটদানের হার প্রায় ৪.৫২ শতাংশ বেড়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ভোট বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বিষ্ণুপুর, বালুরঘাট, পুরুলিয়া, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, বনগাঁ, মালদা উত্তর, তমলুক, কাঁথি, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে। ঘটনাচক্রে এই ১০টি কেন্দ্রেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। এরমধ্যে বিষ্ণুপুর, বালুরঘাট, পুরুলিয়া প্রভৃতি কেন্দ্রে মার্জিন খুব কম। এই রিপোর্টকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেড়া বলেছেন, 'এই রিপোর্ট বলছে, বর্ধিত ভোটের কারণে ১৫টি রাজ্যের ৭৯ আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। সাত দফাতেই নির্বাচন কমিশন অনেক বিলম্ব করে চূড়ান্ত ভোটের হার প্রকাশ করেছে। তাই এই রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন তাঁদের বক্তব্য জানাক। এই রিপোর্ট সত্যি হলে ভারতের রাজনীতি নয়া মোড় নেবে।'

ঘুরে দাঁড়াতে শুভেন্দু না সুকান্তর 'লাইনে' আস্থা, ধন্দ বিজেপি শিবিরে

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বিকল্পের খোঁজ

এই সময়: বাংলায় বিজেপির লোকসভা আসন কেন ১৮ থেকে কমে একধাক্কায় ১২-তে এসে ঠেকেছে, তা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে পদ্ম-শিবিরে। জেলাভিত্তিক রিপোর্টও পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতে। এ বার হারের কারণ দূরে রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর পথ খুঁজছেন বাংলার গেরুয়া নেতারা। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সংখ্যাগুরু ভোট এককাট্টা করার রাস্তায় হাঁটলেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে সাফল্য মিলবে। সে কারণেই তিনি দলের সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দেওয়ার পক্ষেও সম্প্রতি সওয়াল করেছিলেন দলের বর্ধিত রাজ্য কমিটির বৈঠকে। তবে শুভেন্দুর এই 'কট্টর লাইন' বঙ্গ-বিজেপিতে চ্যালেঞ্জহীন নয়। সুকান্ত মজুমদার শিবিরের অনেকেই মনে করছেন, বাংলায় সংখ্যাগুরু ভোট একশো শতাংশ এককাট্টা হওয়া কার্যত অসম্ভব। তাই মেরুকরণের পথে না হেঁটে, কী ভাবে রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মোকাবিলা করা যায়, সেই পথ খোঁজা উচিত।

গত এক মাসে বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচি থেকে শুভেন্দু বার্তা দিয়েছেন, আর পাঁচ শতাংশ সংখ্যাগুরু ভোট বিজেপির ঝুলিতে এলেই আসন সংখ্যার নিরিখে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে যাবে বিজেপি। তবে পদ্মের একটা বড় অংশ মনে করছে, মেরুকরণ যতটা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। নিছক ধর্মীয় কারণে বাংলায় বিজেপির ভোট বাড়ার সম্ভাবনা কম। তাঁদের ব্যাখ্যা, ভোট বাড়াতে হলে তৃণমূলের মহিলা ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাতে হবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করার পক্ষেই সওয়াল করছেন তাঁরা। রাজ্য বিজেপির এক পদাধিকারীর কথায়, 'এ বারের লোকসভা ভোটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই প্রকল্পের উপভোক্তারা ঢেলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে ওই উপভোক্তারা বিজেপির দিকে আকৃষ্ট হয়। তার জন্য মহিলাদের জন্য আরও ভালো কোনও প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি আমাদের দিতে হবে।' বিজেপির এক মহিলা নেত্রীর কথায়, 'গ্রাম-গঞ্জের অসংখ্য মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পান না। অথচ তাঁরা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। সেই অংশকেই আমাদের টার্গেট করতে হবে।'

বিজেপিতে শুভেন্দুপন্থীরা অবশ্য মনে করছেন, এ সবে কোনও কাজ হবে না। কারণ, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাঁরা পাচ্ছেন, তাঁরা বিজেপির প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করবেন, সেই সম্ভাবনা কম। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি বিধায়কের কথায়, 'আমরা যদি ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই, তৃণমূল আরও বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। ভোটাররা সেটাই বিশ্বাস করে আরও বেশি করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করবেন। তার থেকে সংখ্যাগুরু ভোট এককাট্টা করা অনেক সহজ।'

তবে ঘুরে দাঁড়াতে বিজেপি শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটবে, তা অবশ্য নির্ভর করছে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর সিদ্ধান্তের উপর।

সংসদে সুর চড়াবে তৃণমূল

▸ প্রথম পাতার পর

মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না বিজেপি।' শিবসেনার (ইউবিটি) তরফে সঞ্জয় রাউত বলেন, 'যে ভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তা পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' বিরোধী শিবির সামগ্রিক ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে নিশানা করায় 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে তৃণমূলের ওজনও আরও বাড়ল বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে মমতা নিজেই প্রথম প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। বৈঠকে তাঁকে বলার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। বারবার বেল বাজিয়ে ভাষণ থামিয়ে দিতে বলা হয় বলেও মন্তব্য করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ মানতে চাননি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল আজ নীতি আয়োগের বৈঠকের ইস্যুতে প্রতিবাদী হলে পাল্টা রণকৌশলও ঠিক করে রাখছে বিরোধী বিজেপি শিবির। বিধানসভায় বিজেপির সচেতক শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল কী করবে, সেটা তাদের বিষয়। তবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, মাইক বন্ধ করে দেওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অসত্য। এর কোনও ভিত্তি নেই। আমাদেরও স্পষ্ট বক্তব্য, এই সব নাটক করে কোনও লাভ হবে না।' পাল্টা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের চ্যালেঞ্জ, 'নীতি আয়োগের বৈঠকের নিশ্চয়ই ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়। সেই ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। সেই ফুটেজ সামনে এলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, বৈঠকে কাকে কতক্ষণ বলতে দেওয়া হয়েছে।'

শ্লীলতাহানির চেষ্টায় গ্রেপ্তার

এই সময়, মেচেদা: রাতে মেচেদা রেল স্টেশনের ওভারব্রিজে এক কলেজ ছাত্রী ও তাঁর মায়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টার ঘটনায় রেল পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল। গত শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ ওই কলেজছাত্রী তাঁর মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে ফিরছিলেন। নিগৃহীতার অভিযোগ, তাঁরা ট্রেন থেকে নেমে যখন ওভারব্রিজ দিয়ে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডের দিকে আসছিলেন, সেই সময়ে এক যুবক তাঁদের ওপর হামলা চালায় ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। নিগৃহীতার দাবি, রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমে অভিযোগ নিতে চায়নি। মেচেদা জিআরপির ওসি এম কে সন্ন্যাসী বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' রেল পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ মুস্তাফা।

স্তব্ধ টলিউড! শুটিং বয়কট

▸ প্রথম পাতার পর

শুরু করেন পরিচালক, প্রযোজক এবং অভিনেতারা।

পরিচালক এবং বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী শনিবারই দু'দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন, 'দু'দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না-হলে সোমবার থেকে পরিচালকরা শুটিংয়ে যোগ দেবেন না।' রবিবার এ নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন ডিরেক্টর্স গিল্ডের সদস্যরা। পরে গিল্ডের সম্পাদক সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'আমরা গিল্ডের সব সদস্যের মতামত নিয়েছি। আমরা কোনও হুলিয়া জারি করিনি। তবে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে এই সমস্যার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত পরিচালকরা শুটিংয়ে না যান। সিংহভাগ সদস্যই তাতে সহমত পোষণ করেছেন। তাই আপাতত আমরা কেউই শুটিংয়ে যোগ দিচ্ছি না।' যদিও কেউ কাজ করতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছেন সুদেষ্ণা। একই সঙ্গে এই কর্মবিরতি শুধুমাত্র বাংলা ভাষার সিনেমা, সিরিয়াল, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য প্রযোজ্য বলেও গিল্ড জানিয়েছে। সূত্রের খবর, প্রায় ২১০ জন পরিচালক আজ থেকে কাজে আসবেন না।

সমাধান কোন পথে, খুঁজছেন টালিগঞ্জের অভিনেতা ও পরিচালকরা —ফাইল চিত্র

এই জটিলতা কাটাতে রবিবার মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দিয়েছিল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংগঠন 'আর্টিস্টস ফোরাম'। তাদের তরফে এক বিবৃতিতে অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, জিৎ এবং শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় আবেদন করেন, 'আমরা কোনও ভাবেই চাই না শুটিং ব্যাহত হোক... সব শিল্পী, কলাকুশলী, প্রযোজক, পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে এই অচলাবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া উচিত। প্রয়োজনে আর্টিস্টস ফোরাম মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব নিতে রাজি।' কিন্তু তার পরেও বরফ গলেনি। এ দিন পরিচালকদের তরফে বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা মনে করি ফেডারেশন একটি সমগ্র ইন্ডাস্ট্রির একচ্ছত্র নিয়ামক হতে পারে না। ভুলভ্রান্তি, সমস্যা যা-ই হয়ে থাক, তার সুষ্ঠু সমাধান না-করে কাউকে জোর করে কর্মবিরতি নিতে বাধ্য করা অসাংবিধানিক। ভুল বোঝাবুঝি বুঝতে পেরে আমাদের ডিরেক্টর্স গিল্ড রাহুল মুখোপাধ্যায়ের উপরে আরোপিত কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরেও যে ভাবে টেকনিশিয়ানরা অসহযোগিতার পথে গিয়েছেন, তা শুধু রাহুলের জন্য নয়, প্রত্যেক পরিচালকের জন্যই অপমানজনক এবং ক্ষতিকারক।' এতে সই করেছেন পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, বীরসা দাশগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী-সহ আরও অনেকে। পরিচালকদের এই প্রতিবাদের পাশে রয়েছে টিভি প্রযোজকদের সংগঠন 'ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ টেলিভিশন প্রোডিউসার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'রাহুলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়... এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, আমরা কন্টেন্টের প্রযোজনার দায়িত্বে থাকলেও সেই কন্টেন্টের পরিচালক নির্বাচনের ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই... এটা কখনওই কাজের বাঞ্ছনীয় পরিবেশ নয়।' প্রতিবাদীদের প্রায় সকলেরই টার্গেট ফেডারেশনের নানা কার্যকলাপ। পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমরা স্বেচ্ছায় কর্মবিরতি করছি না। এর নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে। টেকনিশিয়ানরা আমাদের শত্রু নন। কিন্তু কে পরিচালনা করবেন, তা ফেডারেশন এ ভাবে ঠিক করে দিতে পারে না।'

কী বলছে ফেডারেশন? সংগঠনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ওঁরা আমাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানাননি। তাই এ ব্যাপারে কিছু বলার নেই। আমরা কোনও ভাবেই কাজ বন্ধের পক্ষে নই।' ফেডারেশনের বিরুদ্ধে এত রকমের অভিযোগ প্রসঙ্গে স্বরূপের দাবি, 'ফেডারেশনের এগজ়িকিউটিভ কমিটির মিটিং অন্তত মাসে দু'বার বসে। সেখানে সব গিল্ডেরই সভাপতি-সম্পাদকরা রয়েছেন। এত সমস্যা হয়ে থাকলে তাঁরা এত দিন ধরে কোনও বৈঠকেই কিছু বললেন না কেন?'

ইউএস ভিসার জন্য কলকাতায় আবেদনের কেন্দ্র এখন ৫৭বি মির্জা গালিব স্ট্রিটের 'পতাকা হাউসের' ফোর্থ ফ্লোরে। কলকাতার ইউএস কনসুলেট জেনারেলের অফিস থেকে এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, রবিবার, ২৮ জুলাই কাজ শুরু করে কলকাতার ওই নতুন ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (ভিএসি)। শনিবার কাজ বন্ধ হয় পূর্বতন ভিএসি-তে, যা ছিল জাসমিন টাওয়ারে। পতাকা হাউসে ভিএসি-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কলকাতার ইউএস কনসাল জেনারেল মেলিন্ডা পাভেক বলেন, 'আমাদের হিসেবে, এ বছর ভারত থেকে ইউএসএ-তে যাবেন ১৮ লক্ষেরও বেশি, যা দু'দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' — এই সময়

সঙ্কেত-বিভ্রাট! প্যানিক বাটনের কার্যকারিতায় প্রশ্ন

সত্যিই কি খবর যাচ্ছে পুলিশের কাছে, খতিয়ে দেখতে নয়া কমিটি গড়ছে পরিবহণ দপ্তর

সুগত বন্দ্যোপাধ্যায়

যাতায়াতের পথে কোনও সময়ে যাত্রী বা চালক কোনও বিপদে পড়লে যাতে দ্রুত পুলিশ-পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোলরুমে যোগাযোগ করতে পারেন, সেজন্য শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় চালু করা হয়েছিল ভেহিকল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস বা ভিএলটিডি। নির্ভয়া-কাণ্ডের পরেই দেশজুড়ে এই পদক্ষেপ করা হয়। গণপরিবহণের তালিকা থেকে বাদ পড়েনি পুলকারও। কিন্তু বছর ঘোরার পরে সেই ভিএলটিডি-র পারফরম্যান্স কেমন? ডিভাইসের বাটন চাপলে কি সত্যিই সঙ্কেত পৌঁছচ্ছে পুলিশ বা পরিবহণ দপ্তরের কাছে। সেই পারফরম্যান্স যাচাই করতে গিয়ে পরিবহণ বিভাগের কর্তারা দেখছেন, কেউ বাটন চাপলে পরিবহণ দপ্তরের কাছে সঙ্কেত যাচ্ছে। কিন্তু পরিবহণ দপ্তর থেকে পুলিশের কাছে পৌঁছচ্ছে না। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এরকম ক্ষেত্রে শুধু প্যানিক বাটন বসিয়ে লাভ কী হচ্ছে?

পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা এজন্য সরাসরি দায়ী করেছেন ভিএলটিডি উৎপাদক বেশ কয়েকটি সংস্থাকে। তাঁদের যুক্তি, কয়েকটি সংস্থার ভিএলটিডি মেশিনের ক্ষেত্রেই এটা ঘটছে। রাজ্যে বিভিন্ন গণপরিবহণে ভিএলটিডি সরবরাহ করে সরকারি তালিকাভুক্ত ৬০টি সংস্থা। এর মধ্যে চারটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে পরিবহণ দপ্তর। তবে সংশয় তৈরি হয়েছে, এই ত্রুটি কি ওই সংস্থাগুলির বসানো প্যানিক বাটনে, নাকি পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোল রুমের সার্ভার ও কন্ট্রোলিং সিগন্যালে কোনও সমস্যা হচ্ছে!

এআই

এই ত্রুটি খুঁজতে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছেন। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক ছাড়াও কমিটিতে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ কম্পিউটিং' (সিড্যাক) এবং ভিএলটিডি উৎপাদক সংস্থার প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে রয়েছে সিড্যাক। ১৫ দিনের মধ্যেই কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যে কোনও বাণিজ্যিক গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিএলটিডি রয়েছে কি না, সেটা দেখা হবে না বলে জানিয়েছেন পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকরা।

কী ভাবে কাজ করে এই প্যানিক বাটন?

সরকারি-বেসরকারি বাস, ট্যাক্সি, ক্যাবে ভিএলটিডি'র প্যানিক বাটন টিপলেই বিপদ সঙ্কেত পৌঁছয় পরিবহণ দপ্তরের কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে। সঙ্গে সেখানকার বড় পর্দায় ওই গাড়ির অবস্থানও দেখা যাবে। পরিবহণ দপ্তর মারফত সেই বার্তা দ্রুত পুলিশের 'ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমে' (ইআরএসএস) পৌঁছনোর কথা। ইআরএসএসে সেই গাড়ির অবস্থান দেখে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, পরিবহণ দপ্তরের কন্ট্রোল রুমে বিপদ সঙ্কেত এলেও পুলিশের কাছে পৌঁছচ্ছে না।

পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলো গোটা সিস্টেমটাকে ত্রুটি মুক্ত করা। কোথায় ত্রুটি মেশিনে না কন্ট্রোল রুমের সফটওয়্যারে, তা খুঁজে বের করা। কন্ট্রোল রুমের সফটওয়্যার কেন্দ্রীয় সংস্থা সিড্যাক তৈরি করেছে। তাদেরও পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।'

bengali matrimony
পাত্রী বা পাত্র খুঁজে পেতে সাহায্য প্রয়োজন?
কল করুন 74487 22222, Register FREE!
24 বছর ধরে বাঙালির এক নম্বর পছন্দ

অভিযুক্ত বিজয় নাথ পুলিশের হাতে, নীচের ছবিতে বিজয়ের স্ত্রী মালতী — এই সময়

সম্পত্তির জন্য চাপ, প্রৌঢ়াকে খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টা

পুলিশের জালে ছেলে-বৌমা

এই সময়: বছর ষাটেকের প্রৌঢ়াকে শুক্রবার রাতে শেষ দেখেছিলেন পড়শিরা। তারপর দু'দিন তাঁর খোঁজ ছিল না। প্রৌঢ়ার ছেলে-বৌমাও এ নিয়ে তেমন কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। শনিবার রাতে তাঁদের বাড়ির পিছনে ঝোপ-জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ আসতে টনক নড়ে পড়শিদের। প্রৌঢ়ার ছেলে-বৌমাই পড়শিদের ডেকে এনে দেখান, ওই ঝোপের মধ্যে প্লাস্টিকে মোড়া কিছু একটা পড়ে আছে। সেই প্লাস্টিক খুলতেই বেরিয়ে আসে প্রৌঢ়ার মৃতদেহ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, খুন করে প্রৌঢ়ার দেহ প্লাস্টিকে মুড়ে ফেলে দেওয়া হয় প্রমাণ লোপাটের জন্য। এক্ষেত্রে পুলিশের সন্দেহের তির প্রৌঢ়ার ছেলে-বৌমার দিকেই। দু'জনকেই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শনিবার রাতে ঘটনাটি দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলার আক্রার দত্তবাগানের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতার নাম প্রভা নাথ (৬০)। মৃতদেহে যে ভাবে পচন ধরে গিয়েছিল, তা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে প্রৌঢ়ার। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, মহেশতলার এই বাড়িতে ছেলে বিজয় নাথ ও পুত্রবধূ মালতীর সঙ্গে থাকতেন প্রৌঢ়া। প্রভার এক মেয়েও আছেন। তিনি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলে স্নাতকোত্তর করছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পড়শিদের কাছ থেকে পুলিশ এ-ও জেনেছে, কখনও লোকের বাড়িতে কাজ করে, কখনও রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে প্রভা যে টাকাপয়সা জমিয়েছিলেন, তা দিয়ে একটা ছোট ঘর করেছিলেন তিনি। পাশাপাশি সেই টাকা দিয়েই মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন বাইরে রেখে। এ নিয়ে ছেলে-বৌমার সঙ্গে প্রৌঢ়ার প্রায়ই গোলমাল হতো বলেও পুলিশকে জানিয়েছেন পড়শিরা।

তাঁদের দাবি, বিজয় স্থায়ী কোনও কাজ করেন না। মাঝেমধ্যেই টাকাপয়সা চাইতেন মায়ের কাছে। কেন তিনি মেয়েকে বাইরে পড়ার জন্য টাকা দিচ্ছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতেন। প্রৌঢ়া এ নিয়ে বকাবকি করলে ছেলে-বৌমা তাঁর গায়েও হাত তুলতেন বলে অভিযোগ। পড়শিদের কয়েকজন পুলিশকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবারও প্রভা এবং তাঁর ছেলে-বৌমার মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। সেই গোলমাল

মহেশতলা

চলাকালীনই কোনও ভাবে মালতী ধারালো কিছু দিয়ে প্রৌঢ়াকে আঘাত করেন বলে অনুমান তদন্তকারীদের। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য ছেলে-বৌমা মিলে প্ল্যান করেই প্রৌঢ়ার দেহ প্লাস্টিকের ব্যাগে মুড়ে বাড়ির পিছনে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেন। শনিবার রাতে বিষয়টি সামনে আসার পরে প্রথমে তাঁরা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তাঁরা কিছুই জানেন না। যদিও পড়শিদের বক্তব্য এবং প্রাথমিক জেরায় ছেলে-বৌমার বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে যাওয়ার পরে বিজয় ও মালতী দু'জনেই ভেঙে পড়েন। পুলিশ জানিয়েছে, শুধু মেয়ের পড়াশোনার খরচ বন্ধ নয়, পুরো সম্পত্তিটাই তাঁদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন ছেলে-বৌমা।

অবৈধ নির্মাণে জামিন অযোগ্য ধারা, আইন সংশোধনের প্রস্তাব

'ওরা যতবার বানাবে, আমরা ততবার ভাঙব', বার্তা ববির

এই সময়: শহর কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে পুর আইন আরও কঠোর করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কেউ বেআইনি নির্মাণ করলে, তার সাত বছরের বেশি জেল ও জরিমানা হতে পারে। পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণের জন্য কেউ গ্রেপ্তার হলে সহজে জামিনও পাবে না। এর জন্য কলকাতা পুর আইনে সংশোধনী আনা হচ্ছে— 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে শনিবার এ কথা জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

মেয়রের কথায়, 'আইনে অনেক গন্ডগোল আছে। বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কলকাতা পুর আইনের যে ধারায় (৪০১-এ) মামলা করা হয়, তাতে সর্বোচ্চ সাত বছরের জেল হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে জামিন পেয়ে যান। নতুন আইনে সেটা হবে না।'

পাশাপাশি মেয়রের হুঁশিয়ারি, বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেয়েও যদি ইঞ্জিনিয়াররা তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন, তা হলে তাঁদেরও শাস্তি পেতে হবে। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে ব্যবস্থা না নিলে সংশ্লিষ্ট পুর আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশও দিয়েছেন মেয়র। ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করলে বিল্ডিং বিভাগের ডিজি-র বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে— সাফ বার্তা তাঁর।

পুরসভার নিয়ম অনুযায়ী, কোথাও বেআইনি নির্মাণ হলে প্রথমে

কঠোর পুরসভা

মালিককে আইনি নোটিস দেওয়া হয়। এর পর পুরসভার লোকজন গিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেন। পুরো বিষয়টি তদারকির করার জন্য বিভিন্ন স্তরের অফিসাররা রয়েছেন। নিচুতলায় রয়েছেন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা। বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেলেই সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের লগ বুকে এন্ট্রি করতে হয়। সেই মতো বেআইনি নির্মাণ ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করেন এগজ়িকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা। মেয়র জানিয়েছেন, বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেয়েও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা লগ বুকে এন্ট্রি না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এন্ট্রি করার পরও যদি বেআইনি নির্মাণ চলে, সে ক্ষেত্রে এগজ়িকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছাড় পাবেন না ডিজিরাও।

'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে এক মহিলা ফোনে মেয়রের কাছে অভিযোগ করেন, পুরসভা বেআইনি নির্মাণ ভাঙার পরও সেখানে কাজ হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করায় হুমকি দিচ্ছে প্রোমোটার। ওই মহিলা ফোনে রীতিমতো কান্নাকাটি জুড়ে দেন। অভিযোগ শোনার পর মেয়র বিল্ডিং বিভাগের অফিসারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি ওই মহিলাকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'ওরা যতবার বানাবে, আমরা ততবার ভাঙব।' নতুন করে যাতে সেখানে আর নির্মাণ না হয়, তার জন্য গার্ড পোস্টিংয়ের নির্দেশও দেন মেয়র।

কিছুটা হতাশার সুরেই তিনি বলেন, 'একটা সময়ে আমার মনে হতো, আমরা যা করছি সব ঠিক করছি। তবে গার্ডেনরিচে বাড়ি ভেঙে পড়ার পর আমার চোখ খুলে গিয়েছে। মুশকিল হচ্ছে, বেআইনি বাড়ি ভেঙে দিয়ে আসার পরও ফের সেখানে কাজ শুরু হচ্ছে। তার মানে এরা আইনকে ভয় পাচ্ছে না। সে জন্য আইন সংশোধন করছি। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে না হলেও পরের অধিবেশনে সেটা হয়ে যাবে।'

এর আগে মেয়র ঘোষণা করেছিলেন, বেআইনি নির্মাণের উপর পুলিশকে নজর রাখতে হবে। এ দিন অবশ্য মেয়র বলেন, 'পুলিশ আমাদের প্রচুর সহযোগিতা করছে। তাদের অনেক কাজ করতে হয়। তা ছাড়া এত পুলিশ ফোর্স নেই যে, সব বাড়ির সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে করিয়ে রাখা যাবে।'

জেলা প্রশাসনের সাহায্য চাইছে অনেক কলেজ

এই সময়: কলেজের শূন্য পদে অবিলম্বে নিয়োগ, শিক্ষাকর্মী ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের শূন্যপদ পূরণ, প্রিন্সিপালদের ভাতা বৃদ্ধি এবং কলেজের পরিচালন সমিতিতে প্রিন্সিপালদের প্রতিনিধি পাঠানোর দাবি উঠে এলো পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সম্মেলনে। রবিবার দক্ষিণেশ্বরের হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন্সে অধ্যক্ষ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন ছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়-সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

রাজ্যের প্রায় ২০০টি কলেজের প্রিন্সিপাল এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় উঠে আসে লোকবলের অভাবে ধুঁকতে থাকা কলেজগুলির অবস্থা। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগ না নেওয়ায় কলেজের প্রতিদিনের নানা কাজে অসুবিধে হচ্ছে বলে উঠে আসে। পড়ুয়াদের ইন্টার্নশিপ নিয়েও কথা হয়েছে এ দিনের সম্মেলনে। জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে এখন কলেজে ইন্টার্নশিপ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু গ্রামের বহু কলেজই এতে সমস্যায় পড়ছে। যে সব এলাকায় কল-কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান তেমন নেই, সেখানে পড়ুয়াদের ইন্টার্নশিপ করাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রিন্সিপালদের। তাঁরা জেলা প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন। অধ্যক্ষদের অভিমত, জেলা প্রশাসন কলেজকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলে, শিল্প সংস্থাগুলিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে বললে ইন্টার্নশিপের সমস্যা অনেকটাই কম হবে।

বর্ষার পথে তিষ্ঠ ক্ষণকাল

মুহূর্ত যেন এক বিশেষ মুদ্রায় সাইকেল আরোহীকে থামাতে চাইছেন সন্ন্যাসী। রবিবার পার্ক স্ট্রিটে — শুভ্রদীপ রায়

প্রোমোটার খুনে কসবা থেকে গ্রেপ্তার ১ জন

এই সময়: সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের সূত্র ধরে এগিয়ে আনন্দপুরের প্রোমোটার আরিফ খান খুন হওয়ার দু'দিনের মধ্যে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তদন্তকারীরা জানান, ধৃতের নাম মহম্মদ জাকির আলি খান ওরফে লিলি। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে কসবার একটি গেস্ট হাউস থেকে রবিবার দুপুরে জাকিরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, শুক্রবার সন্ধ্যায় আরিফের উপর যে তিন জন হামলা চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে জাকির এক জন। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে তাকে চপার দিয়ে ওই প্রোমোটারকে লাগাতার আঘাত করতে দেখা গিয়েছে। আজ, সোমবার ধৃতকে আদালতে হাজির করানো হবে। তবে ওই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত আব্বাস এবং আরও একজন পলাতক। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'ফেরার ওই দুই অভিযুক্তর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে।'

তদন্তে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় আনন্দপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তপসিয়া রোডের কাছে পঞ্চান্নগ্রামে গিয়েছিলেন আরিফ। তখন আব্বাস, জাকিররা সেখানে যান। আব্বাসের সঙ্গে আরিফের পুরোনো কোনও বিষয় নিয়ে বচসা বাধে। বচসা চলাকালীনই অভিযুক্তরা আরিফের গলায় চপার দিয়ে কোপ মারতে শুরু করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। স্থানীয়রা আরিফকে উদ্ধার করে পার্ক সার্কাসের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা আরিফকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নিহত প্রোমোটার আরিফের বাড়ির লোকদের বক্তব্য, ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় একটা ফোন আসার আধঘণ্টা পর আরিফ বাড়ি থেকে বেরোন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরিফের উপর হামলার খবর পান তাঁর পরিবারের সদস্যারা। মাস খানেক ধরেই আরিফের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছেন নিহতের বাড়ির লোকজন। আরিফের স্ত্রী শাহজাদি বলেন, 'কারও সঙ্গে আমার স্বামীর পুরোনো গোলমাল ছিল বলে আমাদের জানা নেই। তবে মাস খানেক ধরে কয়েক জন ওঁর কাছ থেকে টাকা চাইছিল।' কীসের টাকা, খুনের নেপথ্যে ঠিক কী কারণ, জাকিরকে জেরা করে তদন্তকারীরা তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিহারে অপহৃত: উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ

এই সময়: প্রাচীন জিনিসপত্র দেখতে যাওয়া তিন জনকে অপহরণ করা হয়েছিল বিহারে। ওই তিন জনের মধ্যে এক জন কলকাতার। অপহরণের পরদিনই ফোন করে মোটা টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়। তদন্তে নেমে তিন জন অপহৃতকেই উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্তদের এক জনকে রবিবার সকালে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই চিৎপুরের চন্দ্রনাথ সিমলাই লেনের মোহন চক্রবর্তীর শখ হলো, প্রাচীন সামগ্রী কেনা। সেই শখে সপ্তাহ খানেক আগে বিহারের গয়ায় গিয়েছিলেন মোহন। স্থানীয় দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাচীন নিদর্শন দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। সবটা জানিয়ে ২৫ জুলাই মোহনের পরিবার চিৎপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যৌথ ভাবে তদন্তে নামে চিৎপুর থানার পুলিশ ও লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। যে নম্বর থেকে মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করা হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে যেখানে মোহনকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে যান তদন্তকারীরা।

পুরোহিতকে মারধর করে লুটপাট

এই সময়: কালীমন্দিরে ঢুকে পুরোহিতকে মারধর করে ঠাকুরের গয়না ও দানের বাক্সে থাকা নগদ মিলিয়ে দু'লক্ষ টাকার বেশি লুট করে পালাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ কলকাতা বন্দরের নাদিয়াল থানা এলাকার কাঞ্চনতলার শ্মশানকালীর মন্দিরে। ওই ঘটনায় রবিবার রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। নাদিয়াল থানার পুলিশের পাশাপাশি লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রোজকার মতো শনিবার রাতেও কাজ শেষে ঘুমোতে গিয়েছিলেন ওই মন্দিরের পুরোহিত। তদন্তে জানা গিয়েছে, রাত দেড়টা নাগাদ মন্দিরের সদর দরজার গ্রিল কেটে ভিতরে ঢোকে তিন-চার জন। সিসিটিভি ক্যামেরার

নাদিয়ালে কালীমন্দির

ফুটেজে যে ছবি ধরা পড়েছে, তাতে দুষ্কৃতীদের প্রত্যেকের বয়স ৪০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাদের পরনে ছিল বারমুডা ও টি-শার্ট।

পুলিশ জেনেছে, ওই দুষ্কৃতীদের দরজা কাটার শব্দেই ঘুম ভেঙে যায় পুরোহিতের। তিনি আশপাশের বাড়ির লোকজনকে সতর্ক করে ঘুম থেকে তুলতে মন্দিরের অডিয়ো সিস্টেম চালাতে যান। যা দেখেই তাঁর উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। বেধড়ক মারধর করা হয় ওই পুরোহিতকে। তাঁর থুতনি ফেটে গিয়েছে, মাথাতেও চোট লেগেছে। পুরোহিতের দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না এবং দানের দু'টি বাক্স ভেঙে নগদ প্রায় ১৭ হাজার টাকা লুট করে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়।

একান্নবর্তীর এই আবাসন হাজারো সমস্যায় জর্জরিত

এই সময়: এই আবাসনের বাসিন্দারা ছোট পরিবার নিয়ে বসবাস করলেও, প্রত্যেকে মিলে তাঁরা একটি একান্নবর্তী পরিবার। বছরভর হাসি-ঠাট্টা, নাচ-গান, আনন্দ-উল্লাসে কাটে তাঁদের। শুধু সুখে নয়, দুঃখেও একে অন্যের পাশে দাঁড়ান। তবে সব পেয়েছির এই আনন্দলোকে রয়েছে অনেক সমস্যা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কলকাতার খুব কাছে হলেও এই আবাসন পুর এলাকায় পড়ে না। তাই তাঁরা কলকাতা পুরসভার উন্নত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

ডায়মন্ড হারবার রোডে ডিটিসি সাদার্ন হাইটসের বাসিন্দা বাবুল মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশু ঘোষ, গৌতম রায়, দেবাশিস দেবনাথরা জানান, তাঁদের আবাসন জোকায় হলেও, এলাকাটি পঞ্চায়েতের মধ্যে। তাই মেলে না পুর পরিষেবা। তাই এই এলাকাকে কলকাতা পুরসভায় আনার দাবি করেছেন আবাসিকরা।

এই আবাসনের ২৩টি টাওয়ারে ১২০০ পরিবারের বসবাস। বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। আবাসনের বাসিন্দা শর্বরী দাস, পায়েল ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেঘনা অধিকারীরা জানান, আবাসনে বছরভর নানা উৎসব পালিত হয়। পয়লা বৈশাখ থেকে পয়লা জানুয়ারি—সব অনুষ্ঠানেই সামিল হন আবাসিকরা। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। পালিত হয় রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যাও। দুর্গা পুজোয় সপ্তমী থেকে নবমী—হয় দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা।

এত সুখেও এই আবাসনের কাঁটা পরিশোধিত পানীয় জলের সমস্যা। আবাসনের বাসিন্দা দেবযানী চন্দ, মৃদুলা মুখোপাধ্যায় জানান, আবাসনের নিজস্ব জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সেই জলে আয়রন বেশি থাকায়, কোনও কাজ করা যায় না।

ডিটিসি সাদার্ন হাইটস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা পুলককুমার মুখোপাধ্যায় জানান, তাঁদের আবাসন চত্বরটি প্রশাসনিক ভাবে বিষ্ণুপুর থানার আওতায়। আবাসন থেকে থানার দূরত্ব প্রায় সাত কিলোমিটার। তাই আবাসনের কাছাকাছি কোথাও পুলিশ আউটপোস্ট হলে তাঁদের সুবিধা হয়।

এর পাশাপাশি আবাসনের আরও একটি সমস্যা হলো সঙ্কীর্ণ রাস্তা। আবাসনের পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি স্কুল। স্কুল শুরু ও ছুটির সময়ে সেখানে যানজট হয়। আবাসন চত্বরের গা-ঘেঁষেই গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার রোড। এই অংশে ওই রাস্তা বেশ সঙ্কীর্ণ। ফলে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। এ ছাড়াও পথ কুকুরদের সমস্যাও রয়েছে আবাসন চত্বরে।

তবে এই সব দুঃখ-সুখের মধ্যেও এই কমপ্লেক্সের একটি বিশেষত্ব হলো সেখানকার 'ইয়ং ব্রিগেড।' আবাসনের কমবয়সি ছেলেদের নিয়ে এই বাহিনী তৈরি হয়েছে। বাহিনীর সদস্য কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়রা জানান, তাঁদের কাজ হলো আবাসনে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। প্রবীণ বাসিন্দা এবং ছোটদের খেয়াল রাখা। যে কোনও সমস্যা হলেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এই ইয়ং ব্রিগেড।

এক নজরে

HOUSING জিন্দাবাদ

- আমাদের ঠিকানা: ডিটিসি সাদার্ন হাইটস
- কোথায়: জোকা, ডায়মন্ড হারবার রোড
- কত পরিবার: ১২০০
- কবেকার: ২০২০
- বিশেষ আকর্ষণ: রুফটপ সুইমিং পুল, থিয়েটার রুম, লাইব্রেরি, ইয়ং ব্রিগেড

আরও বেশি সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালুর পক্ষে সওয়াল

এই সময়: আরও বেশি সংখ্যক সরকারি স্কুলকে ইংরেজি মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়া নিয়ে জোর সওয়াল করলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। রবিবার হেয়ার স্কুলে সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির অষ্টম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন তিনি। সেখানে চিরঞ্জীব বলেন, 'এখন বহু সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা হচ্ছে। আমি নিজে এটাকে এনকারেজ করছি। আমি মনে করি, আরও বেশি সরকারি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যমের অনুমোদন দেওয়া দরকার। তাহলে আমরা বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারব।' একাদশ-দ্বাদশে ইংরেজি মাধ্যম অনুমোদন দেওয়া কতটা বেড়েছে, সেই পরিসংখ্যাও তুলে ধরেন। একই সঙ্গে পড়ুয়াদের চাহিদা ও কেরিয়ারের কথা ভেবে আধুনিক নানা বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অন্তত আনা গিয়েছে বলেও দাবি করেন চিরঞ্জীব।

এ দিনের সম্মেলনে এই সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনটি একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। শিক্ষকরা মূলত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সরকারি স্কুলে শূন্যপদ নিয়ে। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় স্কুলগুলি ধুঁকছে। এমনকী ছাত্র পেতেও সমস্যা হচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশে ছাত্র সংখ্যা বিভিন্ন স্কুলে কমে আসছে, এই পরিসরে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ, ৩৯টি সরকারি স্কুলে শূন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার

টিকে থাকা লক্ষ্য

পদেও দ্রুত নিয়োগের দাবি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের বদলি বন্ধ হয়ে রয়েছে। সেই বিষয়টিও তাড়াতাড়ি চালু করার দাবি তোলা হয়েছে বলে জানান ওই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'আমরা দ্রুত এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হব।' এ দিনের সম্মেলনে চিরঞ্জীব ছাড়াও এসেছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী।

শিক্ষায় দুর্নীতির তদন্তে নেমে রেশনেও বেনিয়মের হদিশ পায় সিবিআই। উঠে আসে চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য। সে সবেরই খোঁজখবর করলেন সুপ্রকাশ মণ্ডল

চুপিসারে ডিল! খাদ্য দপ্তর জানতেও পারল না?

গ্রাহকরা আসছেন, ফিরে যাচ্ছেন। একদিন নয়, দিনের পর দিন। রেশন দোকানে মিলছিল না কিছুই। কোনও দিন বরাতজোরে কিছু মিললেও, তা নেহাত যৎসামান্যই। এর পরে জ্বলে উঠল আগুন। গ্রাহক ক্ষোভে জ্বলল রেশন ডিলারের বাড়ি, দোকান। হলো ভাঙচুর-লুটপাট। সালটা ২০০৮, ঘটনাস্থল বাঁকুড়া। বাম আমলের শেষ দিকের সেই রেশন-আন্দোলনের আগুন অন্য জেলায় ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। আন্দোলন গড়াতে জানা গেল, গ্রাহকদের জন্য রেশন দ্রব্য এসেছিল। কিন্তু তা খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। প্রায় একমাস ধরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে চলেছিল এই আন্দোলন।

রেশন দুর্নীতি যে নতুন কোনও ঘটনা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সে বার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলেন রেশন ডিলাররা। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ডিলারদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু হালফিলের রেশন দুর্নীতি পরিকল্পিত। শুরু থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত কী ভাবে গোটা সিস্টেম নিয়ন্ত্রিত হবে, তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সে জন্যই এই কেলেঙ্কারিকে বলা হচ্ছে ডিজ়াইনড বা অর্গানাইজ়ড ক্রাইম। আর সে জন্যই এর তল পেতে সময় লেগেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। তাদের উদ্ধার করা নথিতে স্পষ্ট, দুর্নীতির টাকার বণ্টন হয়েছে। কী ভাবে, নথি থেকে তা-ও কিছুটা স্পষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকার একটা বড় অংশ কোথায় গিয়েছে, সে হিসেব এখনও মেলেনি।

চাল ও আটাকল মালিক বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার পরে ইডি আদালতে দাবি করেছিল, দুর্নীতির অঙ্ক অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার। এই দুর্নীতিতেই গ্রেপ্তার করা হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ এখনও

রহস্যময় লাল ডায়েরি
তৃতীয় পর্ব

আদালতে বিচারাধীন। ফলে দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কতটা, তা এখনও আতসকাচের নীচে। বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যকেও একই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ তাঁর মাধ্যমেই রেশন দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। সে সবই এখন তদন্তাধীন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই দুর্নীতিতে কি একমাত্র বাকিবুরই দোষী? তা হলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই একা গ্রেপ্তার হলেন কেন? ইডি মনে করছে, বাকিবুর হলেন মাস্টারমাইন্ড। মামলা এখনও চলছে। ফলে আগামী দিনে ধৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

প্রশ্ন আরও রয়েছে। শুধুমাত্র আটাকল মালিক-ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলারেরাই এর সঙ্গে জড়িত? খাদ্য দপ্তরের কোনও ভূমিকা ছিল না? সে বিষয়টি মোটেই অস্বীকার করছে না খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। আটাকল থেকে অর্ধেক আটা তুলে ডিস্ট্রিবিউটরেরা তা পাঠিয়ে দেন ডিলারদের গুদামে। সেখান থেকেই গ্রাহকদের মধ্যে তা বিক্রি-বণ্টন হয়। ডিস্ট্রিবিউটরেরা আটাকল থেকে কত আটা নিয়েছেন, বরাদ্দের সব আটা রেশন ডিলারদের গুদামে এসেছে কি না— তা দেখার দায়িত্ব খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। প্রতি ১৫ দিন অন্তরে তাঁদের স্টক মিলিয়ে দেখার কথা।

প্রশ্ন উঠছে, সেই নজরদারি কি ছিল? থাকলে হিসেবের এই গরমিল চোখ এড়িয়ে গেল কী করে? দিনের পর দিন অর্ধেক বা তার কম রেশন সামগ্রী ঢুকলেও কেন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি? নদিয়ার জেলা খাদ্য নিয়ামক অভিজিৎ ধাড়া বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। এ সব অভিযোগ নিয়ে যা জানানোর দপ্তরের উপর মহলে জানানো হয়েছে।' বাকিবুর রহমানের সংস্থা ছাড়া আর যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তাঁদের অন্যতম 'জিকে অ্যাগ্রো'। সেই সংস্থার মালিক সুব্রত ঘোষের মোবাইল ফোন টানা বন্ধ। সংস্থার কর্মী সোমনাথ দত্ত বলেন, 'আমি সংস্থার ডেটা এন্ট্রি করি। সে বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।' যদিও সূত্রের খবর, লাল ডায়েরিতে সাক্ষী হিসেবে যাঁদের সই করানো হয়েছিল, তাঁদের একজন এই সোমনাথ। যদিও তিনি সে কথা অস্বীকার করে বলেন, 'কেউ আপনাদের ভুল তথ্য দিয়েছেন।'

অথচ চাইলে এই দুর্নীতি রোখা যে যেত, বর্তমান রেশন বিলি ব্যবস্থাই তার প্রমাণ। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলছেন, 'এখন কিছুই আর ম্যানুয়ালি হয় না। পুরোটাই অনলাইন ডিজিটাইজ়ড। মিল থেকে চাল-আটা বেরনো থেকে শুরু করে গ্রাহকের হাতে তা যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তা রিয়েল টাইম আপডেট হয়। গ্রাহকেরা এসএমএস-এ জেনে যান, তিনি কত কেজি চাল-আটা বা গম পাবেন। গ্রাহকের আঙুলের ছাপ ছাড়া রেশনদ্রব্য বিলি হবে না। তা না হলে ধরাও পড়ে যাবে।' (শেষ)

গেমিং অ্যাপ: চিটিং MBA প্রতারকের, ফ্রড কল সেন্টারেও

এই সময়, ব্যারাকপুর: অনলাইনে গেমিং অ্যাপে এবং ভুয়ো কলসেন্টার খুলে প্রতারণার অভিযোগে ন'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ব্যারাকপুরের এই দুই প্রতারণায় খোয়া গিয়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণায় মূল অভিযুক্ত এমবিএ পাশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনলাইন গেমিং অ্যাপে লভ্যাংশ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রথম প্রতারণাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই গেমিং অ্যাপ প্রতারণায় অ্যাকাউন্ট ভাড়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতারকদের বিরুদ্ধে। তদন্তে উঠে এসেছে, ব্যারাকপুরের একটি হোটেলে অনলাইন গেমিং অ্যাপের মাধ্যমে লভ্যাংশের লোভে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক যুবক।

সোদপুরের একটি অভিজাত আবাসনে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কলসেন্টার খুলে দ্বিতীয় প্রতারণাটি হয়েছে। ওই প্রতারকরা অনলাইনে কেনাকাটা করলে পুরস্কারের টোপ দিয়ে প্রতারণা করে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। এই চক্রের সঙ্গে বিহারের যোগ পাওয়া গিয়েছে। এই দু'টি ঘটনার অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রতারণা চক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজ শুরু করেছে ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

রবিবার দুপুরে ব্যারাকপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (উত্তর ও গোয়েন্দা) গণেশ বিশ্বাস। সেখানেই তিনি এই দু'টি প্রতারণার ঘটনা প্রকাশ্যে আনেন। ২৫ জানুয়ারির একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারিতে অভিযোগ দায়ের করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বাসিন্দা স্বয়ন মাইতি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার বিধাননগর পূর্ব থানার একটি গেস্ট হাউস থেকে গ্রেপ্তার করা হয় টালিগঞ্জের বাসিন্দা ধীমান ভট্টাচার্যকে। ধীমান এমবিএ পাশ। অভিযোগ, তিনি ব্যারাকপুরের ওয়্যারলেস মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে স্বয়নকে আসতে বলেন। স্বয়নের অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে প্রায় এক কোটি টাকার উপর লেনদেন করেন। স্বয়নকে লভ্যাংশ দেওয়ার টোপ দিলেও তিনি কিছুই পাননি। স্বয়ন পুলিশের দ্বারস্থ হন।

পুলিশ জানিয়েছে, ফেসবুকের মাধ্যমে অনলাইন গেমিং অ্যাপের লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় দিয়ে তা থেকে লভ্যাংশ দেওয়ার শর্তে স্বয়নকে ডাকা হয়। তাঁর অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে কোটি টাকা লেনদেন করেন ধীমান। স্বয়ন ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইম পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্তে নেমে পাঁচ মাস পর ধীমানকে গ্রেপ্তার করলেও এর নেপথ্যে বড় চক্র রয়েছে বলেই পুলিশ মনে করছে। ধীমান পুলিশকে জেরায় জানিয়েছেন, ২০২৩ থেকে তিনি এই প্রতারণায় যুক্ত। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু এটিএম কার্ড ও ব্যাঙ্কের পাশবুক।

অন্য দিকে সোদপুরের ওই অভিজাত আবাসনে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সেখানে ভুয়ো কলসেন্টার চালানোর অভিযোগের দু'জন মহিলা-সহ আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ফোন করে অনলাইনে কেনাকাটার জন্য পুরস্কারের টোপ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানো হতো। তার পরই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিত প্রতারকরা।

বজ্রপাতের সতর্কতা: আশা JU মডেলে

বজ্রপাতের সতর্কতা সংক্রান্ত গবেষণায় অনেকটাই এগোলেন যাদবপুরের গবেষকরা

এই সময়: মাঠে কাজ করতে করতে কৃষকদের নজর গেল আকাশের দিকে। একটা দিক পুরো কালো করে এসেছে। চৈত্র চলছে। এমন সময়ে আকাশে কালো মেঘ এলে সাধারণত প্রবল ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতেরও ভয় থাকে। ওঁদের আশঙ্কাই সত্যি হলো। ঘন হয়ে আসা মেঘ চিরে হঠাৎ বেরিয়ে এল চোখ ধাঁধানো আলোর ছটা। কয়েক মুহূর্ত পরে ওঁরা শুনেছিলেন কান ফাটানো আওয়াজ। মাঠে কাজ করা কৃষকদের সবাই অবশ্য সেটা শুনতে পাননি। আলোর ঝলক তাঁরাও দেখেছিলেন, তবে আওয়াজটা শোনার সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আশপাশের গ্রামের মানুষের ভিড় জমে গিয়েছিল মাঠে। সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে পুড়ে কুঁকড়ে যাওয়া বেশ কয়েকটা দেহ। কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ তরঙ্গ সব ছারখার করে দিয়েছে।

এমন বিপর্যয় নতুন কিছু নয়। তবে এ রকম বিপদ ঘনিয়ে এলে যথেষ্ট আগে থেকেই যাতে সতর্কবার্তা দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে এ বার অনেকটাই সাফল্য পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষকরা। এমন একটা যন্ত্র তাঁরা এনেছেন, যেটা সুনির্দিষ্ট ভাবে অনেকটা ছোট এলাকা— প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা দিচ্ছে প্রায় ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে।

কখন যে কোন জায়গায় বজ্রপাত হবে, সেটা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়ার বিদ্যা এখনও পর্যন্ত আয়ত্তে আনতে পারেনি আবহাওয়া বিজ্ঞান। অথচ এ দেশে প্রতি বছর বজ্রপাতের প্রকোপে গড় মৃত্যুর পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য বলছে, গত এক দশকে ভারতের সব প্রান্ত মিলিয়ে প্রায় ২৯ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বজ্রাঘাতে। এর মধ্যে বাজ পড়ে বছরে গড়ে ৪০-৪৫ জন মারা যান বাংলায়। পুনের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিওরোলজির (আইআইটিএম) গবেষক এবং বজ্রপাত বিশেষজ্ঞ এসডি পাওয়ার বলছেন, 'আমাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বলছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে দেশে বজ্রপাতের পরিমাণ বেড়েছে। ছোটনাগপুর মালভূমি ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাত আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে।' এমনটা হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে দ্রুত বদলে যাওয়া আবহাওয়াকে। বজ্রপাত বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, 'মার্চ-এপ্রিল নাগাদ দীর্ঘ সময়ে বৃষ্টি না-হওয়ার ফলে বাতাসে ভাসমান কণাগুলো চার্জড অবস্থায় থাকে। সে জন্য ওই সময়ে বজ্রপাতের পরিমাণ থাকে বেশি।'

অন্য দিকে, বৃক্ষনিধন এবং তার প্রভাবে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেও বজ্রপাতের এত বেশি কারণ হিসেবে ধরছেন পরিবেশবিজ্ঞানীদের একাংশ। এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিজ্ঞানী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলছেন, 'আমাদের হিসেব অনুযায়ী, গড় তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি বাড়ার জন্য বজ্রপাতের আশঙ্কা ১২ শতাংশ করে বাড়তে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গড় তাপমাত্রা অনেক বেড়েছে। সেই অনুপাতে বেড়েছে বজ্রপাতও।'

বাজ পড়ার আগাম সতর্কতা দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শোভন দলাই এবং দেবাংশু দে। দলে আছেন দুই রিসার্চ স্কলার অন্তরা ও বাণীব্রত ঘোষও। গবেষকদের অন্যতম দেবাংশু বলছেন, 'মৌসম ভবন দামিনী নামে একটি অ্যাপ কয়েক বছর আগেই তৈরি করেছে। কিন্তু ওই অ্যাপ প্রায় ২০ কিলোমিটার জুড়ে থাকা এলাকার তথ্য দেয়। এটা অনেকটা জায়গা। আমরা এমন কিছু করতে চাইছিলাম, যাতে মাত্র কয়েক কিলোমিটার এলাকাকে পিনপয়েন্ট করা যায়।' ওই গবেষক জানিয়েছেন, এক থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যের আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করছে তাঁদের যন্ত্র। ওই গবেষকরা জানাচ্ছেন, কোনও এলাকায় বাজ পড়ার আশঙ্কা কতটা রয়েছে, সেটা প্রায় ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাচ্ছে ওই যন্ত্রের সাহায্যে।

৩০ বেডের নয়া সরকারি হসপিটাল পাচ্ছে নিউ টাউন

প্রশান্ত ঘোষ

অনেক দিন ধরেই নিউ টাউনের বাসিন্দারা একটি সরকারি হাসপাতালের দাবি জানাচ্ছিলেন। ওই এলাকায় একাধিক বেসরকারি নামকরা হাসপাতাল থাকলেও সরকারি হাসপাতাল নেই। এ নিয়ে বাড়ছিল ক্ষোভ। অবশেষে সেখানে তৈরি হচ্ছে একটি সরকারি হাসপাতাল। সূত্রের খবর, নিউ টাউন বিজনেস ক্লাবের পাশে হিডকোর জমির উপর প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা খরচে একটি সরকারি হাসপাতাল তৈরি হবে। শুরুতে ওই হাসপাতালে ৩০টি বেড থাকবে। পরে বেডের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সাপে কামড়ানো রোগীদের জন্য থাকবে চিকিৎসার আলাদা ব্যবস্থা। এই বছরেই হাসপাতাল তৈরি শুরু হবে বলেই জানিয়েছেন এনকেডিএ-র কর্তারা।

নিউ টাউনের বাসিন্দা, পেশায় স্কুলশিক্ষক ফিরোজ আহমদে বলেন, 'এত বড় শহরে জরুরি চিকিৎসার কোনও পরিকাঠামো নেই। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সপ্তাহে ৬ দিন দিনে আউটডোরের সুবিধা পাওয়া যায়। নতুন সরকারি হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি।'

এই এলাকায় জরুরি পরিষেবাযুক্ত হাসপাতাল তৈরির দাবি জানাচ্ছিল বিধাননগর সিটি পুলিশও। ট্র্যাফিক বিভাগের এক কর্তা জানান, বিশ্ববাংলা সরণি, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটর বাইক দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই অনেকে মারা যান। তাঁদের চিকিৎসা যদি নিউ টাউনে করা যায়, তা হলে অনেক প্রাণ বাঁচবে।

এনকেডিএর এক কর্তা বলেন, 'এই মুহূর্তে নিউ টাউনের তিনটি অ্যাকশন এরিয়ায় পাঁচটি আর্বান হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার (ইউএইচডব্লিউসি) আছে। নতুন করে আরও চারটি তৈরি হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, এ ছাড়া দু'টি আর্বান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (ইউপিএইচসি) রয়েছে অ্যাশন এরিয়া ১ ও ২-এ। অ্যাকশন এরিয়া ৩-এ আরও একটি হেলথ সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। তবে কোথাও ইন্ডোর পরিষেবা নেই। তাই জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের সাহায্যে রাজ্য সরকার ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নিউ টাউনের একটি সরকারি হাসপাতাল তৈরি করতে। যার পোশাকি নাম আর্বান হেলথ কমিউনিটি সেন্টার। এর জন্য নিউ টাউন বিজনেস ক্লাবের পাশে দু'একর জমি বরাদ্দ করেছে হিডকো। এর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী দু'বছরের মধ্যে হাসপাতাল তৈরির কাজ শেষ হবে।

এক নজরে

মোট জমি:	২ একর
বরাদ্দ:	৫ কোটি
মোট বেড:	৩০টি
লোকেশন:	অ্যাকশন এরিয়া ১ডি
সময়সীমা:	২ বছর
থাকবে জরুরি বিভাগ, মিলবে ইন্ডোর পরিষেবা	

জমি বরাদ্দে হিডকো

বাড়বে সবুজ, বাসা পাবে পাখিরা

ভিআইপি রোডের ধারে আরও তিনটি বায়োডাইভার্সিটি পার্ক

শ্যামগোপাল রায়

সবুজের সংখ্যা বাড়াতে ও জীববৈচিত্র্য বজায় রাখতে ভিআইপি রোডের ধারে তিনটি জীববৈচিত্র্য উদ্যান গড়ে তুলতে চলেছে রাজ্য। প্রশাসন সূত্রের খবর, দক্ষিণদাঁড়ি থেকে লেক টাউন ও বাঙুরের মধ্যে এই পার্কগুলো পূর্ত দপ্তর তৈরি করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের সাহায্য করবে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ ও দক্ষিণ দমদম পুরসভা। পূর্ত দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'সবুজ বাড়ানোর পাশাপাশি, কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব যাতে সঙ্কটে না-পড়ে, সে জন্যই এই ধরনের পার্ক বর্তমান সময়ে খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।'

প্রকল্প PWD-র

বছর খানেক আগেই ভিআইপি রোডের ধারে, বাঙুর থেকে দমদম পার্কের মধ্যে একটি জীববৈচিত্র্য পার্ক তৈরি করেছে পূর্ত দপ্তর। সেখানে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করতে ও বিশুদ্ধ বাতাস নিতে অনেকেই যান। তা ছাড়া, প্রচুর পাখি ও জলজ প্রাণীর ঠিকানা এই পার্ক। ওই পার্ক দেখে উৎসাহ পেয়েই তিনটি নতুন পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। নতুন পার্কগুলো কী ভাবে সাজানো হবে, সেই ব্লুপ্রিন্টও তৈরি হয়ে গিয়েছে। তিনটি পার্কেই থাকবে বসার ব্যবস্থা। হাঁটার জন্য বসানো হবে পেভার ব্লক। পাখিরা যাতে নিরুপদ্রবে থাকতে পারে, সে জন্য তৈরি করা হবে পাখিরালয়। চাষ করা হবে বিভিন্ন ধরনের মাছ। থাকবে প্রজাপতি গার্ডেন, ঔষধি বাগান। বিভিন্ন দেশি আনাজপাতিরও চাষ হবে। তা ছাড়া, বসবে বহড়া, হরীতকী, পলাশ, শাল, সেগুন গাছ। প্রতিটি গাছের নাম ও গুণাগুণ লেখা থাকবে উদ্যানে। এর ফলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা পার্কে এলে তারা বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে। পার্কে বসানো হবে বিভিন্ন রংয়ের বাহারি আলো।

পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক বলছেন, 'ভিআইপি রোডের কাছে বেশ কয়েকটা ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। যেগুলোকে সুন্দর ভাবে সাজানো যেতে পারে। এই তিনটি পার্ক তৈরির কাজ শেষ হওয়ার পর কেষ্টপুর থেকে বাগুইআটি জোড়ামন্দির পর্যন্ত ভিআইপি রোডের ধারেও জীববৈচিত্র্য পার্ক তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।' রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোককান্তি স্যানাল বলেন, 'যে সব গাছ এখন সাধারণত দেখা যায় না, সেগুলোকেই জীববৈচিত্র্য উদ্যানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে থাকে ঔষধি গাছও।' পরিবেশবিজ্ঞানী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'যে ভাবে শহরে সবুজ কমছে, তাতে অনেক প্রজাতির গাছ, মাছ এবং কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব সঙ্কটের মুখে। এই অবস্থায় জীববৈচিত্র্য পার্ক তৈরি হলে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপকার হবে।'

ডাবল ইঞ্জিন বার্তা নমোর

এই সময়, নয়াদিল্লি: নীতি আয়োগের বৈঠকে শুধু বিজেপি বা তাদের শরিক-শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরই বেশি বলার সুযোগ দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় বাজেটেও উঠেছে পক্ষপাতের অভিযোগ। কিন্তু বিরোধী শিবির থেকে যে অভিযোগই করা হোক না-কেন, উপযুক্ত তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে তার পাল্টা জবাব দেওয়ার ব্যাপারে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা, রাজস্থান, ওড়িশার মতো বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন নমো। সূত্রের খবর, সেখানে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, এই সব রাজ্যে বিরোধীরা যতই আক্রমণ শানাক না-কেন, বলিষ্ঠ ভাবে তার জবাব দিতে হবে। এমনিতে নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে বিরোধীরা। নমো বলেন, নিটে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র। পাশাপাশি ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকার ফলে ওই রাজ্যগুলিতে কী কী বাড়তি সুবিধা সেখানকার জনতা পাচ্ছে, সেটাও তুলে ধরার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সৌগতর ওয়ার্নিং

এই সময়, আমডাঙা ও উত্তর দমদম: উত্তর ২৪ পরগনার দুই প্রান্তে দলেরই নেতা-কর্মীদের দুই তৃণমূল নেতার সতর্কবাণী। একদিকে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং অন্য দিকে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। উত্তর দমদম এবং আমডাঙায় রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে শাসক দলের দুই নেতা রবিবার শুধু সতর্ক করেই ক্ষান্ত থাকেননি, হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। সৌগত রায় বলেন, 'শনিবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনও সমাজবিরোধী দরকার নেই। তাই যারা সমাজবিরোধী কাজ করছে তাদের বলছি সামলে যাও। না হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গার্ডেনরিচ উড়ালপুলে পথ দুর্ঘটনা, মৃত কিশোর

এই সময়: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক কিশোরের। মৃতের নাম, আদিল খান (১৬)। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ পশ্চিম বন্দর থানা এলাকার গার্ডেনরিচ উড়ালপুলে। ওই যুবকের বাড়ি মেটিয়াবুরুজে। এ দিন দুপুরে কাউকে না জানিয়ে দাদার মোটর বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান আদিল। মাথায় ছিল না হেলমেট। তীব্র গতিতে মাঝেরহাটের দিকে যাওয়ার সময়ে হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উড়ালপুলের ধারের ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে মোটর বাইকটি। ওই কিশোরের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়রা আদিলকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণেই এই মৃত্যু বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

এ দিনই মোটর বাইক দুর্ঘটনায় জখম হন কলকাতা পুলিশের এক ইনস্পেক্টর। মাথায় আঘাত নিয়ে ওই পুলিশকর্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ দিন দুপুর একটা নাগাদ রেড রোড ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওয়্যারলেস ব্রাঞ্চের ওই ইনস্পেক্টর। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ওই পুলিশকর্মীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর। কী ভাবে দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডিম ৩ টাকা, রুই ৮০! আজ শুরু সস্তার বাজার

এই সময়, দুর্গাপুর: ডিম ৩-৪ টাকা প্রতি পিস। রুইমাছ ৮০ টাকা কেজি। মুরগির মাংস ১২০ টাকা কেজি। কাগজি লেবু প্রতি পিস দু'টাকা। অগ্নিমূল্যের বাজারে এত কম দাম শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও এটাই সত্যি। আজ, সোমবার স্টিল টাউনশিপের এ-জোন এলাকায় সেকেন্ডারি রোড বাজারে মাছ, ডিম, মাংসের সঙ্গে হরেকরকম সব্জি পাওয়া যাবে বাজারদর থেকে অনেক কম দামে। উদ্যোগে পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার পল্লব নাগ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুর্গাপুর আলো ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বাজার বসবে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার।

দুর্গাপুর

এত সস্তা কীভাবে? জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ও আশপাশের এলাকার চাষিদের থেকে সরাসরি সব্জি সংগ্রহ করা হয়েছে। দামোদর মানাচরের চাষিদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কুমড়ো, ঢেঁড়স, পটল, ঝিঙে, লঙ্কা, উচ্ছের মতো বিভিন্ন সব্জি। আড়ত থেকে মাছ ও পাইকারি বিক্রেতাদের কাছ থেকে আনা হচ্ছে ডিম। কোনও মিডলম্যান না-থাকায় বাজার থেকে কম দামে জিনিস বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সাইজ অনুযায়ী ডিমের দাম রাখা হয়েছে। বড় সাইজের ডিম ৪ টাকা ও ছোট সাইজের ডিমের দাম ৩ টাকা। ফাটা থাকলে সেই ডিম দু'টাকায় দেওয়া হবে। সোমবার সকাল ৮টা থেকে বিক্রিবাটা শুরু হবে সেকেন্ডারি বাজারে।

এই উদ্যোগের কারণ জানাতে গিয়ে পল্লব নাগ বলেন, 'বর্তমানে বাজারে সব্জি, মাছ-মাংসের যা দাম তাতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। বিশেষ করে বয়স্করা, যাঁদের পেনশনের টাকায় সংসার চলে। এইসব মানুষের কথা চিন্তা করে সস্তার বাজারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি সব্জি কিনেছি। বাজারের তুলনায় ৫-১০ টাকা কমে সব্জি বিক্রি করব।' কতদিন চলবে এই বাজার? পল্লব বলেন, 'সোম ও বৃহস্পতি সপ্তাহে দু'দিন এই বাজার বসবে। ইচ্ছে আছে কমপক্ষে আগামী দু'মাস সস্তার বাজার চালাব।' অচিন্ত্য পাইন নামে এক ব্যক্তির মাঠ থেকে কুমড়ো, ঢেঁড়স সহ বেশ কিছু সব্জি সংগ্রহ করেছেন উদ্যোক্তারা। অচিন্ত্য বলেন, 'পল্লব সস্তার বাজারের কথা বলায় আমার মাঠের উৎপাদিত সব্জি ন্যূনতম মূল্যে দিয়ে দিই। কিছু মানুষের উপকার তো হবে।'

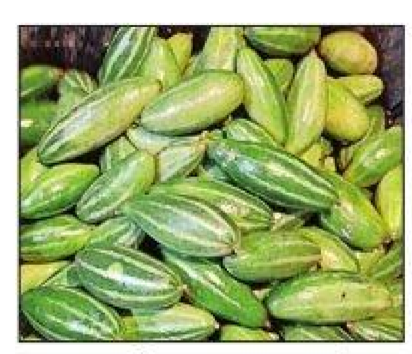
ঢেঁড়স, পটল ছাড়াও সুলভ মূল্যে বিক্রি হবে হরেকরকম সব্জি — এই সময়

১২ ঘণ্টায় ডাকাতির কিনারা

এই সময়, ডোমজুড়: শনিবার মাঝরাতে নিরাপত্তারক্ষীকে বেঁধে ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের একটি কারখানার গুদামে ডাকাতি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। রবিবার দুপুরের মধ্যে সেই ডাকাতির কিনারা করল ডোমজুড় থানা। ডাকাতরা গুদামের সিসি ক্যামেরা ভেঙে ও ক্যামেরার রেকর্ডিং স্টোরের মেশিন ডিভিআর খুলে পালালেও রাস্তার সিসিটিভির ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের নাগালে পায় পুলিশ। ডাকাতিতে ব্যবহৃত গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। চার ডাকাত ধরা পড়েছে। লুট হওয়া চার টন জিঙ্ক বারের পুরোটাও পাওয়া গিয়েছে।

ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের মধ্যে একটি কারখানার গুদামের গেটে পাহারায় ছিলেন একজনই নিরাপত্তারক্ষী। শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ তাঁকে বেঁধে গেটের তালা ভেঙে ঢুকে পড়ে ডাকাতরা। গুদাম থেকে অন্তত ১৫ লক্ষ টাকার জিঙ্ক বার তুলে নেয় ১০-১২ জনের ডাকাত দলটি। দামি জিঙ্ক বারের পরিমাণ ছিল প্রায় চার টন।

ডোমজুড়ে ধৃত ৪

ডাকাতরা ডিভিআর খুলে নিয়ে চলে গেলেও জালান কমপ্লেক্সের মধ্যে ও রাস্তার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে ডাকাতদের ব্যবহৃত গাড়ির নম্বর পায় পুলিশ। নীল রঙের পিকআ্যাপ ভ্যানের সূত্র ধরেই মালিক অবিনাশ সিংয়ের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। অবিনাশের বাড়িতে রাখা ছিল গাড়িটি। অবিনাশকে জেরা করে ডাকাতদের পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। অবিনাশের থেকে জানা যায় সুব্রত সেন ওরফে ছোটকা নামে একজন তাঁর গাড়ি ভাড়া করেছিল। এরপর মালিপাঁচঘড়া থেকেই ছোটকা এবং তার এক শাগরেদ বিশাল কুমার সাউকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জেরায় তারা ডাকাতির কথা স্বীকার করে।

'কোমা'য় রবি-স্মৃতির সেই চৈতন্য লাইব্রেরি, হাল ফেরাতে উদ্যোগ

এই সময়: বেশ কিছুদিন ধরে সংস্কারের কাজ চলেছিল বিডন স্ট্রিটে। শেষ পর্যন্ত একেবারে নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছিল মিনার্ভা থিয়েটার। সালটা ২০০৮। ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ওই থিয়েটার হলের পুনরুজ্জীবন হয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে। সে দিন বিডন স্ট্রিটে যাবতীয় উৎসাহ ওই মিনার্ভাকে ঘিরে।

অথচ কয়েক মিটার দূরে বহু পুরোনো একটা বাড়ির জীর্ণ হাড়-পাঁজরা ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়েছিল কি না, সে খবর কেউ রাখেনি। ২০০৮ থেকে ২০২৪ — ১৬ বছর পরে মিনার্ভা থিয়েটারের ওই 'অখ্যাত প্রতিবেশী' আরও বেহাল হয়েছে। বাড়িটা নিয়ে যে কারও আগ্রহ নেই, তা নয়। সামান্য ক'জনের উৎসাহেই হয়তো এখনও টিকে আছে। মিনার্ভা থিয়েটার যে বছর তৈরি হয়েছিল, তারও চার বছর আগে তৈরি বিডন স্ট্রিটের ওই বাড়ি হলো চৈতন্য লাইব্রেরি, কলকাতার প্রথম পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর অন্যতম।

ইতিহাস যতটা উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ ততটাই অন্ধকার। চৈতন্য লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে যুগের কলকাতার দুই বিখ্যাত ব্যক্তি গৌরমোহন সেন এবং কুঞ্জবিহারী দত্তর চেষ্টায়। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। পরে এই লাইব্রেরিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো একের পর এক বিখ্যাত ব্যক্তি যুক্ত হন। লাইব্রেরির বইয়ের সংগ্রহ ক্রমশ বাড়ে। তার পত্রিকা বা ম্যাগাজিন-সংগ্রহের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দেশে। 'প্রবাসী', 'সঞ্জীবনী'-র মতো পত্রিকার পাশাপাশি নানা বিলিতি পত্রিকাও জায়গা পেতে শুরু করে লাইব্রেরিতে।

কিন্তু কয়েক দশক পরে সেই লাইব্রেরিতেই বাসা বাঁধে ক্ষয়রোগ। সদস্যসংখ্যা কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জীর্ণ বাড়ি মেরামতির অবস্থাও আর থাকে না। এমনই পরিস্থিতিতে লাইব্রেরিটি বাঁচানোর ভার নেন স্থানীয় কয়েকজন উৎসাহী। বাঙালি না হয়েও বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত লাইব্রেরি-রক্ষায় উদ্যোগী হন নীতিন শ্রেষ্ঠ নামে এক ব্যক্তিও। পুরোনো জিনিস সংগ্রহের নেশা তাঁর। সেই সূত্রেই লাইব্রেরির সংস্পর্শে আসেন। গ্রন্থাগারের বর্তমান অছি পরিষদের সদস্য কাঞ্চনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই লাইব্রেরিতে পুরোনো পত্রিকার যা সংগ্রহ আছে, এখন হয়তো সারা পৃথিবী খুঁজেও তার বেশ কিছু আর মিলবে না।' লাইব্রেরি-রক্ষায় যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের দলে আছেন স্থানীয় বাসিন্দা সিদ্ধার্থ সরকারও। তাঁর কথায়, 'আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা হলো, লাইব্রেরির একটা হল, কাঠের সিঁড়ি এবং রিডিং রুমটাকে বাঁচানো। এ ছাড়া বইরক্ষা তো আছেই। এর জন্য যে টাকার প্রয়োজন, সেটা আমাদের নেই। কী ভাবে আসবে, জানি না। ভরসা সংস্কৃতিমনস্কদের অর্থসাহায্য।'

এমনই ধুলোমাখা অবস্থায় পড়ে লাইব্রেরির বিপুল সম্ভার — শুভ্রদীপ রায়

ঘরে বাইরে

কোন হলে কোন ছবি

হিন্দি/ইংরেজি

□ **ডেডপুল অ্যান্ড উলভেরিন** (কোয়েস্ট) ১০.৩০, ১১.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৪.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৭.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২০.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (ফোরাম) ১০.০০, ১১.০০, ১৩.০০, ১৪.০০, ১৬.০০, ১৭.০০, ১৯.০০, ২০.০০, ২২.০০, (সাউথসিটি) ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৫.৩০, ১৬.৩০, ১৮.৩০, ১৯.৩০, ২১.৩০, ২২.৩০, (সিসি-১) ১০.৩০, ১১.৩০, ১৩.৩০, ১৪.৩০, ১৬.৩০, ১৭.৩০, ১৯.৩০, ২০.৩০, ২২.৩০, (সিসি-১) ০৯.৩০, ১১.০০, ১২.৩৫, ১৫.৪০, ১৮.৪৫, ১৯.৪৫, ২১.৫০, (সিসি-২) ০৯.৪৫, ১১.৩০, ১২.৪৫, ১৪.৩০, ১৫.৪৫, ১৭.৩০, ১৯.৩০, ২০.৩০, ২২.৩০, (হাইল্যান্ড) ০৯.০০, ১২.০০, ১৩.৪৫, ১৫.৪৫, ১৬.৪৫, ১৮.৪৫, ১৯.৪৫, ২১.৪৫, ২২.৪৫, (লিলুয়া) ১০.১৫, ১২.১৫, ১৩.১৫, ১৫.১৫, ১৬.১৫, ১৮.১৫, ১৯.১৫, ২১.১৫, ২২.১৫, (মেট্রো) ০৯.৩৫, ০৯.৪৫, ১০.৪৫, ১৩.৩৫, ১৫.৪৫, ১৬.৪৫, ১৯.৪৫, ২২.৪৫, (হিন্দ) ০৯.০০, ১০.০০, ১২.০০, ১৩.০০, ১৬.০০, ১৮.০৫, ১৯.০০, ২২.০০, (বেলুড়) ১০.৪৫, ১১.৫৫, ১২.৫০, ১৩.৪৫, ১৬.৪৫, ১৮.৪৫, ১৯.৪৫, ২১.৪৫, ২২.৪৫, (মধ্যমগ্রাম) ১০.৩০, ১২.৩০, ১৩.৩০, ১৬.৩০, ১৯.৩০, ২০.৩০, ২২.৩০, ২৩.৩০, (স্বভূমি) ১০.৪৫, ১২.৪৫, ১৩.৪৫, ১৫.৪৫, ১৬.৪৫, ১৮.৪৫, ১৯.৪৫, ২১.৪৫, ২২.৪৫ □ **ব্যাড নিউজ** (কোয়েস্ট) ১০.৪০, ১৩.১৫, ১৬.০৫, ২০.০০, ২২.৩০, (ফোরাম) ১০.০০, ১৫.৩৫, ১৮.৪০, ২০.১০, ২১.৪৫, (সাউথসিটি) ১০.১০, ১২.১৫, ১৬.০৫, ২২.৩০, (সিসি-১) ১০.০০, ১৩.০৫, ১৯.৩০, ২২.৪০, (সিসি-২) ১০.০০, ১৩.০৫, ১৯.৩০, ২২.৩৫, (হাইল্যান্ড) ০৯.৫৫, ১৯.৩০, ২২.৩০, (লিলুয়া) ১৪.২০, ২১.১০, (মেট্রো) ১২.৩৫, ১৮.৪০, (হিন্দ) ১৫.০০, ২১.০৫, (বেলুড়) ০৯.৪৫, ১৫.৫০, ২২.১৫, (মধ্যমগ্রাম) ০৯.৩০, ১৭.১৫, ২২.৫০, (স্বভূমি) ০৯.০০, ১৫.৫০, ১৮.৩৫, ২২.৪০

শব্দ-লব্ধ ২০৩৬

১		২	৩		৪	■	■
	■	৫		■			■
	■	■	■	■		■	৬
৭			৮	৯	■	■	
	■	■	১০				
	■	১১	■	■	■	■	
■	■		■	১২	১৩	■	
■	■	১৪					

সমাধান ২০৩৫

গ	হ	ন	■	■	■	ন	■
জ	■	বি	চা	র	ব্য	ব	স্থা
গি	■	■	ম	■	■	কু	■
রি	পো	র্টা	র	■	■	মা	■
■	র্ট	■	■	নি	হা	র	ন
■	ফো	■	■	হ	■	■	য়
পা	লি	ত	স	স্তা	ন	■	ছ
■	ও	■	■	■	ম	ল	য়

পাশাপাশি: ১। তত্ত্বতালাস ৫। অবস্থা ৭। খনক ১০। বুদ্ধিনাশ ১২। নিঃশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হলে নিঃশ্বাস গ্রহণের চেষ্টায় মুখ ব্যাদান ১৪। জনতার সম্মিলন

উপর-নীচ: ১। নানারকম ব্যয় ২। পথ ৩। ওষুধ পেষণ করার পাত্রবিশেষ ৪। ধোপা ৬। মিথ্যা কল্পনা ৮। বাসনা ৯। প্রণালী ১১। স্বার্থ ১২। নিজস্ব ১৩। কিস্তিতে কিস্তিতে প্রদেয় চাঁদার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে কিংবা মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঘটলে মেয়াদের পূর্বেই জীবন সম্পত্তি বা মূল্যবান দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ পাবার চুক্তি

আজকের দিন

□ **এরিস/মেষ** (২০ মার্চ-১৯ এপ্রিল) কর্মস্থলে কিছু সুখবর আসতে পারে। সম্পত্তি কেনার চেষ্টা করতে পারেন। সন্তানের সুখবর আসতে পারে। স্বাস্থ্য চলনসই।

□ **টরাস/বৃষ** (২০ এপ্রিল-১৯ মে) পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি লাভের যোগ। প্রেমে বাধা নেই।

□ **জেমিনি/মিথুন** (২০ মে-২০ জুন) গৃহশান্তি বজায় থাকবে। অর্থাগম বাড়বে। বেকাররা সুযোগ পাবেন। স্নায়ুর কষ্ট বাড়তে পারে।

□ **ক্যানসার/কর্কট** (২১ জুন-২১ জুলাই) প্রেমে বিতর্ক এড়িয়ে চলবেন। কর্মস্থলে কোনও পরিবর্তন নেই। গৃহশান্তি বজায় থাকবে।

□ **লিও/সিংহ** (২২ জুলাই-২১ অগস্ট) কর্মস্থলে কোনও খবর নেই। ব্যবসায় কম লাভ হবে। প্রবাসী সন্তান ঘরে ফিরতে পারে।

□ **ভার্গো/কন্যা** (২২ অগস্ট-২০ সেপ্টেম্বর) দিনটা ভালো। ব্যবসায় লাভ বাড়বে। বেকাররা সুখবর পেতে পারেন। শরীর ঠিক থাকবে।

□ **লিব্রা/তুলা** (২১ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর) দিন ভালো যাবে। ব্যবসায় উন্নতি যোগ। কর্মস্থলে আজ বসের সুনজরে পড়তে পারেন।

□ **স্করপিও/বৃশ্চিক** (২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর) ভ্রাতার সহযোগিতা পাবেন। দেহে সামান্য আঘাত পেতে পারেন। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে।

□ **স্যাজিটেরিয়াস/ধনু** (২২ নভেম্বর-২২ ডিসেম্বর) প্রবাসী সন্তান ঘরে ফিরতে পারে। গৃহে কোনও পরিবর্তন নেই। কর্মস্থলে পদোন্নতির যোগ। স্বাস্থ্য চলনসই।

□ **কেপ্রিকর্ন/মকর** (২৩ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি) ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা। পাওনা টাকা আদায় হবে না। শত্রুদের এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। প্রেম চলবে।

□ **অ্যাকোয়ারিয়াস/কুম্ভ** (২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি) আয় কিছু বাড়তে পারে। লগ্নিও বাড়াতে পারেন। চলাফেরায় বেশি সতর্ক থাকবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না।

□ **পাইসেস/মীন** (১৯ ফেব্রুয়ারি-১৯ মার্চ) নতুন কাজের সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে আনন্দ যোগ।

শ্রীরামানুজ

পঞ্জিকা মতে

বার: সোম, ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩১ সন, ২৯ জুলাই, ২০২৪।
তিথি: নবমী দং ৩১।৫৩ অপঃ ঘ ৫।৫৬।
অমৃতযোগ: প্রাতঃ ঘ ৬।৫৫ মধ্যে পুনঃ ১০।২৪ গতে ১।১ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৬।৫৯ গতে ৯।১০ মধ্যে পুনঃ ১১।২১ গতে ২।১৫ মধ্যে।
বারবেলা: ৬।৪৮ গতে ৮।২৬ মধ্যে পুনঃ ২।৫৯ গতে ৪।৩৭ মধ্যে।
কালরাত্রি: ঘ ১০।২১ গতে ১১।৪৩ মধ্যে।
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে)

হাঁসফাঁস গরমে ধুঁকছে উত্তরবঙ্গ, মর্নিং স্কুল ডুয়ার্সে

এই সময়: ভরা শ্রাবণেও গরমের আঁচ মাত্রা ছাড়িয়েছে ডুয়ার্সে। প্রায় প্রতি দিন কোনও না কোনও স্কুলে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করলেও অতিরিক্ত আর্দ্রতার জেরে সকাল ১০টার মধ্যেই 'রিয়েল ফিল' ৫০ ডিগ্রি! মাঝেমধ্যে কয়েক পশলা বৃষ্টির পরেই বাড়ছে ভ্যাপসা অস্বস্তি। এই পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সকালে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ (ডিপিএসসি)। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়া না বদলানো পর্যন্ত সকালে স্কুল চলবে। জেলা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের তরফেও সকালে ক্লাস চালু করার ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) আহসানুল করিম।

আবহবিদ সুবীর সরকার বলেন, 'এই মুহূর্তে ডুয়ার্সে বর্ষা খানিকটা নিষ্ক্রিয় হয়েছে। ফলে রোদ উঠলেই জমা জল বাষ্প হয়ে গিয়ে আর্দ্রতার পরিমাণ ভীষণ ভাবে বাড়িয়ে তুলছে। যা সাধারণত অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ করা যায়। এ বার সেই অনুভূতি জুলাইতেই মালুম হচ্ছে। আগামী আরও ৭-১০ দিন এমন আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা।' ডিপিএসসি-র

নিষ্ক্রিয় বর্ষা

চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'এই আবহাওয়া পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অস্বস্তিতে ফেলেছে। অনেকে অসুস্থও হয়ে পড়ছে। সব দিক বিবেচনা করে, আবহাওয়ার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমরা সকালে ক্লাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শুধু ডুয়ার্স নয়, উত্তরবঙ্গ জুড়েই এখন অস্বস্তিকর আবহাওয়া। শনিবার রাতে ও রবিবার সকালে শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কোচবিহারের মতো কয়েকটি এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাত হলেও তাতে গরম কমেনি মোটেই। গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা এবং বালুরঘাটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৭.৯, ৩৬.৯, ৩৬.৩ এবং ৩৮ সেলসিয়াস। শুক্রবার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা ও বালুরঘাটে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৮.৪, ৩৭.৯, ৩৭.৫, ৩৮ ও ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এ ক্ষেত্রে জুনের অতিবৃষ্টিই উত্তরবঙ্গে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের গ্যাংটকের আধিকারিক গোপীনাথ রাহা বলেন, 'বাতাসের

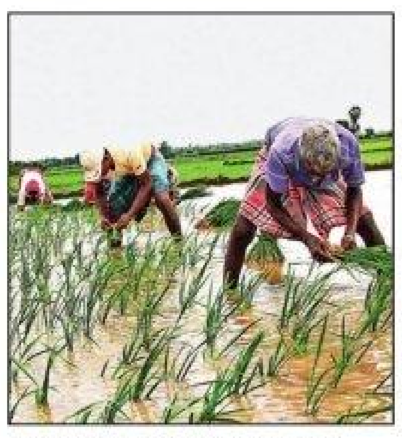

বৃষ্টি নেই। ভরা শ্রাবণেও মাঠে মাঠে পাম্প চালিয়ে জলের ব্যবস্থা —এই সময়

আর্দ্রতাই এতটা কষ্ট দিচ্ছে। যতটা না গরম, তার চেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে। জুনের বৃষ্টিতে খাল, বিল, নালা জলে ভরে গিয়েছে। বাতাসে আর্দ্রতা ওখান থেকেই আসছে। আরও সপ্তাহ খানেক এমন পরিস্থিতি চলবে।'

টানা একমাস ক্রমাগত বৃষ্টির পর আকাশে মেঘের আস্তরণ পুরোপুরি সরে গিয়েছে। এমন অবস্থায় রোদের চড়া তাপ সরাসরি মাটি পর্যন্ত নেমে আসছে। আর তাতেই গরমের তীব্রতা আরও মাত্রাছাড়া লাগছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের অনুমান, সপ্তাহখানেক পরে হয়তো মৌসুমী অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গে ফের সক্রিয় হবে। তখন সহনীয় হবে আবহাওয়া।

মালদার বরিন্দ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত হবিবপুর, ওল্ড মালদা, বামনগোলা এবং গাজোল ব্লকে অতিরিক্ত গরমে জলের অভাবে ধান চাষ থমকে গিয়েছে। কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর দিবানাথ মজুমদার বলেন, 'প্রবল গরমে গৌড়বঙ্গের বরিন্দ অঞ্চলে ধান চাষ থমকে। জেলায় ১ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হওয়ার কথা। এ বছর এখনও পর্যন্ত ৬৫ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। বৃষ্টির ঘাটতি ৩০ শতাংশের বেশি। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে ধানের চারা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে।'

উত্তর দিনাজপুরের আকাশে সাদা-কালো মেঘ উড়ছে। কখনও মেঘে ঢাকা পড়ছে রোদ। কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। ভরা শ্রাবণেও মাঠে মাঠে পাম্প চালিয়ে ভূগর্ভস্থ জল জমিতে দিয়ে ধানচারা রোপণের কাজ হচ্ছে। ৫-৬ দিন ধরে উত্তর দিনাজপুরে গড় তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। বাতাসে আর্দ্রতা ৯০ শতাংশেরও বেশি। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বৃষ্টি নেই। মাজিদুর রহমান নামে এক কৃষক বলেন, 'বাধ্য হয়ে পাম্প লাগিয়ে ভূগর্ভস্থ জলেই চাষ করতে হচ্ছে। আমন চাষে বিঘা প্রতি ১০০০-১৫০০ টাকা খরচ হচ্ছে শুধু সেচের জলের জন্যই।'

চাকায় ধোঁয়া, ট্রেনে আগুন-আতঙ্ক

রবিবার ছুটির দিনে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর সেকশনে ব্যাহত পরিষেবা

এই সময়, সোনারপুর: ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা ১২টা বেজে ২২ মিনিট। ডাউন ডায়মন্ড হারবার লোকাল সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢুকছে। আচমকাই চাকা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে! দেরি না করে তৎক্ষণাৎ দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় ট্রেন। আগুন লেগেছে ধরে নিয়ে আতঙ্কে যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। যদিও পরে জানা যায় কোনও চাকার সঙ্গে ব্রেক-শু আটকে যাওয়ায় অর্থাৎ ব্রেক বাইন্ডিংয়ের জেরেই এই বিপত্তি। ফলে রবিবার ছুটির দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় শিয়ালদহ-বারুইপুর সেকশনে। ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার রেলযাত্রী। বিকেল তিনটে ৫৫ মিনিটে ট্রেনটিকে সারিয়ে ডাউন লাইন খালি করা হয়। তারপর থেকে আপ-ডাউন দু'লাইনেই ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, ট্রেনটি যখন সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢুকছে, তখনই ট্রেনের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। যাত্রীদের একাংশের দাবি, যাঁরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা ট্রেনের নীচে আগুনের হলকা দেখতে পান। তারাই প্রথমে হইচই শুরু করেন। সেই সময়ে ট্রেনের কোনও যাত্রী অ্যালার্ম চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে দেন। এরপর ৩৪৮৬২ শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকালটি থামতেই যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে ট্রেন থেকে নেমে আসেন। কেউ ভয়ে যায় আতঙ্কে ছোটাছুটির পর্ব। রেলরক্ষীরা এসে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। যান্ত্রিক গোলযোগের খবর পেয়ে চলে আসেন রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। শুরু হয় মেরামতির কাজ। পূর্ব রেল জানিয়েছে ব্রেক বাইন্ডিংয়ের জন্যই এই ধোঁয়া। এরপর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। তবে শিয়ালদহ-বজবজ ও শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখায় পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল।

ভোগান্তি এই ট্রেনের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে ছোটাছুটি শুরু করেন যাত্রীরা

রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, বিকল হয়ে পড়া ডায়মন্ড হারবার লোকালের যাত্রীদের পরের ডাউন ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়। সেই ট্রেনটিকে আপ লাইনে সিঙ্গল লাইন মুভমেন্টের মাধ্যমে সুভাষগ্রাম পার করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে, ততক্ষণ সোনারপুর থেকে বারুইপুর অংশে সিঙ্গল লাইনেই ট্রেন চালিয়ে পরিষেবা দেওয়া হয়। সিঙ্গল লাইন দিয়ে ট্রেন চলায় লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা ও ডায়মন্ড হারবার রুটে ট্রেন লেট হতে শুরু করে। বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তেই থাকে। চারটের পরে যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, তখন ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। লক্ষ্মীকান্তপুর এবং ডায়মন্ড হারবার লোকালে বাদুড়ঝোলা ভিড় হয় রবিবারও।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'রবিবার দুপুরে ব্রেক বাইন্ডিংয়ের কারণে একটি ডাউন লোকাল হঠাৎ সুভাষগ্রামে স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায়। চাকা থেকে ধোঁয়া বেরিয়েছিল বলে ট্রেন এগোতে পারছিল না। রেলের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে ত্রুটি মেরামত করলে ওই লাইনে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।'

লাইনচ্যুত মালগাড়ির তিনটি বগি

এই সময়, পাঁশকুড়া: ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ি। রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ পাঁশকুড়া স্টেশনের রেক পয়েন্টের কাছে একটি মালগাড়ির তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। রবিবার সন্ধে পর্যন্ত লাইনচ্যুত বগিগুলি তোলা সম্ভব হয়নি বলে রেল সূত্রে খবর। সাইড লাইনে দুর্ঘটনা ঘটায় মেন লাইনে আপ ও ডাউন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল। স্বাভাবিক ছিল লুপ লাইনও।

এ দিন দুপুরে সিমেন্ট বোঝাই একটি মালগাড়ি রেক পয়েন্টে পিছনের তিনটি বগি থেকে মাল খালি করে

পাঁশকুড়া

যখন ফিরছিল, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সিমেন্ট বোঝাই সামনের বগিগুলি বেরিয়ে গেলেও পিছনের ৩টি বগির চাকা পিছলে নীচে বসে যায়। ট্রেনের গতি খুব কম থাকায় বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায় মালগাড়িটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পাঁশকুড়া জিআরপি ও রেলকর্মীরা। বগি তোলার কাজ শুরু হয়। পাঁশকুড়া জিআরপি থানার ওসি সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্ঘটনা সাইড লাইনে ঘটায় আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি।'

অন্য দিকে, মালগাড়ির পিছনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় রেলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নিত্যযাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রেক পয়েন্টের দিকে যাওয়ার লাইনে না হয়ে মেন লাইনে ঘটলে দুর্ঘটনা বড় আকার নিতে পারতো। স্থানীয় নাগরিক সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক বলেন, 'নজরদারির অভাবে দুর্ঘটনা বাড়ছে রেলে। দেশে একের পর এক দুর্ঘটনার পরেও রেলের টনক নড়েনি।'

গতি বাড়াতে পয়েন্ট ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্র

সেকশনে ট্রেনের গতি বাড়াতে রেলের থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন —এই সময়

এই সময়: উন্নততর প্রযুক্তিতে তৈরি মজবুত ট্র্যাক-ই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন সেকশনে গড় গতি বাড়াতে 'থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন'-এর ব্যবহারও শুরু করে দিল পূর্ব রেল। ইতিমধ্যেই শক্তিগড়, ভেদিয়া, তিনপাহাড় এবং

পূর্ব রেল

অভয়পুরের মতো কয়েকটি স্টেশনে সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগ নতুন এই প্রযুক্তি বসিয়েছে বলে পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

যাত্রিবাহী এবং পণ্যবাহী— দু'ধরনের ট্রেনেরই গড় গতি বাড়ানোর পরিকল্পনায় ভারতীয় রেল বোর্ড 'মিশন রফতার' নামে বিশেষ উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিল। তা ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী নিজেই 'গতিমান ভারত' প্রকল্পের আওতায় বন্দে ভারত এবং তেজসের মতো সেমি-হাইস্পিড ট্রেন ও বুলেট ট্রেনের মতো হাইস্পিড ট্রেন চালানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রুটে ১০২টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলছে। তবে রেল বোর্ডের সদস্যরা বিলক্ষণ জানেন, ট্রেনের গতি বাড়াতে শুধু শক্তিশালী ইঞ্জিন কিংবা গতির সঙ্গে তাল মেলানোর মতো কোচ হলেই হবে না, অন্য আরও কিছু পরিকাঠামোগত উন্নতির প্রয়োজন। মজবুত ট্র্যাক সেগুলোর অন্যতম। তারই পাশাপাশি রয়েছে পয়েন্ট ব্যবস্থার পরিবর্তনও। যে জায়গা দিয়ে ট্রেন একটি লাইন থেকে অন্য লাইনে জায়গা পরিবর্তন করে, সেটাই হলো পয়েন্ট। ওই পয়েন্ট ব্যবস্থাকেই আরও কার্যকর করতে বসানো শুরু হয়েছে থিক ওয়েব সুইচ (টিডব্লিউএস) পয়েন্ট মেশিন। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত গতির ট্রেন অনেকটাই মসৃণ ভাবে একটি লাইন থেকে অন্য লাইনে চলে যেতে পারবে।

লেভেল ক্রসিংয়ে বিভ্রাট এড়াতে রেলে 'আইপিএস'

এই সময়: ভারতীয় রেলেও এবার আইপিএস! তবে এই আইপিএস কোনও পুলিশ কর্তা নন। রেলের গেট সিগন্যাল পোস্টে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ জারি রাখতে পূর্ব রেল যে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে, তারই নাম ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই বা আইপিএস।

খড়দহ স্টেশনের বাইরে লেভেল ক্রসিংয়ে দুর্ঘটনার পর কিছুটা নড়েচড়ে বসতে দেখা গিয়েছে পূর্ব রেলকে। ট্রেন ঢোকার খবর পেয়ে যখন বুম গেট নামিয়ে আনা হচ্ছে, সেই সময়েই একদিকের গেটের নীচ দিয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের উপরে চলে এসেছিল একটি গাড়ি। সেই গাড়িকে ধাক্কা মেরেছিল ডাউন হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস। আরও একটি গাড়ি গেট গলে লেভেল ক্রসিংয়ে উঠে এলেও ভাগ্যক্রমে সেটি দুর্ঘটনায় পড়েনি।

হাওড়া-বর্ধমান মেন

সেই ঘটনার পরেই পূর্ব রেল প্রথমে নির্দিষ্ট কয়েকটি লেভেল ক্রসিংকে চিহ্নিত করে সেখানে বুম গেটের পরিবর্তে স্লাইডিং গেট বসানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল। এবার সংস্থার পরিকল্পনা লেভেল ক্রসিং সিগন্যালে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এমনটা হলে যে কোনও পরিস্থিতিতেই লোকো পাইলটরা বুঝতে পারবেন লেভেল ক্রসিংয়ে সিগন্যাল কী অবস্থায় রয়েছে।

পূর্ব রেলের সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা জানাচ্ছেন, লেভের ক্রসিং গেটগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে থাকে। সেই কারণেই লেভেল ক্রসিংয়ের সিগন্যাল গেট স্টেশনের সিগন্যাল-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাই হাই টেনশন ওভারহেড পাওয়ারের বদলে স্থানীয় কোনও জায়গা থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে লেভেল ক্রসিং সিগন্যাল চালু রাখতে হয়। সুতরাং, স্থানীয় স্তরে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হলে লেভেল ক্রসিং সিগন্যালে সমস্যার ঝুঁকি থেকেই যায়।

এই সমস্যারই সমাধান করতে পূর্ব রেল আইপিএস-ব্যবস্থা চালু করেছে বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনের বৈঁচি স্টেশনের ২৫/সি নম্বর গেটে একটি মিনি আইপিএস বসানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, পূর্ব রেলের অত্যন্ত ব্যস্ত এই সেকশনে নতুন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরবরাহ ছাড়াই বিদ্যুৎ জোগান দিয়ে লেভেল ক্রসিং সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা সফল হলে ক্রমশ বাকি লেভেল ক্রসিংয়েও এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের এই যন্ত্রই সচল রাখবে লেভেল ক্রসিং সিগন্যালকে —এই সময়

স্থানীয় স্তরে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট হলে লেভেল ক্রসিং সিগন্যালে সমস্যার ঝুঁকি থেকেই যায়। নতুন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরবরাহ ছাড়াই বিদ্যুৎ জোগান দিয়ে লেভেল ক্রসিং সিগন্যাল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

সমবায়ে জয় পেল তৃণমূল

এই সময়, নিমতৌড়ি: উত্তর সোনামুই গ্রামের নিমতৌড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির ভোটে সব আসনে জয় পেল তৃণমূল। রবিবার এই সমবায় সমিতির পরিচালন সমিতির ৮টি আসনে ভোট হয়। আটটিতেই প্রার্থী দিয়েছিল তৃণমূল ও বিজেপি, সিপিএম ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

পঞ্চায়েত ভোটে উত্তর সোনামুই গ্রাম পঞ্চায়েতে জয় পায় বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনেও এই বুথে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে। ফলে সমবায়ের সব আসনে জয় পেয়ে খুশি ঘাসফুল শিবির ব্লক তৃণমূল নেতা সোমনাথ বেরা বলেন, 'ভুল বুঝে পঞ্চায়েত ভোটে এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দিলেও সমবায় নির্বাচনে সেই ভুল সংশোধন করে নিয়েছেন।'

দীপাবলির টুনি বাল্বের মতো ঝুলছে সৌর-বিদ্যুতের চেন!

বন্ধ হাতির হামলা ■ পুরস্কৃত পানাবাড়ি গ্রাম

এই সময়, আলিপুরদুয়ার: গ্রামের নাম পানবাড়ি। আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের প্রত্যন্ত জনপদ। গ্রামের চারিদিকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল। দিনে লোকালয়ে, রাতে চাষের জমিতে হাতির হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে এক সময়ে গ্রামের চারশো পরিবার অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাড়িঘর আর ফসলের ক্ষতি তো ছিলই, সঙ্গে ঘটছিল প্রাণহানিও। বনদপ্তরের টোটকায় নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে পানবাড়ি। কী সেই টোটকা?

বনদপ্তরের উদ্যোগে গ্রামের চার কিলোমিটার ব্যাসার্ধ জুড়ে লাগানো হয়েছে সৌর বিদ্যুতের ঝুলন্ত বৈদ্যুতিন তার। তাতেই বাজিমাত! পানবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য

আলিপুরদুয়ার

বিশ্বজিৎ কেরকেট্টা বলেন, 'ওই ঝুলন্ত বেড়া চালু হওয়ার পরে গত পাঁচ মাসে গ্রামের দিকে ঘুরেও তাকায়নি হাতির দল। এলেও বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে ফিরে গিয়েছে। রাজ্য সরকার আমাদের কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। খুব ভালো লাগছে।'

লোকালয়ে বন্যপ্রাণীদের হামলা ঠেকাতে এতদিন পর পর ছ'ফুট লোহার খুঁটি পুঁতে আড়াআড়ি তার জড়িয়ে তৈরি হতো বৈদ্যুতিন বেড়া। দেখা গিয়েছে, বন্যপ্রাণীদের মধ্যে অসম্ভব চালাক বুনো হাতিরা কিছুদিন ওই বেড়ার ধারেকাছে এসে পিছু হটেছে। কয়েক দিন লক্ষ্য করার পরে হাতির পাল কলাগাছ এনে তারের উপরে ফেলে দিয়েছে। শর্ট সার্কিটের কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ায় ওই তার ছিঁড়ে অনায়াসে ফের গ্রামে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। তাতে রাজ্যজুড়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বনদপ্তরের।

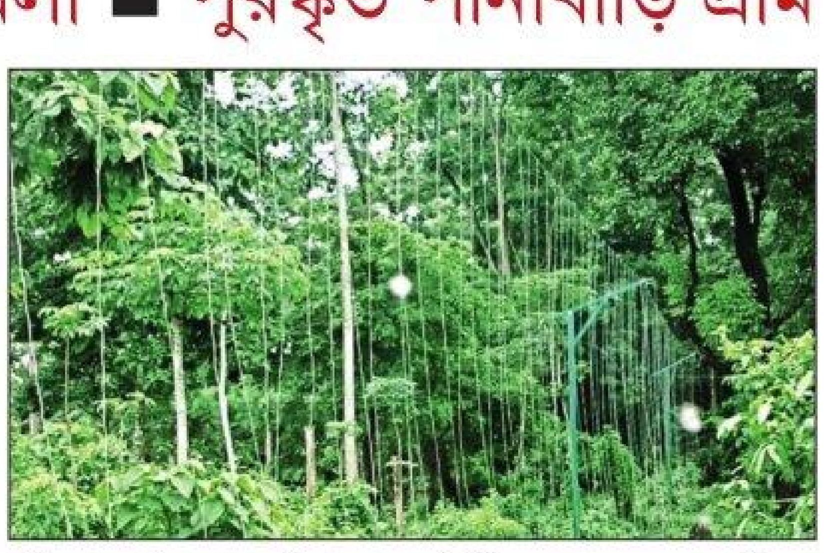

হাতির হামলা ঠেকাতে পানবাড়ি গ্রামে ঝুলন্ত সৌর বিদ্যুতের তার —এই সময়

কিন্তু পানবাড়ি গ্রামে যে সৌর বিদ্যুৎ পরিবাহী ঝুলন্ত বেড়া লাগানো হয়েছে, তা অনেকটা পর্দার মতো। দীপাবলির সময়ে বড় বড় বাড়িতে যে ভাবে উপর থেকে টুনি বাল্বের চেন ঝোলানো থাকে, অনেকটা সেই রকম। বিদ্যুৎ পরিবাহী ঝোলানো তার হাতির দল কিছুতেই ছিঁড়তে পারছে না। কারণ প্রতিটি ঝোলানো তারের মাঝখানে মাত্র ছ'ইঞ্চি ফাঁক রাখা হয়েছে। ওই ফাঁক গলে হাতিরা যখনই পানবাড়ি গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করছে, তখনই বিদ্যুতের ছোবল খেয়ে পিছু হটছে তারা। উপর থেকে শক্ত বাঁধনে তার ঝুলিয়ে দেওয়ায় তা ছিঁড়তে পারছে না।

গত বছরের গোড়ায় হাতির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প পশ্চিমের তৎকালীন উপক্ষেত্র অধিকর্তা প্রবীণ কাসোয়ানের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শামুকতলা থানার পানবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। সমস্যার কথা শুনে পানবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির লভ্যাংশের টাকায় ওই ঝুলন্ত বৈদ্যুতিন বেড়া তৈরির কাজ শুরু হয়। পানবাড়ির বাসিন্দারা নিজেরা শ্রম দেন। প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা। গ্রামের বাসিন্দাদের এমন উদ্যোগে সম্প্রতি ৭৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে রাজ্য বন দপ্তর। পানবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সভাপতি সুজিত সরকার বলেন, 'এক সময়ে আমরা হাতির অত্যাচারে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরে ওই ঝুলন্ত বৈদ্যুতিন বেড়ার প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা জানালে খানিকটা আশার আলো দেখতে পাই। কারণ, আমাদের হারানোর আর কিছু ছিল না। এখন নতুন জীবন শুরু করেছি।'

ঝুলন্ত সৌর বেড়া মাথায় এল কী করে? পূর্ব রাজাভাতখাওয়ার রেঞ্জ অফিসার নুর ইসলাম বলেন, 'হাতি-মানুষ সংঘাত ঠেকাতে পুরুলিয়ায় দপ্তরের বৈঠকে ওই ঝুলন্ত বৈদ্যুতিন সৌর বেড়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। প্রজেক্টগুলো পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। কিছুদিন পরেই পুরুলিয়া থেকে আমার বদলি হয়ে যায়। এখানকার সমস্যা লক্ষ্য করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ওই পরিকল্পনার কথা বলি। তারপরেই পানবাড়িতে ঝুলন্ত বৈদ্যুতিন বেড়া দেওয়া হয়।'

দু'ঘণ্টা শহর দাপিয়ে জঙ্গলে ফিরল রামলাল

এই সময়, ঝাড়গ্রাম: সাত সকালে ঘুম ভাঙার পরে রামলালকে দেখে চমকে উঠেছিলেন অনেকেই। সারারাত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে ঘোরার পরে রবিবার সকাল ছ'টা নাগাদ দরখুলি-শ্রীরামপুর হয়ে সোজা ঝাড়গ্রাম শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। তাকে দেখে তখন পিছু নিয়েছে কয়েক'শো মানুষ। অনেকে আবার বাড়ির ছাদ থেকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রামলালের সঙ্গে সেলফি তুলতে শুরু করেছেন। কয়েকজন আবার তার লেজ ধরে টানাটানি করতে শুরু করে। হাতির পিছনেই

ঝাড়গ্রাম

ছিল বনদপ্তরের 'ঐরাবত' গাড়ি এবং বাঁন্দরভুলার বিট অফিসার। শহরের মধ্যে হাতি ঢুকে পড়ায় ততক্ষণে আসরে নেমে পড়েছেন ঝাড়গ্রাম বনবিভাগের ডিএফও উমর ইমাম। হাতিকে উত্যক্ত না করার জন্য নিষেধ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর কথায় কান দেননি কেউ-ই। এ দিন প্রায় দু'ঘণ্টা শহরে ঘুরে বেড়ালেও দাঁতাল হাতিটি তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি। শুধুমাত্র বেনাগেড়িয়া এলাকায় একটি দোকানে শুঁড় ঢুকিয়ে কিছু চাল সাবাড় করেছে সে।

বনকর্মীদের অনুমান, গ্রামের লোকজনই হাতিটিকে তাড়া করে শহরের দিকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এ দিন শ্রীরামপুরের দিক থেকে রামলাল বেনাগেড়িয়া হয়ে পৌঁছে যায় ফণী মোড়ের কাছে। তারপর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসের রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে একেবারে সোজা চলে যায় কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ডের রাস্তায়। সেখান থেকে একটি কালভার্ট পেরিয়ে ঢোকে তরুছায়ার মোড়ে। অনেকে তাকে জ্বালাতন করলেও শান্ত স্বভাবের রামলাল 'কুছ পরোয়া' না করেই দুলকি চালে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে। সত্যবানপল্লি হয়ে সেরিকালচার দপ্তরের পাঁচিল ভেঙে বাগানে ঢুকে পড়ে। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ থেকে রামলাল অন্য দিকের পাঁচিল ভেঙে পুরাতন ঝাড়গ্রাম শহরের কাটাবাড়ি এলাকায় হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে চলে আসে। একলব্য স্কুলের পাশ দিয়ে পিচ রাস্তা পেরিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে চুয়াড়বনে। তারপর কলাবনির জঙ্গলে চলে যায় রামলাল। তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল আটটা। বুনো হাতিকে 'সেফ প্যাসেজ' দিয়ে রাস্তা পার করে জঙ্গলে ঢোকানোর পর কার্যত হাফ ছেড়ে বাঁচেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম। তিনি বলেন, 'শহরের মধ্যে হাতি ঢুকে পড়েছিল। তাকে সুরক্ষিত ভাবে শহরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। হাতিটি শহরের মধ্যে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি করেনি। শান্ত মেজাজের রামলালকে উত্যক্ত না করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করেছি।'

ঝাড়গ্রাম শহরে ঢুকে পড়া দাঁতালকে নজরে রাখতে বনদপ্তরের 'ঐরাবত' গাড়ি -এই সময়

ঝ টি তি

ইন্ডিয়া সিমেন্টস নিল আল্ট্রাটেক

■ এই সময়: আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট ইন্ডিয়া সিমেন্টসের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করছে। রবিবার ইন্ডিয়া সিমেন্টসের প্রোমোটার ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে সংস্থার ৩২.৭২% কেনার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এর ফলে ইন্ডিয়া সিমেন্টসের ৫৫% অংশীদারিত্ব আল্ট্রাটেকের হাতে আসবে। গত মাসে শেয়ার প্রতি ২৬৮ টাকা দরে ইন্ডিয়া সিমেন্টসের ২২.৭৭% অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করেছিল আল্ট্রাটেক। তার পরেই আল্ট্রাটেকের প্রোমোটার প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট এন শ্রীনিবাসন ও তাঁর সহযোগীরা ইন্ডিয়া সিমেন্টসে তাঁদের হাতে থাকা অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে আল্ট্রাটেককে প্রস্তাব দেয়। তাঁদের থেকে সংস্থার ৩২.৭২% অংশীদারিত্ব ৩,৯৫৪ কোটি টাকায় কিনবে বলে আল্ট্রাটেক এ দিন জানিয়েছে।

বাড়ল শহরের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন

■ এই সময়: চলতি বছরের জুন মাসে বৃহত্তর কলকাতায় ৪,২৯২টি ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। যা গত বছরের জুনের তুলনায় ২৫% বেশি বলে রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশনস অ্যান্ড স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে পাওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে সম্পত্তি উপদেষ্টা সংস্থা নাইট ফ্র্যাঙ্ক ইন্ডিয়া। মোট রেজিস্ট্রেশনের সিংহভাগ ১,০০০ বর্গফুটের মধ্যে। ২০২১ সালের জুলাইতে রাজ্যে স্ট্যাম্প ডিউটিতে রিবেট চালু হওয়ার পর থেকে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত কলকাতা ও তার সন্নিহিত এলাকায় ১,৪০,৩৫৮টি ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। তবে জুলাই থেকে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় আর নেই।

রিটার্নে ভুল তথ্য থাকলে পড়তে হবে শাস্তির মুখে

এআই

এই সময়: আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়ে মিথ্যে খরচ দেখিয়ে অন্যায্য ক্লেম দাবি করা, আয়ের অঙ্ক কমিয়ে দেখানো বা ভুল তথ্য দিয়ে অতিরিক্ত করছাড়া দাবি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রিটার্ন জমাকারীদের এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে আয়কর দপ্তর। এর ফলে রিফান্ড ইস্যুর ক্ষেত্রে দেরি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। সমস্ত ধরনের করদাতাদের জন্য ২০২৪-২৫ অ্যাসেসমেন্ট বর্ষের রিটার্ন ফাইলের শেষ দিন ৩১ জুলাই। কেন্দ্রের তরফে তা বাড়ানোর কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

আয়কর দপ্তর এবং তার প্রশাসনিক শাখা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি) বা কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৬ জুলাই পর্যন্ত পাঁচ কোটির বেশি রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে।

রিটার্ন জমাকারীদের উদ্দেশে সম্প্রতি দেওয়া এক বার্তায় আয়কর দপ্তর সময়ে রিফান্ড পেতে সঠিক ভাবে রিটার্ন দাখিল করতে বলেছে। বিবৃতিতে দপ্তর জানিয়েছে, রিটার্ন জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জমাকারীর সমস্ত নথি যাচাই করে দেখা হয়, যে কারণে রিফান্ড পেতে দেরি হতে পারে। সঠিক তথ্য দিয়ে রিটার্ন দাখিল করলে দ্রুত রিফান্ড পাওয়া সম্ভব। নথিতে কোনও সমস্যা থাকলে তা ভালো করে যাচাই করতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় যেতে পারে। ক্লেম-এ কোনও ভুল-ত্রুটি থাকলে জমাকারীকে ফের রিটার্ন দাখিলের বার্তা পাঠানো হয়।

রিটার্ন দাখিলকারী করদাতাদের উৎসমুখ কর বা ট্যাক্স ডিডাকটেড অ্যাট সোর্সের (টিডিএস) ভুল তথ্য দেওয়া, আয় কমিয়ে দেখানো, করছাড়ের অঙ্ক বাড়িয়ে দেখানো এবং খরচের মিথ্যা ক্লেম করতে নিষেধ করা হয়েছে। করদাতাদের ক্লেম 'সঠিক এবং যথাযথ' হতে হবে বলে আয়কর দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

মিথ্যা বা জাল রিটার্ন দাখিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে আয়কর দপ্তর।

আয়কর আইনের যে সমস্ত ধারায় করছাড় পাওয়া যায়, কর কমানোর জন্য করদাতারা পুরোনো রেজ়িমে সেই সমস্ত ধারাতেই করছাড়ের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু, যাঁরা নতুন রেজ়িম বেছেছেন, তাঁরা করছাড় পেলেও আয়কর আইনের বিভিন্ন ধারায় ছাড়ের আবেদন করতে পারবেন না।

সম্প্রতি সংবাদসংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিবিডিটি-র চেয়ারম্যান রবি আগরওয়াল জানিয়েছেন, এ বছর এখন পর্যন্ত যত রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার ৬৬ শতাংশের বেশি নতুন রেজ়িম বেছেছেন। এর ফলে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা সহজ এবং উন্নত করতে সরকারের সুবিধা হবে।

কোনও করদাতার রিফান্ড পেতে দেরি হলে তাঁকে আয়কর দপ্তরের তরফে এ বিষয়ে কোনও বার্তা পাঠানো হয়েছে কি না তা ই-ফাইলিং অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখতে বলা হয়েছে। যদি আয়কর দপ্তর কোনও বার্তা পাঠিয়ে

বার্তা আয়কর বিভাগের

থাকে তা হলে 'পেন্ডিং অ্যাকশন অ্যান্ড ওয়ার্কলিস্ট সেকশন'-এ গিয়ে তার জবাব দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে।

চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে রিটার্ন দাখিলের পর রিফান্ড দেওয়ার সময়সীমা বর্তমান ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিন করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সে প্রসঙ্গে আগরওয়াল বলেন, 'সমস্ত রিটার্নের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। যে ক্ষেত্রে আয়কর দপ্তরের থেকে ডিমান্ড নোটিশ পাঠানো হয়েছে বা নথি যাচাইয়ের পর ডিমান্ড নোটিশ পাঠানোর প্রয়োজন মনে হবে সে ক্ষেত্রে বেশি সময় লাগবে।'

ভারতেই আইপ্যাড বানাতে চায় অ্যাপল

এই সময়: অ্যাপলের আইপ্যাড ভারতে অ্যাসেম্বল করার পরিকল্পনা করছে। একাধিক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তাইওয়ানের চুক্তিভিত্তিক নির্মাতা সংস্থাটি তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমবুদুরের কারখানায় আইপ্যাড অ্যাসেম্বলিং শুরু করতে পারে। সেটা হলে ভারতে অ্যাপলের বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন দ্রুত সম্প্রসারিত হবে।

ফক্সকন ও অ্যাপলের বাকি চুক্তিভিত্তিক নির্মাতা সংস্থা তাদের ভারতের কারখানায় এখন শুধু আইফোন অ্যাসেম্বল করে। এক সূত্র বলেন, 'তামিলনাড়ুর কারখানায় অ্যাপলের আইপ্যাড অ্যাসেম্বল করার বিষয়টি ফক্সকন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে।'

বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল দ্বিতীয় এক সূত্র বলেন, 'এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গেও কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'ভারতে এখনও পর্যন্ত অ্যাপল ও ফক্সকনের অভিজ্ঞতা খুব ভালো এবং তারা সর্বশক্তি নিয়ে আসছে। তারা এখনও পর্যন্ত যা উৎপাদন করেছেন, আগামী কয়েক বছরে তার দ্বিগুণ তারা করবে।

মন্থর চাহিদায় ঝাঁপ বন্ধ করছে রিটেল চেনগুলি

এই সময়: ক্রেতাদের মধ্যে ভোগব্যয় প্রবণতা কমে যাওয়ার কারণে ব্যবসা মার খাচ্ছে রিলায়েন্স রিটেল, শপার্স স্টপ এবং স্পেনসার'স রিটেলের মতো বড় রিটেল চেনগুলি। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বিপণিগুলিতে ক্রেতাদের ভিড় না হওয়ায় এবং সর্বোপরি বিক্রি কমে যাওয়ার কারণে যে বাজারগুলিতে মুনাফা হচ্ছে না সেখানে ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, এর ফলে বাজার থেকে দেনা এবং খরচের উপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ জারি করতে হচ্ছে সংস্থাগুলিকে।

দেড় বছরের বেশি সময় ধরে দেশের বড় রিটেল চেনগুলির বিক্রিবাটায় মন্দা দেখছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা নির্বাচন এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাপপ্রবাহের কারণে আরও জটিল হয়েছে পরিস্থিতি। গত তিন মাস তলানিতে এসে ঠেকেছে রিটেল চেনগুলির বিক্রি। কোভিড পরবর্তী সময়ে রিভেঞ্জ শপিং-এর সুযোগ নিতে যে সমস্ত সংস্থা দ্রুত বহু বিপণি খুলে ফেলেছিল, এখন সেই সংস্থাগুলি তাদের নেটওয়ার্কে ভারসাম্য আনতে চাইছে। তারই ফল হিসাবে মুনাফা দেয় না এমন বাজারে বিপণি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তারা।

ভারতের বৃহত্তম রিটেল সংস্থা রিলায়েন্স রিটেল জুন পর্যন্ত গত তিন মাসে গোটা দেশে ২৪৯টি বিপণি বন্ধ করেছে। ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ধীরে চলো নীতি নিয়েছে সংস্থাটি। এপ্রিল-জুন পর্বে ৩৩১টি নতুন বিপণি খুলেছে সংস্থাটি। অথচ, তার আগে ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রতি ত্রৈমাসিকে ৪৭০-৮০০টি বিপণি খুলেছিল রিলায়েন্স রিটেল। গত তিন মাসে নতুন বিপণি খোলা এবং বিপণি বন্ধ করে দেওয়ার সংখ্যা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে মাত্র ৮২টি নতুন বিপণি খুলেছে রিলায়েন্স রিটেল ব্যবসা। যা গত ১৫টি ত্রৈমাসিকের মধ্যে সব থেকে কম।

ব্যবসা মার খাওয়ার কারণে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত থেকে নিজেদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পেনসার'স রিটেল। ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় তাদের ৪৯টি বিপণি বন্ধ করে দিয়েছে সংস্থাটি। এর ফলে বার্ষিক ৪৭০ কোটি টাকার আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলেও মুনাফার অঙ্ক বাড়বে বলেই আশাবাদী সংস্থাটি।

গত সপ্তাহে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে

অলাভজনক বাজার

আলোচনার সময় শপার্স স্টপের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার কবীন্দ্র মিশ্র জানান, নিয়মের গেরো এবং অন্যান্য কারণে চলতি অর্থবর্ষে তাদের নতুন কিছু বিপণি খোলার যে পরিকল্পনা ছিল তা পিছিয়ে দিতে হবে। চাহিদায় মন্দার কারণে ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশে ১০০ কোটি টাকার ঋণ নেবে শপার্স স্টপ। চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসে তাদের ২২টি বিপণি বন্ধ করে দিয়েছে ভি-মার্ট রিটেল।

ক্রেতা চাহিদায় ধারাবাহিক মন্দার কারণে প্যান্টালুনস, স্পেনসার'স রিটেল এবং নেটার'স বিপণি গত অর্থবর্ষে নতুন বিপণি খোলার তুলনায় বেশি বিপণি বন্ধ করে দিয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে নতুন বিপণি খোলার বদলে পুরোনো বিপণি বন্ধের সংখ্যা অনেক বেশি ভি-মার্ট রিটেল, ডব্লিউ, অরেলিয়া এবং টাইটান আই প্লাস-এর।

ইস্পাত ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগের আশায় কেন্দ্র

এই সময়: ভারতে স্পেশ্যালিটি স্টিল উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় রাউন্ডের উৎপাদন ভিত্তিক ইনসেনটিভ প্রকল্প (পিএলআই)-এর পক্ষে কেন্দ্র। শনিবার কলকাতায় ভারত চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত সচিব নগেন্দ্র নাথ সিনহা।

তিনি বলেন, 'ভারতে ইস্পাতের চাহিদা বছরে ১০% হারে বাড়ছে। বর্তমান পিএলআই প্রকল্পে ২৫টি ভার্টিকালে মোট ৫৭টি মউ সই হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৯,৫০০ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে।'

ভারতে ইস্পাত উৎপাদনে কার্বন নির্গমন দ্রুত কমানোর প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতে শিল্প ক্ষেত্রে যে কার্বন নির্গমন হয়, তার ১২% হয় ইস্পাত শিল্প থেকে।

কার্বন নির্গমনের সমস্যা দূর করতে ইস্পাত উৎপাদনে কয়লার বদলে হাইড্রোজেন জ্বালানি-ভিত্তিক ডিআরআই ইউনিট গড়ে তোলার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি কনসর্টিয়াম তৈরি করা হবে, যেখানে

পিএলআই প্রকল্প

সরকারের প্রতিনিধিত্বও থাকবে বলে সিনহা জানিয়েছেন। তবে হাইড্রোজেন জ্বালানি এখন খুবই দামি। যদিও সিনহার মতে, সৌরবিদ্যুতের মতো হাইড্রোজেনের উৎপাদন ভারতে বিপুল বাড়লে হাইড্রোজেনের দাম কমবে। তাঁর সংযোজন, 'ভারতে এক সময় প্রতি ইউনিট সৌরবিদ্যুতের দাম ছিল ১৪-১৫ টাকা। এখন তা ২ টাকায় নেমে এসেছে। হাইড্রোজেনের উৎপাদন বিপুল বাড়লে তারও দাম কমবে। কার্বন নির্গমন কমাতে ইস্পাত উৎপাদনে আমাদের হাইড্রোজেন জ্বালানিতে যেতে হবে।'

কেন্দ্রীয় ইস্পাত সচিব জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতে প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদনে আড়াই কিলো কার্বন নির্গমন হয়, যা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের থেকে অনেকটাই বেশি। ভারতে ২০৩০ সালের মধ্যে টন প্রতি ইস্পাত উৎপাদনে কার্বন নির্গমন কমিয়ে ২.১ কিলো করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

ভারত চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট এন. জি. খৈতান চিন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতে বিপুল পরিমাণ ইস্পাত আমদানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

TIMES interact — Connecting People, Connecting Needs.
To book your ad | Logon to: ads.timesgroup.com or Call: 18001205474 (Toll Free) | Scan QR Code

নিয়োগ

নিয়োগ-সিচ্যুয়েশন ভ্যাকেন্ট

প্রশাসন

অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার

LOCATION HEAD KOLKATA
JOB IN New Branchs as Sr. Post. Retd/Expd M/F can apply for Managiral level. High Package. Call:9007182232/6289013290

DESK & ADMINISTRATIVE JOB
REPUTED MNC Required, Retired/VRS/ PSU/ Experience, M/F (AGE:40-65) with Salary+ PF+Medical. M:70447 97255

শূন্যপদ

MANAGERS REQUIRED
JOB in Govt Regd. Financial Co. with Good Salary+PF+ ESI. Fresher, Retired Person M/F both Welcome. M:62893 78324

শিক্ষা

অন্যান্য পেশাদারী কোর্স

CONTACT 8274830691
PALIUM SKILLS offers training on Welding, NDT, Forklift & Boiler with job in India & abroad.

আবাসন শিল্প

বিক্রির জন্য

কলকাতা

2 Floor House FOR SALE at Salt Lake BB Sector-I, South facing, 3.25 katha, 2600 sq.ft. 3 cr. No broker/agent. 9874948678

কেনাকাটা

দেওয়াল ঘড়ি ও ঘড়ি

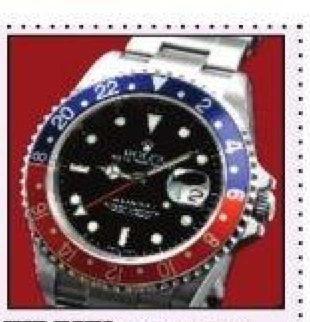

WE BUY Old Watches Rolex, Omega, Hublot, Patek Philippe, AP, Breguet, VC, Jaeger, IWC, Cartier. Vipul: 9619303232

দরপত্র ও নোটিশ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুলের ডাইরেক্টর সৌমিত্র মুখার্জী এন্ড আদারস ওনারা গত ইং ১৯.০৮.১৯ সালে ৬৬৮৮ নং ও ৬৬৯০ নং দলিল মূলে আলিপুর ডি. এস. আর- II অফিসে, মৌজা- পুটখালী হাল ১৩১, ৩৩৯, ৩৪২ নং খতিয়ান ভুক্ত, হাল ৪৮৮ নং দাগে মোট ৮.২৫ শতক জমি শ্রী সমির মণ্ডল, বোনোমালী মণ্ডল, অশোক মন্ডল, উষা মন্ডল, তারক মন্ডল এন্ড আদারস এর নিকট হইতে আমোক্তা নিযুক্ত রঘুনাথ মণ্ডল মহাশয়ের স্বাক্ষরকৃত বেহালা রেজিঃ অফিসে ইং ২৬.০৭.১৯ সালে, ভলিউম ১৬০৭ নং ১৩০৮৩-১৩১২৪ পাতা হইতে ৫৫৯ নং আমোক্তা দলিল মূলে খরিদ করেন, উক্ত জমি নাম পত্তনের জন্যে টি. এম ব্লক বিএল অপরও অফিসে অনবেদন করিয়াছে সকলকে অবগত করিলাম।
Santanu Sanyal
Advocate
Alipore Police Court

কোর্ট বিজ্ঞপ্তি

NOTICE
IN THE COURT OF LEARNED 4th A.D.J. AT HOWRAH
MAT SUIT NO. 226 / 2022
Vickey Jaiswal .....Petitioner/Husband
-Vs-
Sweety Jaiswal .... Respondent/Wife
This is to inform that my client VICKEY JAISWAL, son of Raj Kumar Jaiswal, residing at Ichapur, Kamardanga, H.I.T. Road, P.O.- Satragachi, P.S.- Dasnagar, District Howrah, Pin-711104 being the Petitioner/ Husband filed this Matrimonial Suit under section 13(1)(i-b)/13(1)(i-a) of the Hindu Marriage Act, 1955 against you Sweety Jaiswal W/o Vickey Jaiswal and D/o Raj Kumar Jaiswal residing at 153/2M, A.P.C. Road, "Sumukh Apartment" 2nd Floor, Kolkata-700006 and working at Stones 2 Milestone Edu Services Pvt. Ltd., Attic Space- 4th Floor, 2nd Main Road, Koramangla, 8th block, Kamalaka, Bangalore-560030, you are hereby requested to present /appear in this suit for hearing within 30 (thirty) days from the date of publication of this notice, otherwise it will be heard ex-parte for your non-appearance.
By Order - Sherestader

ব্যক্তিগত

নাম পরিবর্তন

NAME CHANGE

I, SUMOULI Kundu, d/o Lt. Dr. Suraj Kumar Kundu, R/A W2C(R)-1, Phase-V, Flat-9/4, Golf-Green, Kol-95, have sworn an Affidavit No. 40044 dtd. 02.07.24 before the 1st Class Judicial Magistrate 5th court at Alipore declaring that "Sumouli Kundu" & "Sumouli Sen" both are the same & identical person i.e. of myself

I, Dr. Sonali Sinha Roy, daughter of late Dr. P.K.Sinha Roy by faith Hindu, by occupation : Assistant professor, resident of 38 College Road, B Garden, PS : B Garden, Howrah 711103, mother of Somdev Sinha Roy declare that the name of my son has changed from Somdev Mitra to Somdev Sinha Roy vide affidavit no. 45188 sworn by me before the Court of Ld 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 22.07.2024.

আমি, অঙ্কিত মুকেশ কারিয়া, s/o. মুকেশ কারিয়া, 9/3, ব্লক - বি, 1ম তলা, কেদার বোস লেন, হরিশ পার্ক, পিএস- ভবানীপুর, ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- 700025, এখন থেকে অঙ্কিত কারিয়া নামে পরিচিত হবে যেমনটি হলফনামা নম্বরে আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে। হলফনামা নম্বর দেখুন 39977, তারিখ 02-07-2024, অঙ্কিত মুকেশ কারিয়া এবং অঙ্কিত কারিয়া একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

I, Shamima Shahjahan D/O Late AKM Ishaque, wife of Md Shahjahan, In my husband pension documents at PCDA, Prayagraj, wrongly recorded my name as Shamima Begum, do hereby declare that Shamima Shahjahan is the same person vide Affidavit Sworn before 1st Class Judicial Magistrate at Alipore Court dated 09 July 2024 South 24 Parganas.

I Ashok Majumder, Son of Jamini Seal residing at Kalua Madhya Paul Para, Joka, Kolkata(MC), Kolkata- 700104, West Bengal, Shall Henceforth be Known as Ashok Kumar Seal Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 26/07/2024. That Ashok Majumder and Ashok Kumar Seal Both are The Same and One Identical Person.

I, Neeta Dhanuka W/o Ravi kumar Dhanuka residing at 35, Dr Abani Dutta Road, B45 Vindhyachal, Howrah 711106 declare that I am also known as Nita Dhanuka

I, Ankit Mukesh Karia, S/o. Mukesh Karia, residing at 9/3, Block- B, 1st Floor, Kedar Bose Lane, Harish Park, P.S.- Bhawanipore, Bhawanipore, Kolkata, West Bengal- 700025, shall henceforth be known as Ankit Karia as declared before THE LEARNED FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE, vide affidavit no. 39977, dated 02-07-2024, Ankit Mukesh Karia and Ankit Karia are same and identical person.

I Pradip Ghosh (new name) & Pradeep/Pradip Kumar Ghosh s/o Kamal Kumar Ghosh (at 132 swinhoelane - 700042)both are same & one identical person,vide an affidavit dated 13/6/2024 ,at Alipur court by notary.

I Moumita Majumder , Daughter of Ashok Kumar Seal residing at Upahar Apartment-1, Room No-4C, Garia Main Road, Kolkata- 700084, West Bengal, Shall Henceforth be Known as Moumita seal Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 26/07/2024. That Moumita Majumder and Moumita seal Both are The Same and One Identical Person.

I, Aditi Singh Agarwal (Old Name),Wife Of Anshu Agarwal, residing At 12N, Block-A,New Alipore, PO-New Alipore, Kolkata - 700053,West Bengal shall henceforth be known as Aditi Singh (New Name), vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 25/07/2024.That Aditi Singh Agarwal and Aditi Singh both are the same and one identical person.

I Pinky Singhania, Wife of Gautam singhania residing at Rosedale Complex, Flat No-6C, Tower-4, Rajarhat, North 24 Parganas, Pin- 700160, West Bengal, Shall Henceforth be Known as Pinky Gautam Singhania Vide An Affidavit Sworn Before The Notary Public at Kolkata on 15/07/2024. That Pinky Singhania and Pinky Gautam Singhania Both are The Same and One Identical Person.

হারানো ও প্রাপ্তি

LATE, Mr. Vicky Shaw has misplaced SBI LIFE POLICY NO.2B574181602, 2B518779708. In case an yone finds it please contact his wife Suman Shaw @ 9874652707

TIMES interact
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন
9836901018
9830131661

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Notice Inviting e-Tender
NO. WBIW/EE/KCD-IV/e-NIT-05e/2024-25
Tender Id- 2024_IWD_721400_1 to 20 of Executive Engineer, Kangsabati Canals Division No:-IV, invites online tender for 20 (Twenty) Nos. of work under Chargeable Head "AS PER AVAILABILITY OF FUND" within the District, Paschim Medinipur. Amount Put to Tender Rs. 38536.00. to Rs. 504316.00. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website: www.wbiwd.gov.in http://etender.wb.nic.in (Direct Site). Last date of submission of Bid is 12.08.2024 upto 16.00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Kangsabati Canal Division No.:-IV, Bidhannagar, Midnapore, Paschim Medinipur, Irrigation & Waterways Directorate.
ICA-T12650(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Directorate of Vocational Education & Training
Karigari Bhawan,
Notice Inviting e - Tender
e-Tender for engagement of Inspecting Staff, Data Entry Operator, Cashier and Gr. D Staff of R.O of DVET, WB through Agencies for servicing Regional Offices of DVET, WB for one year w.e.f. date of issuance of work order extendable for another one (1) year on satisfactory performance under tender ID: 2024_DTET_721918_1 Detail NITs are available at www.wbtenders.gov.in and may be downloaded from 12:00 noon on 29.07.2024. Sd/- Director, DVET, W.B.
ICA-T12657(3)/2024

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের চলাচল অব্যাহত থাকবে
আসন্ন পুজা, দীপাবলি, ছট উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে নিম্নলিখিত স্পেশাল ট্রেনগুলির চলাচল তাদের বর্তমান পথ, সময়সূচী, স্টপেজ এবং গঠন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে অব্যাহত থাকবে ঃ- চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ ঃ ● ০৩০০৭ হাওড়া - খাতিপুরা স্পেশাল- ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১ এবং ২৪.১১.২০২৪ (রবিবার) = ০৮ টি ট্রিপ এবং ০৩০০৮ খাতিপুরা - হাওড়া স্পেশাল- ০৮/১০, ১৫/১০, ২২/১০, ২৯/১০, ০৫/১১, ১২/১১, ১৯/১১ এবং ২৬.১১.২০২৪ (মঙ্গলবার) = ০৮ টি ট্রিপ। ● ০৩৫০৯ আসানসোল - খাতিপুরা স্পেশাল- ০১/১০, ০৮/১০, ১৫/১০, ২২/১০, ২৯/১০, ০৫/১১, ১২/১১, ১৯/১১ এবং ২৬.১১.২০২৪ (মঙ্গলবার) = ০৯ টি ট্রিপ এবং ০৩৫১০ খাতিপুরা - আসানসোল স্পেশাল- ০২/১০, ০৯/১০, ১৬/১০, ২৩/১০, ৩০/১০, ০৬/১১, ১৩/১১, ২০/১১ এবং ২৭.১১.২০২৪ (বুধবার) = ০৯ টি ট্রিপ। অন্যান্য সমস্ত নির্দেশাবলী একই থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Dy. C.E.(E)/W.S.(IGWTP), KMC invites e-tender for the following works (Submission of Bid through online).
(1) NIeT No. : KMC/IGWTP/090/24-25, Dt. 25.07.2024
Name of work : Reconditioning of 1.1 KV Grade Switchgear Panel Board at main switch room at Filtration House under 60 MGD WTP, IGWTP; Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ 5,06,839.00; Earnest Money : ₹ 10,500.00; Time of Completion: 35 days; Cost of Tender & Tender documents : NIL;
(2) NIeT No. : KMC/IGWTP/098/24-25, Dt. 25.07.2024
Name of work : Restoration of the Bearing Housing of the High Tension Pump No. 4 at Pressure Station No.-2, IGWTP; Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ 6,44,381.00; Earnest Money : ₹ 13,500.00; Time of Completion : 30 days; Cost of Tender & Tender documents : NIL;
(3) NIeT No. : KMC/IGWTP/100/24-25, Dt. 25.07.2024
Name of work : Refurbishment of the 6.0 KV rated Squirrel Cage Induction Motor No. 2 having bush bearing attachment at Pressure Station No.-1, IGWTP; Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ 8,07,569.00; Earnest Money : ₹ 16,500.00; Time of Completion : 45 days; Cost of Tender & Tender documents : NIL;
(4) NIeT No. : KMC/IGWTP/099/24-25, Dt. 25.07.2024
Name of work : Refurbishment of the bush bearing attached with the HT Pump No. 3 at Pressure Station No.-1, IGWTP; Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ 8,88,342.00; Earnest Money : ₹ 18,000.00; Time of Completion : 50 days; Cost of Tender & Tender documents : NIL; Last date and time of Online Submission of tender : 27.08.2024 upto 1 pm (for Sl. No. 1 to 4); For full and further details, please visit the website https://www.etender.wb.nic.in Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any /all tenders without showing any reason (for Sl. No. 1 to 4).
The Director General (M)/Roads, KMC invites e-tender online in two bid system for following work.
NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-16/2024-25
Name of work : Continuation of Operation of Drum Mix Plant (Mechanical) and other allied work under Asphaltum Goragacha; Estimated Cost : ₹ 9,25,548.00; Earnest Money : ₹ 18,600.00; Period of Completion : 365 days; Last date and time of Submission of Bid : 12.08.2024 (12.00 Noon); Bid opening date for Technical Proposal : 14.08.2024 (1 pm); The bid forms and other details are available on and from 02.08.2024 (5pm) from the website : https://wbtenders.gov.in
303/24-25

WBEIDC
Webel Bhavan , Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No. WEBEL / EOT / W /24-25 / 000001 (RE-TENDER : 2nd Call), Dated 22-07-24
FOT "ANNUAL MAINTENANCE CONTRACT (AMC) OF CCTV SURVEILLANCE SYSTEM AT PARIBESH BHAVAN, SEC-III, SALT LAKE CITY, KOLKATA-700106."
Due date of Submission: 7 Days from Publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact 033- 2357 1706.
ICA-T12660(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-04 of 2024-25
Online percentage premium two-part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M), FAWS-II, EM Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, Name of Work, Estimated amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion, Supply, Delivery and Installation of new submersible pump motor set, auto manual panel and column pipes including other allied works for different DTW based pumping stations in Deulpara & Jetia zone under FAWS scheme., Rs.4,49,197/-, Rs.8,984/- (Balanced amount to determine @ 2% of contract / accepted amount is to be deposited before issuing of order), 14 days. Last date & time of Online Tender submission : 12.08.2024 upto 15.00 Hrs., for details contact the above office or visit both website. (KMDA-300)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T12634(1)/2024

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সুদিপ্ত মণ্ডল, পিতা- সুনীল মণ্ডল, সাং-উত্তর গোবিন্দকাটি, পোঃ- শ্রীধরকাটি, থানা- হিঙ্গলগঞ্জ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, মৌজা- সোলগোহালিয়া, জে.এল- ২৫, এল.আর- ৩৩৯ ও ৮৭১ নং খতিয়ানে ৭৮০ নং দাগে ০৩ কাঠা বা কমবেশি ৪.৯৫ শতক জমি বিগত ২৫/১১/২০১৯ তারিখে ৭৪২৩/২০১৯ নং দলিলে খরিদ করিয়া তাহার নামে বারুইপুর BLRO তে নাম পত্তন করার জন্য আবেদন করিতেছেন। উক্ত সম্পত্তি শ্রীমত্যা সন্ধ্যা দে, স্বামী-মৃত দেবদাস দে মহাশয়া ১৬/০৬/২০১১ তারিখে ৭২২/১১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিল মূলে মালিক তুলসী দাস দে ও সুনীল চাঁদ দে, উভয়ের পিতা- মৃত গৌরহরি দে, মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতে আমমোক্তার লইয়া ২৫/১১/২০১৯ তারিখে আমার মক্কেলের নাম বরাবর ৭৪২৩/২০১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় দলিল করিয়া দেন। এক্ষনে আমার মক্কেলের নামপত্তনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো ব্যক্তির অভিযোগ থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারেন, নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।
Debashis Mondal (Advocate)
Mob.: 9239221517

বিজ্ঞপ্তি
আমাদের মক্কেল একটি সম্পত্তি ক্রয় করতে আগ্রহী যার বর্তমান মালিকগণ: (১) মি. সুরঞ্জন রায়, (২) মি. দেবরঞ্জন রায়, উভয়ই স্বর্গীয় তারাপদ রায়ের পুত্র, (৩) মিসেস রত্না ঘোষ, স্বর্গীয় তারাপদ রায়ের কন্যা, (৪) মি. শম্ভুনাথ রায়, (৫) মি. বিশ্বনাথ রায়, (৬) মি. কাশী নাথ রায়, সবাই স্বর্গীয় বলরাম রায় ও স্বর্গীয় লালিমা রায়ের পুত্র, (৭) মিসেস মমতা রায়, স্বর্গীয় শ্যামল কুমার রায়ের স্ত্রী, (৮) মিসেস ঋণী দত্ত, (৯) মিসেস শ্রাবণী রায়, উভয়ই স্বর্গীয় শান্ত বসুর কন্যা, (১০) মিসেস অনুভা রায়, স্বর্গীয় কাজল কুমার রায়ের স্ত্রী, (১১) মিসেস হৈমন্তী পাল এবং (১২) মিস শ্রাবন্তী রায়, উভয়ই স্বর্গীয় কাজল কুমার রায়ের কন্যা, জমির সমস্ত অংশের পরিমাণ ০২ (দুই) কাটা ০৮ (আট) ছটাক এবং ৩২ (বত্রিশ) বর্গফুটের কমবেশি [বাস্তবিক পরিদর্শনমাফিক পরিমাপ ০২ (দুই) কাটা ১০ (দশ) ছটাক এবং ১৯ (উনিশ) বর্গফুটের কমবেশি], সঙ্গে নির্মাণ, যেটির অবস্থান মিউনিসিপাল প্রেমিসেস নং ২৬সি সুহাশিনী গাঙ্গুলি সরণি [পূর্বতন ২৬সি সাবার্বন স্কুল রোড নামে পরিচিত ছিল], কলকাতা- ৭০০০২৫, পুলিশ স্টেশন ভবানীপুর, ওয়ার্ড নং ৭৩-এর অধীনে এবং কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বোরো ১১ [অ্যাসেসি নং ১১০৭৩২৩০০৬২৪], সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ (এরপর 'উক্ত সম্পত্তি' বলে উল্লেখ করা হবে)
কোনও ব্যক্তি বা কোনও সত্তা বা ব্যাঙ্ক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা আগ্রহ থাকলে আমাদের, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এই তারিখের পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে জানান, যাতে ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
সুপ্রিয় বসু এলএলপি
ঘর নং ৪৮, গ্রাউন্ড ফ্লোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, টেম্পল চেম্বার্স, ৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১,
দূরভাষ: ৮৯১০৮২৫১০৭
ই-মেল: sourav.banerjee@sbalaw.in

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
ESI HOSPITAL ULUBERIA
JADUBERIA, HOWRAH-711316
e-TENDER NOTICE
E-Tender is being invited by the Superintendent ESI Hospital Uluberia, Howrah-711316 for the following: 1. Selection of agency/contractor for supply, installation, testing & commissioning of Semi Mechanized Laundry System at ESI Hospital Uluberia. Bid submission will be starting on 30/07/24. Tender schedule with details terms & conditions will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- SUPERINTENDENT, ESI HOSPITAL ULUBERIA.
ICA-T12669(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-1 of
NIT No: KMDA/EM/SE/EC-I/NIT-04/2024-25
Tender ID-2024_KMDA_715737_1
With reference to above Tender the following change has been made. The last date & time of online Tender submission is extended to 09.08.2024 upto 14:00 hrs., for all other changes regarding this NIT please visit both websites. (KMDA-294)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T12632(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged of e-Tender Notice
No(s). WBFOR/DFOKGP/e-NIT 01_2nd call/ Deer Feed/SP/2024-25
Divisional Forest Officer, Kharagpur Division invites e-Tender from eligible Agencies/Firms/Companies/Suppliers/ Contractors having sufficient credential in similar type of works in c/w supply of deer feed at Hijli animal rescue Centre under Hijli Range. For further details, please contact the Office of the undersigned, at Hijli Co. Operative Society, Kharagpur, Paschim Medinipur. Also visit the website: www.westbengalforest.gov.in, www.wbtenders.gov.in Sd/- Manish Kumar Yadav, WBFS Divisional Forest Officer, Kharagpur Division.
ICA-T12623(2)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/E-M/EE/MD-I/ NIT-03 of 2024-25 (2nd call)
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Mechanical Division-I, E-M Sector, KMDA, 59, Nazrul Park, Ashiwini Nagar, Kolkata-700159, from the eligible agencies, for the work, Name of Work, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, Round-the clock operation and maintenance of Electro-mechanical equipment of Clear Water Pumping Station for 59 MLD WTP under Panihati Municipality for 36(Thirty Six) Months., Rs.63,33,402/-, Rs.1,26,668/-, 36 months from Commencement date of the work. Last date & time of Online Bid submission: 14.08.2024 upto 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-311)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T12644(3)/2024

Before the District Consumer Dispute Redressal Commission Kolkata Unit-3 (South)
E.A No. 8 of 2023
Arising out of CC/188/2020
Shyamal Kumar Goswami
-VS-
Chirag Group of Company
Before the District Consumer Dispute Redressal Commission Kolkata Unit- 3 (South)
1. Shyamal Kumar Goswami, residing at 79C Ramlal Duttu Road, Post Office and Police Station Uttarpara, District- Hooghly, West Bengal- 712232 ....Decree Holder
-VS-
1. Chirag Group of Company, a proprietorship concern represented by its proprietor Kaushik Mandal, having its office at 28/7, Dhakuria Station Road, Police Station Lake, Kolkata 700031 ...Judgement Debtor
Whereas the applicant abovenamed has filed the abovementioned execution case in view of judgment dated 02-11-2022 passed by DCDRC Kolkata Unit 3 and an application under section 71 of the Consumer Protection Act, 2019 for attachment of property has been filed, and the DCDRC Kolkata Unit 3 was pleased to show cause the judgement debtor as to why their property should not be attached.
Now it is hereby notified to the judgement debtor that if they have any objection against the aforesaid attachment may appear either in person or through authorised agent in the aforementioned court on 23-08-2024 at 10.30 a.m. and to file reply to show cause, if any, otherwise the same shall be heard ex-parte.
By Order District Consumer Dispute Redressal Commission Kolkata Unit-3 (South)

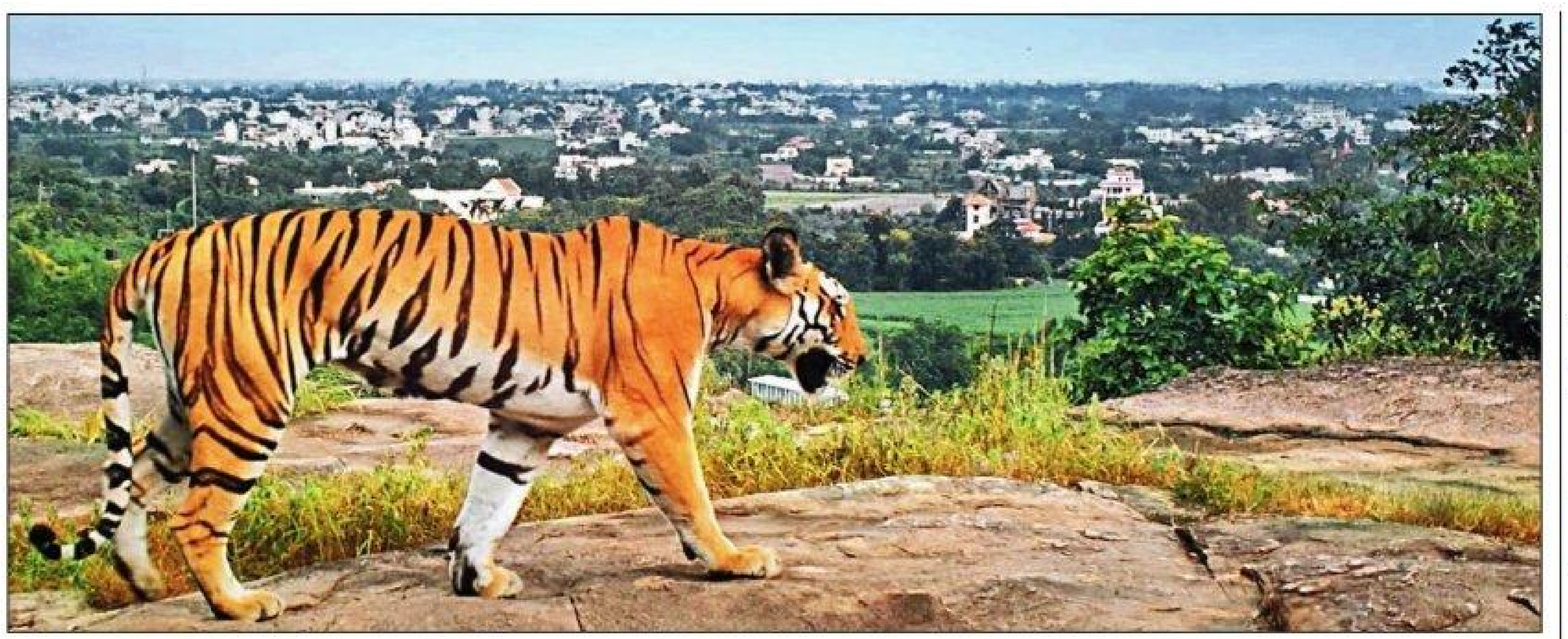

আরবান টাইগার! নিশ্চিন্তে ২৫টি বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে ভোপাল শহরে

সংঘাত নয় মানুষের কাছাকাছি থেকেও, সহাবস্থানে অভ্যস্ত বাঘেরা

শিলাদিত্য সাহা

নবাবদের শহর হাতবদল হয়ে পরিচিতি পেয়েছিল বেগমদের নগর হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিক পরাধীন ভারতে, ১৮১৯-১৯২৬ সময়কালে ব্রিটিশ শাসকদের অনুগত 'প্রিন্সলি স্টেট' ভোপালের রাজগদি দখলে রেখেছিলেন চার বেগম। বলা হয়, বাঘিনীর মতো রাজ্য শাসন করতেন তাঁরা।

শতবর্ষ পেরিয়ে সেই বেগমদের ঠাঁই হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু অধুনা ভোপাল শহরে আবার ফিরেছে বাঘিনীরা। ভোপাল এখন ভারত তথা

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

বিশ্বের একমাত্র মেট্রো সিটি তথা স্টেট ক্যাপিটাল, যার পুরসভা এলাকার চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ ও বাঘিনী। একটা নয়, দুটো নয়, ২৫টা! আর সেই কারণেই নতুন নামকরণ হয়েছে ভোপালের সেই বাঘেদের— আরবান টাইগার।

গল্পকথার মতো হলেও সত্যি, ভোপাল শহরের দক্ষিণের যে অংশ রাতাপানি অভয়ারণ্যের সঙ্গে যুক্ত, সেই এলাকায় এখন ২৫টি আরবান টাইগারের বাস। তারা দিনের বেলায় জঙ্গল ঘেঁষা টিলার ওপরে ঘোরে। রাতে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে নিয়ন-এলইডিতে সাজানো ব্যস্ত কংক্রিটের দুনিয়ার চৌহদ্দিতে। কখনও তাদের দেখা যায় ভোপালের জাগরণ ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাছে। কখনও আবার তারা রাস্তা, নালা পেরিয়ে চলে যায় বেশ কিছুটা দূরের বাল্মীকা ইনস্টিটিউটে, যেখানে তাদের আরও একটি আবাস (স্যাটেলাইট হ্যাবিট্যাট) রয়েছে। শহরের চারপাশে বাঘের আনাগোনা হয় রোজ, তবে সেটা নিয়ে আতঙ্ক নেই ভোপালবাসীর। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, যতদিন বাঘ আছে, শহর সংলগ্ন জঙ্গলটা থেকে যাবে। বসতি এলাকার ২০ কিলোমিটারের মধ্যেই রাতাপানি অভয়ারণ্য, ফলে বাঘেদের খাবারের অভাবও হয় না।

কী ভাবে চলছে এই বিস্ময়কর সহাবস্থান? কী ভাবেই বা এড়ানো যাচ্ছে সংঘাত?

ভোপালের শহরে বাঘ নিয়ে ২০১৭ থেকে কাজ করছেন গবেষক দুর্গাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। আরবান টাইগার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। দুর্গাপ্রসাদের কথায়, 'শহরের দক্ষিণে ফরেস্ট প্যাচ এরিয়ায় (ভোপাল-রাতাপানি-খেওনি ল্যান্ডস্কেপ) দিনভর লোকজন মোটরবাইক নিয়ে যায়, দিনমজুররা হেঁটে যায়। ছুটির দিনে বনের পিকনিক স্পটগুলোতেও বিপুল ভিড় হয়। বাঘ সেগুলো দেখে, কিন্তু বেরোয় না। ওরা জানে, বিকেলের পর সব 'শোর' থেমে যাবে। বনকর্মীরা সবাইকে বের করে চেকপোস্ট বন্ধ রাখবে। তখন শুরু হয় বাঘেদের যাওয়া-আসা। মানুষ-বাঘ — কেউ কারও রাস্তা কাটে না। শিকারের জন্য বনে চিতল হরিণ, অ্যান্টিলোপ, বুনো শুয়োর আছে। জঙ্গল ঘেঁষা বসতি এলাকার গবাদি পশুও কখনও কখনও টেনে নেয় বাঘ। সরকার তখন ক্ষতিপূরণ দেয়। মানুষের সঙ্গে সংঘাত হয় না ওদের।' দুর্গাপ্রসাদ জানান, পাগমার্ক ও ক্যামেরা ট্র্যাপের তথ্য বলছে, প্রায় ১৫০ বর্গ কিমি এলাকায় ঘুরে বেড়ায় এই আরবান টাইগাররা।

বাঘ মানিয়ে নেয় এই সহাবস্থান?

ভোপালের ডিএফও অলোক পাঠকের কথায়, 'ভোপাল শহরের মানুষ যতটা অ্যাডাপ্ট করেছে, বাঘ তার থেকে বেশি এই শহরের পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেটা হয়েছে গত তিন প্রজন্ম ধরে। রাতাপানিতে জঙ্গলে অন্তত ৬৬টি বাঘ আছে। এদের মধ্যে এখন শহর ঘেঁষে ৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৫টি বাঘিনী এবং ১৭টি শাবক রয়েছে। শাবকদের মধ্যে ৬টি সাবঅ্যাডাল্ট। ভোপালের দক্ষিণে পুর এলাকার যে অংশ ফরেস্ট কম্পার্টমেন্টের মধ্যে পড়ে, আমরা সেখানে ১৮ কিলোমিটার এলাকায় ১২ ফুট উঁচু ফেন্সিং দিয়ে রেখেছি, যাতে ওরা সরাসরি বসতি এলাকায় ঢুকে না পড়ে। তাতে দু'পক্ষের মধ্যে এই ইউনিক সম্পর্কটা বিগড়ে যাবে।'

ভোপাল টাইগার

শহরের আয়তন প্রায়	বসবাস করেন প্রায়	শহরে বসতি
৩০০ বর্গ কিমি	২৫ লক্ষ নাগরিক	বাড়ছে প্রায় ২.৫% হারে
ভোপালে বাঘ আছে ২৫টি (শাবক-সহ)	তারা ঘোরে ১৫০ বর্গ কিমি এলাকায়	শিকার পায় রাতাপানি স্যাংচুয়ারিতে

উপরে, টিলায় বাঘ। সামনে ভোপাল শহর। রাতের দিকে সেই বাঘই নেমে আসে বসতি এলাকার কাছে। নীচে, ক্যামেরা ট্র্যাপে সেই ছবি — মধ্যপ্রদেশ বনবিভাগ

ঝাড়গ্রামে গড়ে উঠবে নয়া ব্যাঘ্র সাফারি

এই সময়, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলে পর্যটক টানতে ঝাড়গ্রামে তৈরি করা হবে টাইগার সাফারি। রবিবার বৈঠকে এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। এ দিন ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে ইন্ডোর বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, ওয়েস্টবেঙ্গল জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী, মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) বিজয়কুমার সালিমঠ, ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের মেদিনীপুর ডিভিশনাল ম্যানেজার পঙ্কজ সূর্যবংশী।

১৯৮০ সালে ঝাড়গ্রাম শহরের উপকণ্ঠে মিনি জু অর্থাৎ ডিয়ার পার্ক গড়ে তোলা হয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিনি জু-র নাম বদল করে 'জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক' নাম দেন। প্রায় ৩৩ একর জমির ওপর এই পার্কের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়। আনা হয় চিতাবাঘ। পার্কের মধ্যে নিরিবিলি জঙ্গলের পরিবেশ থাকায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সন্তানের জন্ম দেয় এখানকার আবাসিক পশুপাখিরা। যা অন্য পার্কে সচরাচর দেখা যায় না।

গত বছর সেন্ট্রাল জু অথরিটির বিচারে সারা দেশের মধ্যে সেরা চিড়িয়াখানা হিসেবে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল 'জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্ক'। এ বার তাকে নতুন করে ঢেলে সাজার উদ্যোগ নিয়েছে বন দপ্তর। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং বেশ কিছু বড় সাপের এনক্লোজার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ দিন জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কে একটি ফিশিং ক্যাটকে দত্তক নেন বনমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে নানা পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যার ফলে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে ঝাড়গ্রামে। আমি এ দিন একটি ফিশিং ক্যাট দত্তক নিয়েছি।' এই বৈঠকের পর বনমন্ত্রী এবং দপ্তরের কর্তারা শালবনি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলাচটি ভেষজ উদ্যানটিও পরিদর্শন করেন। সেখানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও ইকো টুরিজ্যম নিয়েও আলোচনা হয়।

বেসমেন্ট

▶ প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। কোচিংয়ের পড়ুয়ারা কাঠগড়ায় তুলছেন দিল্লি পুরসভাকে। এক পড়ুয়ার কথায়, 'বৃষ্টি শুরু হওয়ার মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে বেসমেন্ট পুরো জলে ভরে গেল! অধিকাংশ কোচিং সেন্টারেরই লাইব্রেরি বেসমেন্টে, অথচ এখানে নিকাশি ব্যবস্থা বিপর্যস্ত...দিল্লি পুরসভা এতদিন কেন ব্যবস্থা নেয়নি?' রাউ'স কোচিং ইনস্টিটিউটের পড়ুয়ারাই জানান, বেসমেন্টের লাইব্রেরিতে বায়োমেট্রিক সিস্টেম ইনস্টল করা রয়েছে (যা নিয়ম বহির্ভূত)। অর্থাৎ, পড়ুয়াদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভেরিফায়েড না হলে লাইব্রেরির দরজা খুলবে না। জল বাড়তে শুরু করায় বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যায়। ফলে লাইব্রেরির ভিতরে আটকে থাকা পড়ুয়ারা বায়োমেট্রিক সিস্টেমে দরজা খুলতে পারেননি। সময়মতো উদ্ধারকাজ শুরু না হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ত বলে দাবি পড়ুয়াদের।

কিন্তু কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে কী ভাবে কয়েক মিনিটে ১২ ফুট জল জমে গেল, তা বুঝে পাচ্ছে না পুলিশও। সূত্রের খবর, বৃষ্টির সময়ে কোচিংয়ের মেন গেট বন্ধ করা ছিল। জল ঢোকা এড়াতে একটি স্টিলের শেড গেটের গায়ে গার্ড করা ছিল। একটি সূত্রের দাবি, জলের তোড়ে স্টিলের শেড ভেঙে গিয়ে হু হু করে জল বেসমেন্টে ঢোকে। দ্বিতীয় সূত্রের দাবি, একটি গাড়িকে বের করতে বৃষ্টির মধ্যেই কোচিংয়ের গেট খোলা হয়েছিল, আর তাতেই বেসমেন্টে জল ঢুকে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ জানিয়েছেন, কোচিং সেন্টারে থাকা পাম্প চালিয়ে জল বের করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ড্রেন পরিষ্কার না থাকায় ওই জল ব্যাক-ফ্লো করে আবার বেসমেন্টেই ঢুকে আসে।

জানা গিয়েছে, রাজেন্দ্র নগরের কোচিং সেন্টারটি দিল্লির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' (NOC) পেয়েছিল ২০২১-এর অগস্টে। তাতে লেখা ছিল, বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে পার্কিং বা গুদামঘর করা যাবে। চলতি মাসের গোড়ায় কোচিং সেন্টারটি পেয়েছিল দমকলের ছাড়পত্র, বলা ছিল বিল্ডিংয়ের বাই-ল' মেনে বেসমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। বিল্ডিং বাই-ল'তে বলা হয়েছে, বেসমেন্ট অফিস বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হলে পর্যাপ্ত এন্ট্রি এবং এগজিট ওয়ে রাখতে হবে। রাজেন্দ্রনগরের কোচিংয়ের ক্ষেত্রে মাত্র একটা এন্ট্রি এবং এগজিট ছিল। অর্থাৎ, নিয়ম না মেনে চলছিল কোচিং সেন্টার। কোচিংয়ের মালিক অভিষেক গুপ্তা এবং কো-অর্ডিনেটর দেশপাল সিংকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানো, গাফিলতির কারণে মৃত্যুর মতো অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। এদিকে, বিল্ডিং বাই-ল' লঙ্ঘনের অভিযোগে রবিবারই করোল বাগের সাতটি প্রপার্টি ও তিনটি বেসমেন্ট সিল করে দিয়েছে দিল্লি পুরসভা।

তবে নিয়মভঙ্গের অভিযোগের পাশাপাশি দিল্লি পুরসভা এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধেও দানা বেঁধেছে ক্ষোভ। দিল্লির শাসনক্ষমতায় থাকা এবং দিল্লি পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত আম আদমি পার্টি (আপ)-কে কাঠগড়ায় তুলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, ওই এলাকার নিকাশির সমস্যা বহুদিনের। ড্রেন পরিষ্কারের দাবি নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা আপ নেতা দুর্গেশ পাঠকের কাছে একাধিকবার গিয়েছিলেন স্থানীয়রা, কিন্তু কাজ হয়নি। বিধায়ক দুর্গেশ পাঠকের অবশ্য পাল্টা দাবি, দিল্লির নিকাশির দুরবস্থার জন্য বিজেপির ১৫ বছরের 'অপশাসন'ই দায়ী। বিজেপির কাউন্সিলার থাকাকালীন নিকাশির কাজ হয়নি কেন?

দিল্লির বিজেপি সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবের আবার বক্তব্য, 'এটা দুর্ঘটনা নয়, খুন। পড়ুয়ারা দিল্লিতে আসেন তাঁদের ভবিষ্যৎ গড়তে, কিন্তু দুর্নীতির শিকার হতে হয় তাঁদের। সকলের চোখ এড়িয়ে বেসমেন্টে কী ভাবে লাইব্রেরি গড়ে উঠল, তার উত্তর কারও কাছে নেই। আপ শুধু তিহাড় জেলে বন্দি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ওজন আর সুগার লেভেল নিয়ে চিন্তিত!' দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনারও দাবি, 'শহরের নিকাশি ব্যবস্থার কী অবস্থা, ১০ বছর ধরে কী ধরনের অপশাসন চলছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ।' এই ঘটনায় ডিভিশনাল কমিশনারকে মঙ্গলবারের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উপরাজ্যপাল।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে জোট বেঁধে লড়েছিল কংগ্রেস এবং আপ। তবে শনিবারের কোচিং সেন্টারের দুর্ঘটনার জন্য দিল্লির আপ প্রশাসনকেই প্রকারান্তরে বিঁধেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর বক্তব্য, 'দিল্লির বিপজ্জনক নির্মাণ, নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক গাফিলতির মূল্য চোকাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এই দুর্ঘটনা পুরো সিস্টেমের ব্যর্থতা।' দিল্লির কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দ্র যাদব সরাসরিই বলেন, 'দিল্লির আপ প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ!' আপের অস্বস্তি আরও বাড়িয়েছে তাদের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালের বক্তব্য। স্বাতী রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। মৃতদের পরিবারের জন্য এক কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করে স্বাতীরও বক্তব্য, 'এটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এটা খুন। দিল্লির মন্ত্রী এবং মেয়রকে জনতার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

দিল্লির মেয়র শেলি ওবেরয় অবশ্য জানান, পুরসভার কোনও অফিসারের গাফিলতি রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সব কোচিং সেন্টার নিয়ম না মেনে চলছে, সবক'টির বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিল্লির জলমন্ত্রী আতিশিও জানিয়েছেন, দোষী কেউ-ই পার পাবে না।

দহনজ্বালা?

▶ প্রথম পাতার পর

যাওয়ার পর থেকে শীত পর্যন্ত— মোটের উপর নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। তা হলে এই যে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা বাড়ার সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ছে, সেটা কেন? পর্ষদ-চেয়ারম্যান বলেন, 'সূর্যের আলো সাধারণত শর্ট ওয়েভের মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে এবং ভূপৃষ্ঠে ঠিকরে লং ওয়েভে ফিরে যায়। সেই সময়ে বাতাসে ধূলিকণার মাত্রা বেশি হলে আলো যাতায়াতের সময়ে বেশি মাত্রায় প্রতিফলিত হবে, ফলে তাপমাত্রা বাড়তে পারে এবং গরমের অনুভূতিও বাড়বে।' তা ছাড়া এপ্রিল-মে মাসে যেহেতু সে ভাবে বৃষ্টি হয় না এবং জমি শুকনো থাকে, ফলে ধূলিকণা বাতাসে ওড়ার মাত্রাও বেশি থাকে বলে তাঁর পর্যবেক্ষণ।

আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল জিসি দেবনাথের ব্যাখ্যাও অনেকটা এই রকম। তাঁর বক্তব্য, 'তাপমাত্রা বৃদ্ধির পিছনে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার খানিকটা হলেও সম্পর্ক আছে, সেটা অস্বীকার করা যায় না। বাতাসে ধূলিকণা যত বেশি ছড়িয়ে থাকবে, তত বেশি সূর্যের কিরণ তাতে ঠিকরে পড়ার সম্ভাবনা। এই রিপোর্টেও সেটাই দেখা যাচ্ছে। তবে বাতাসের গতিপ্রকৃতি, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোনও জায়গার ভৌগোলিক অবস্থানও তাপমাত্রা হেরফেরের পিছনে বড় কারণ।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও মৌসম ভবনের তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণাটা চালিয়েছে 'ক্লাইমেট ট্রেন্ডস' নামে এই সংগঠন। সংস্থার প্রধান গবেষক পলক বাল্যান আবার বিষয়টিকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর বক্তব্য— 'পিএম ২.৫ এর মাত্রা বিভিন্ন ফ্যাক্টরের মাধ্যমে বদলাতে পারে। এমনও হতে পারে যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ফোটোকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন বাড়তে পারে, যা বাতাসে সেকেন্ডারি পলিউট্যান্টস বা দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থের মাত্রা বাড়াতে পারে। তাই শীতের মতো গরমেও দূষণমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

এ তো গেল এপ্রিল-মে মাসের তাপমাত্রা নিয়ে গবেষণা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন— এ বছরের ২২ জুলাইয়ের গড় উষ্ণতা পৃথিবীর ১ লক্ষ ২৫ হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ছিল। তার পিছনেও কি বাতাসের দূষণ বড় কারণ? বছরের শেষ পর্যন্তও কি এই অসহ্য রেকর্ডভাঙা গরম তাড়া করে বেড়াবে— এটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন!

আমলার স্বপ্ন অধরাই

▶ প্রথম পাতার পর

মূলত নালা-নিকাশির অব্যবস্থা নিয়েই।

একই কথা বলছেন শ্রেয়ার বাবা রাজেন্দ্র যাদবও। আম্বেদকরনগরে নিজের দুধের দোকান বন্ধ করে দিল্লি ছুটে এসেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'একটু বেশি বৃষ্টি হলেই যে কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জল ঢুকছে, এ কথা মেয়ে আগেই আমাদের বলেছিল। কোচিং সেন্টারকে বলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এখন আর সেন্টারের লোকেদের ধরে কী হবে, আমাদের মেয়েটা তো চলেই গেল।' তিন ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় শ্রেয়া বরাবরই ভালো ছিলেন পড়াশোনায়। সুলতানপুরের কমলা নেহরু ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে কৃষিবিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন করার পরেই বাড়িতে ইউপিএসসি ট্রেনিং নেওয়া কথা বলেন শ্রেয়া। টানাটানির সংসার হলেও মেয়েকে না বলেননি রাজেন্দ্র। কষ্ট করেই দিল্লিতে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। অথচ ইনস্টিটিউট তাঁদের দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ত দেয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। শ্রেয়ার কাকা গাজিয়াবাদের বাসিন্দা ধর্মেন্দ্র যাদব টিভিতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। হাসপাতাল তাঁকে শ্রেয়ার বডি দেখায়নি বলেও মিডিয়াকে জানিয়েছেন তিনি।

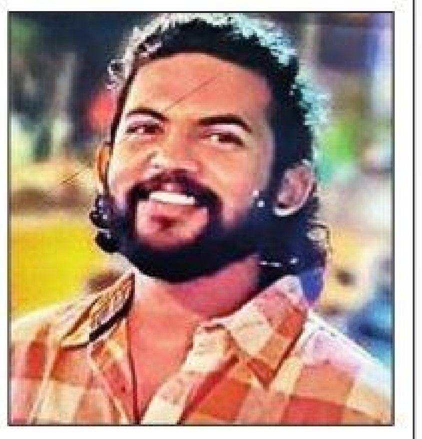

উপর থেকে শ্রেয়া, তানিয়া ও নবীন

সুদূর কেরালা থেকে দিল্লিতে পড়তে যাওয়া ছেলের মৃত্যুশোকে কার্যত ভাষাহীন পরিবার। জানা গিয়েছে, এর্নাকুলামের একেবারেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান নবীন কলেজের পড়া শেষ করে মূলত পিএইচডি করতে দিল্লি এসেছিলেন। প্যাটেলনগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। জেএনইউ-এ ভর্তি হলেও তিনি আদতে আমলা হতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই আইএএস কোচিং সেন্টারে ভর্তি হন তিনি। অন্য দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা আগে, সকাল ১০টা নাগাদ ইনস্টিটিউটে এসেছিলেন নবীন। সেখান থেকে আর ফেরা হলো না।

ডেঙ্গির তুলনায় তিলোত্তমায় ৫ গুণ বেশি ম্যালেরিয়া-রোগী

শ্যামগোপাল রায়

ডেঙ্গির প্রকোপ তো আছেই। সেই সঙ্গে কলকাতায় বাড়ছে ম্যালেরিয়াও। বরং, শহরে এখন ম্যালেরিয়া বাড়ছে ডেঙ্গির চেয়ে অনেকটাই দ্রুত গতিতে।

এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৪ জন। ওই একই সময়ে ম্যালেরিয়ার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৯৫৪ জনের। এমনটাই জানা গিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে। অর্থাৎ, ডেঙ্গির তুলনায় শহরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫ গুণ বেশি। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও। সাধারণ ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়াতেও রোগীর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার নজির এখন বিরল নয়।

কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে অন্তত চারটি ল্যাব এবং ৩০০-র বেশি কালেকশন সেন্টার রয়েছে, এমন একটি প্যাথ ল্যাব চেনের এক কর্তার বক্তব্য, 'ডেঙ্গির তুলনায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা এ বার তুলনায় বেশি। প্রতিদিন ১০০ জনের ম্যালেরিয়া টেস্ট হলে ১০-১২ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসছে।' যদিও পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের অনেকের দাবি, এখনও পর্যন্ত গত বছরের তুলনায় কলকাতায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা এ বছর ৫৬ শতাংশ কম। তবে সে জন্য মশা দমনের কাজে আগামী দিনে কোনও রকম খামতি রাখতে নারাজ পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা। কারণ, অভিজ্ঞতা বলছে, ম্যালেরিয়ার আসল মরশুম মূলত শুরু হয় জুলাই মাসের শেষ দিকে। রোগের প্রকোপ সব চেয়ে বেশি থাকে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফলে, আগামী দিনেও যাতে গত বারের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়, সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তাদের কাছে।

বাসের উপরেও মশার হাত থেকে বাঁচতে ভরসা মশারিই। (নীচে) রোগ থেকে বাঁচতে পথের ধারেও মশারি টাঙিয়ে ঘুম — অর্ণব চক্রবর্তী

ম্যালেরিয়ার বিপদ

বছর	আক্রান্তের সংখ্যা
২০২১	১৪৭৫
২০২২	১১২১
২০২৩	২১৫৮
২০২৪	৯৫৪*

(*১ জানুয়ারি থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত)

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ভবন

পতঙ্গবিদদের অনেকের বক্তব্য, ম্যালেরিয়ার বাহক যে মশা, সেই আনোফিলিস স্টিফেনসাই একতলার চেয়ে উপরের তলায়, ছাদে বেশি জন্মায়। বৃষ্টির জল বেশি পছন্দ করে এই প্রজাতির মশা। ম্যালেরিয়ার মশার লার্ভা তুলনামূলক ভাবে বড় পরিসরে জন্মায়। এবং সেগুলো বেশি আলো থাকা, খোলা জায়গা বেশি পছন্দ করে। তাই, শহরের বিভিন্ন এলাকায়, যেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে বৃষ্টির জল জমে বা জমার সম্ভাবনা থাকে, সেই সব জায়গায় পুরসভার বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। পুরসভা জানাচ্ছে, শহরের সব নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে লাগাতার অভিযানের পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার রোগী কোথাও চিহ্নিত হলে তাঁর উপর নজরদারি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীদের। বাড়ির ছাদে যেমন নজরদারি চালাতে হবে, তেমনই ছাদে থাকা জলাধার ভালো ভাবে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেও পুরকর্মীদের বলা হয়েছে। ম্যালেরিয়া থেকে সুরক্ষিত থাকতে কী কী করণীয়, সে বিষয়ে চলছে প্রচারমূলক কর্মসূচিও। পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ দেবাশিস বিশ্বাস বলছেন, 'যে সব এলাকায় ম্যালেরিয়া-আক্রান্তের সংখ্যা গতবার বেশি ছিল, সেই এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করে বাড়তি নজরদারি শুরু হয়েছে বছরের গোড়া থেকে। আশা করছি, গত বারের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা এ বার কমবে।'

দিঘায় মৃত্যু

এই সময়, দিঘা: দিঘার সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যু হলো এক পর্যটকের। রবিবার বিকেলের ঘটনা। শুক্রবার প্রতিবেশীদের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে যান টিটাগড়ের বাসিন্দা দীপঙ্কর নন্দী (২৮)। এ দিন সি-হক ঘোলা ঘাটের কাছে সমুদ্রে নামেন। খানিকক্ষণ পরেই বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে তলিয়ে যান তিনি। স্থানীয় লোকজন সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করেন। সিভিল ডিফেন্সের সদস্যারা ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালানোর পরে দীপঙ্করকে উদ্ধার করে দিঘা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ নিয়ে এ মাসে মন্দারমণি-শঙ্করপুর ও দিঘায় তলিয়ে মৃত্যু হল পাঁচ জনের। ডিএসপি (ডি অ্যান্ড টি) আবুনুর হোসেন বলেন, 'নজরদারি এড়িয়ে সমুদ্রে নামার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। সৈকতের স্নানের ঘাটগুলিতে নজরদারি চালানো হলেও পর্যটকরা স্নানের ঘাট এড়িয়ে সমুদ্র স্নানে নেমে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন।'

কোন ওষুধ ফ্লাইটে? জারি নয়া নির্দেশিকা

এই সময়: বিমানে ওঠার সময়ে কোনও যাত্রী হ্যান্ড-লাগেজ বা কেবিন-লাগেজে কী কী সামগ্রী নিয়ে যেতে পারবেন ও কী নিয়ে যেতে পারবেন না, তা নিয়ে মাঝেমধ্যেই নির্দেশিকা প্রকাশ করেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সাধারণ ভাবে যাত্রীরা কোনও ওষুধ নিয়ে যেতে চাইলে কেবিন-লাগেজে নিতে পারেন। তবে দুবাইয়ের বিমান ধরার আগে কোন ধরনের ওষুধ বা অন্যান্য সামগ্রী যাত্রীরা সঙ্গে নিতে পারবেন না, তা নিয়ে নতুন নির্দেশিকা জারি হলো। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিটামেথডল, আলফা-মেথিলফেনানিল, কোডক্সিম, ফেন্টানিল, মেথাডোন, অক্সিকোডোন, ট্রিমেপেরিডিন, ফেনোপেরিডিন, ক্যাথিনোন, কোডিইন, অ্যামফেটামিনের মতো ওষুধ দুবাইগামী বিমানে নেওয়া যাবে না। এছাড়া গাছ, সার, মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট, বই, কসমেটিক্স, ওয়্যারলেস ডিভাইস, ই-সিগারেট, অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কসের মতো সামগ্রী কেবিন-লাগেজে নিতে হলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে এবং তার জন্য আলাদা পেমেন্ট করতে হবে। কোকেন, হেরোইন, গাঁজার মতো ড্রাগ, পোস্ত, পান পাতা, হাতির দাঁত বা গন্ডারের শিং, অয়েল পেন্টিং, জাল নোট, বাড়িতে রান্না করা খাবার— এ সবও নেওয়া যাবে না। নিয়ম ভাঙলে আইনি পদক্ষেপ, জরিমানা হতে পারে।

দুবাইগামী উড়ান

মৃত কিশোর

এই সময়: কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মৃত্যু হলো এক কিশোরের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে, হরিদেবপুর থানা এলাকার আইআইএম জোকা ক্যাম্পাসের মধ্যে। মৃতের বয়স ১০ বছর। কিশোরের বাবা ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মী। এ দিন সকাল ১১টা নাগাদ খেলতে যাওয়ার নাম করে কোয়ার্টার থেকে বেরিয়েছিল ওই কিশোর। দুপুর ১২টা নাগাদ কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি পুকুরে তার দেহ ভেসে উঠতে দেখেন স্থানীয়রা। নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে। সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বৈদ্যনাথ দে, পিতা মৃত পাঁচুগোপাল দে ও তাঁর স্ত্রী শর্বানি দে একটি বাস্তুজমি অমর চক্রবর্ত্তী, লিলি চক্রবর্ত্তী, রিনি চক্রবর্ত্তী (মুখার্জ্জী) এর পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং বাসন্তি চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে ক্রয় করেন পরিমান ২ কাঠা ৮ ছটাক, জে. এল. নং ৫, আর. এস. দাগ ১৫২৫, খতিয়ান ৫২৫, এল. আর. দাগ ১১৩৮, এল. আর. খতিয়ান ২০২৬, মৌজা ও মিউনিসিপ্যালিটি বৈদ্যবাটী, থানা শ্রীরামপুর, হুগলী রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারা যার নং ২৮৪৪, বুক ১, ভলুম ৪০, পাতা ৯৫-১০২, ১৯৯১ এ. ডি. এস. আর. শ্রীরামপুর, হুগলী এবং নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রীকৃত হয় এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হুগলী, বুক ৪, দলিল নং ১৬১, ১৯৯০। উক্ত বিষয়ে কারো আপত্তি বা দাবী থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. শ্রীরামপুরের নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য্য হবে।

Suresh Prasad Shaw
Advocate, High Court Calcutta
Enrolment No. WB/957/88
Mob. 9831221847
prasadshawsuresh@gmail.com

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

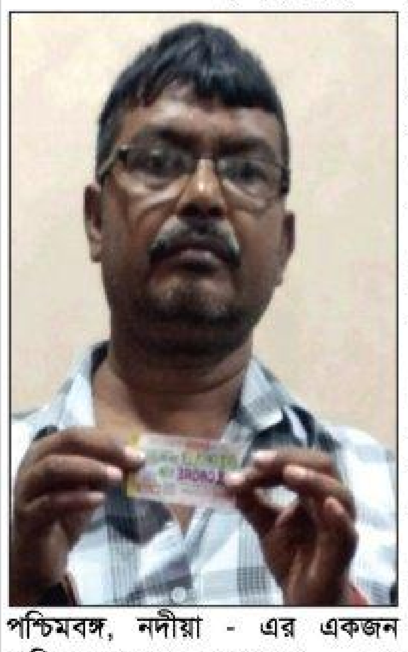

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ হাওলাদার - কে 28.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95A 33726 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার খবর পেয়ে আমি খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলাম তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। এটা আমার জীবনে পুরো জাদুর মতো হয়ে গেলো। ডিয়ার লটারি থেকে জেতা এই এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের পরিবারের আর্থিক স্থিতি উন্নতি করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।"ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

CONSULTATION WITH
APOLLO EXPERTS
Apollo Cancer Centres

HEAD & NECK CLINIC

Dr. C. RAYAPPA
Fellowship, FRCS (Ed) - Head & Neck Surgery
Head & Neck Surgeon

Consultation for mouth ulcers, mouth & neck cancers, difficulty in swallowing, hoarseness of voice / change of voice, swelling on the neck, nasal bleeding, thyroid problems, persistent throat pain etc.,

DATE: Sunday 04th August 2024

VENUE: APOLLO HOSPITALS (CHENNAI) REGIONAL OFFICE
Diamond Prestige Building,
Room No -405, 4th Floor,
41A, AJC Bose Road, Kolkata - 700 017.

For appointments & registration please call:
80173 63636 / 62922 33636

NUSI / ITF TRUST
FOR INDIAN SEAFARERS
'Samudraseema', 5th Floor, Plot No. 329, TPS III,
Dr. Ambedkar Road, Bandra (West), Mumbai - 400 050
Email: gpnusiitf@gmail.com
Invites
Applications for General Purpose (GP) and Certificate Course in Maritime Catering (Saloon) Ratings Courses - January 2025 Batch
(For Service on Merchant Ships)
From Boys and Girls
For NUSI Maritime Academy, Goa
(An ISO Certified Institution)
Approved by Director General of Shipping, Govt. of India
Last date for receiving application forms at above address:
For GP & CCMC (Saloon): On or before 31st August 2024
Application Form and Brochure can be downloaded from our website
www.nusiacademy.edu.in
FEMALE CANDIDATES WOULD BE PROVIDED WITH SUBSTANTIAL FINANCIAL AND PLACEMENT ASSISTANCE BY THE TRUST.
Medical Standards for MALE and FEMALE candidates as per DG Shipping guidelines.
Beware of agents assuring admission.
Please note: We do not have any agents.
Use only January 2025 application form/s downloaded from our website.

এইসময়

ক থা স রি ৎ

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে পারব না। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে পারি আমাদের জ্ঞান দিয়ে, যাতে প্রাণহানি কম হয়।

পেট্রা নেমকোভা

রাজদরবার বনাম রাজপথ

নেতানিয়াহু-র মার্কিন সফরে প্রতিবাদ ওয়াশিংটনে

ইজ়রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যে দিন ওয়াশিংটনে গেলেন, সে রাতেই ইজ়রায়েলি ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) জায়গা খালি করার নতুন নির্দেশ জারি করে প্যালেস্টাইনে। দক্ষিণ গাজ়ার কাছে খান ইউনিস শহরে বেশ কিছু বসতি এলাকা খালি করার কথা বলা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার তালিকার মধ্যে 'মানবিক এলাকা'ও রয়েছে। দশ মাসেরও কম সময়ে আইডিএফ-এর হামলায় নিহত হয়েছেন শিশু ও নারী-সহ ৩৯ হাজারেরও বেশি প্যালেস্টাইনের বাসিন্দা। ৯০ হাজার প্যালেস্টিনিয়ান আহত। প্যালেস্টাইনের প্রায় সকলেই ভিটেমাটি-ছাড়া। নিহত বেশ কিছু সাংবাদিকও। বেসরকারি দাতব্য সংস্থা থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রাণকর্মী, হাসপাতাল, অ্যাম্বুল্যান্স, এমনকী ঘরছাড়া মানুষের জন্য তাঁবু খাটিয়ে বানানো অস্থায়ী শিবিরের উপরেও বোমাবর্ষণ হয়েছে। যথেষ্ট খাবার, পরিস্রুত পানীয় জল বা ওষুধ— কিছুই নেই প্যালেস্টাইনের মানুষের কাছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ বারবার প্যালেস্টাইনের এই পরিস্থিতির দিকে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে। এখন তারা সতর্ক করছে, প্যালেস্টাইনে মহামারী শুরু হতে পারে। রাষ্ট্রপুঞ্জের দু'টি নিরাপত্তা-কাউন্সিলে গাজ়ায় গুলি চালানো বন্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও লাভ হয়নি। আন্তর্জাতিক আদালতে ইজ়রায়েলের বিরুদ্ধে একটি গণহত্যার মামলার শুনানি ও যুদ্ধে ইজ়রায়েলের আচরণ নিয়ে আর একটি মামলা চলছে। কিন্তু আমেরিকার আইন প্রণেতারা ইজ়রায়েলে কোনও রকম নিন্দা তো দূরের কথা, মুহুর্মুহু নেতানিয়াহুর বক্তৃতার প্রশংসা করে গিয়েছেন।

আমেরিকার রাজনৈতিক ও সামরিক সাহায্য ছাড়া নেতানিয়াহুর একার পক্ষে প্যালেস্টাইনবাসীর বিরুদ্ধে এমন একটা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না, এখনও নয়। ২০২৩-এর অক্টোবরে হামাসের হামলার পরে এই যুদ্ধের সূত্রপাত। ১০০ ইজ়রায়েলি এখনও হামাসের কাছে বন্দি। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে সেটিকেই দেখাচ্ছে ইজ়রায়েল। কিন্তু হামাসের বিরুদ্ধে লড়ার নামে ইজ়রায়েল প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষের উপর যুদ্ধ চালাচ্ছে। বাইডেন-প্রশাসনের সচিবরা প্যালেস্টাইনে নাগরিক-ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে মৌখিক ভাবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে ইজ়রায়েলকে বাধ্য করতে কিছুই করেননি। উপরন্তু ইজ়রায়েলকে সামরিক সাহায্য করেই চলেছে আমেরিকা। যদিও টানাপড়েনের চোরা স্রোত এই সম্পর্কে অন্তর্লীন। নেতানিয়াহু-র মার্কিন-সফরকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটনের রাস্তায় তুমুল প্রতিবাদ হয়েছে। এমনকী আইনপ্রণেতাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইউএস-এর ইজ়রায়েল-সম্পর্কিত নীতির প্রতি 'জাতীয় ঐকমত্য'-এ ক্রমশ ফাটল ধরছে।

বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো

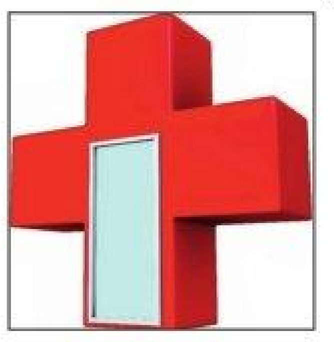

সম্প্রতি লোক ঠকানোর কারবারটি যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তাতে চুরিবিদ্যা যে মহাবিদ্যা, সে কথা প্রতি মুহূর্তে প্রতিফলিত হচ্ছে। তবে আশার কথা, ধরাও পড়ছে অহরহ। কোথাও প্রতারকরা পুলিশ, সরকারি গোয়েন্দা আধিকারিক সেজে সাধারণ নাগরিকের ঘরে ঢুকে পড়ছে, আবার কোথাও কর আদায়ের নামে ব্যবসায়ীদের ঠকাচ্ছে ভুয়ো নথির সাহায্যে। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে ভুয়ো রসিদ, শংসাপত্র বা ছবি-সহ 'সরকারি পরিচয়পত্র' পাওয়া আজকাল কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু তাতেও নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে নাগরিকরা খুব বেশি সন্দেহ করতে পারছেন না। টনক নড়ছে বিপদটি ঘটে যাওয়ার পরে। সম্প্রতি কল্যাণী হাসপাতালে বহির্বিভাগে রোগী দেখা বন্ধ হওয়ার পরে এক ব্যক্তি ডাক্তার সেজে অপেক্ষারত ব্যক্তিদের চিকিৎসা শুরু করলে হাসপাতাল-কর্মীদের টনক নড়ে এবং তাঁরা ওই প্রবঞ্চককে তার এক 'সাহায্যকারী'-সহ ধরে ফেলেন। সকলেরই সন্দেহ, হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে যোগসাজস না থাকলে এই ভাবে সেখানে লোক ঠকানোর কারবার ফেঁদে বসা তাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হত না। অতএব নিজেরা সাবধানতা অবলম্বন করার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের তথ্য সকলের কাছে প্রকাশ না করার দিকে নজর দিলে সাধারণ মানুষ-সহ সকলেরই মঙ্গল। বড় চক্রগুলো রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়েই কাজে নামে।

অ সং খ্যা

৫০০০০০

(পাঁচ লক্ষ)— ১৯৭০-এর ভোলা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা (আনুমানিক)। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দি ন কে দি ন

২৯ জুলাই

১৯১১: আইএফএ শিল্ড জয়ী হয় মোহনবাগান ফুটবল ক্লাব। ইউরোপীয় ক্লাব ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় এই দলের ফুটবলাররা।

১৯৫৯: সঞ্জয় দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮০ থেকে এখনও অবধি ১০০-র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'খলনায়ক', 'সাজন', 'বাস্তব', 'মুন্না ভাই এমবিবিএস' তাঁর অন্যতম ছবি।

জীব ও অজীব

বিমলাচরণ লাহা

বো ধি বৃ ক্ষ

জীব শব্দের অর্থ যাহাদের জীবন আছে এবং অজীব যাহাদের জীবন নাই। ছয়টী শ্রেণীর সজীব পদার্থ এবং সত্তা লইয়া জীবন-জগৎ সৃষ্ট। 'জীব'তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে সকল প্রাণীই সুখলাভ করিতে ইচ্ছুক। জীবের অনিষ্ট করিয়া মানব স্বীয় আত্মার অনিষ্ট করে। এইজন্য তাহাকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চ হউক, অথবা নীচ হউক, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর অধীন। প্রতি জন্মের পাপকর্ম্ম হেতু তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। প্রাণহীন পদার্থ আকৃতিবিশিষ্ট অথবা আকৃতিবিহীন। জড়-পদার্থ লইয়া আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ গঠিত। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্থান এবং কাল, এই চারিটী অস্তিকায় লইয়া আকৃতিবিহীন পদার্থ গঠিত। 'অজীব'তত্ত্ব হইতে জীব জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়। বন্ধ: বন্ধ বলিতে আত্মার বন্ধন বুঝায়। জন্ম-মৃত্যু, জরা-নাশ, সুখ-দুঃখ এবং কর্ম্মকৃত অন্যান্য ভাগ্য-বিপর্য্যয়, ইহাদের সহিত আত্মার অচ্ছেদ্য বন্ধন তাহাই বন্ধ। পুণ্য ও পাপ: পুণ্য ও পাপ বলিতে যে সকল পুণ্য এবং পাপকর্ম্ম আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুচক্রে আবদ্ধ করে তাহা। আশ্রব: আশ্রব বলিতে যাহা আত্মাকে পাপের দ্বারা অভিভূত করায় তাহা। সম্বর: সম্বর বলিতে যে আত্ম-সংযম আচরণ করিলে পাপের গতিরোধ তাহাকে বুঝায়। নির্জরা: নির্জরা বলিতে তপশ্চরণের দ্বারা আত্মার উপর কর্ম্মের সঞ্চিত ফল দূরীভূত করা বুঝায়। মোক্ষ: মোক্ষ বলিতে কর্ম্ম এবং পাপের বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি বুঝায়। সিদ্ধি: সিদ্ধি বলিতে মোক্ষ অথবা মুক্তি বুঝায়। ('জৈনগুরু মহাবীর' থেকে গৃহীত)

আমেরিকায় হারিকেন বেরিল-এর পর পরিষেবার প্রবল সমস্যা সত্ত্বেও পৌরকর্মীদের হেনস্থা করা হয়নি

বিপর্যয়ের সঙ্গে কি বেড়ে চলেছে অসহিষ্ণুতাও

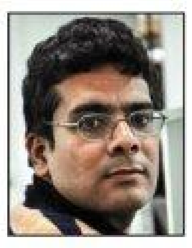

প্রকৃতির ধ্বংসলীলার পর উন্নততম দেশগুলিতেও অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। এই সামাজিক বোধ থাকাটা জরুরি। লিখছেন **কুবলয় বন্দ্যোপাধ্যায়**

তিনটি মহাদেশ, তিনটি সময়, তিনটি বিপর্যয়। তাদের মধ্যে মিল একটাই। দুর্যোগ মোকাবিলায় স্থিতধী সাধারণ মানুষ। দেখা যাক ঘটনাগুলো।

স্থান: লন্ডন
কাল: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
পাত্র: কয়েক হাজার গৃহহীন

ছবিটা ছাপা হয়েছিল 'অবজ়ারভার' পত্রিকায়। সাদা-কালোয় ছাপা ছবিটা তোলা হয়েছিল সকাল ৭টা ২২ মিনিটে। সাদা গুড়োর পুরু স্তরে গাঢ় রঙের কিছু একটা পড়ে রয়েছে। ছবির ক্যাপশন দেখে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়। ১৯৯১-র ১০ ফেব্রুয়ারির ওই সকালে বরফে ঢেকে যাওয়া লন্ডন শহরের ফুটপাথে কম্বল মুড়ি দেওয়া জনৈক ফুটপাথবাসীর ছবি সেটা। সাংবাদিক সারা লনসডেল তাঁর প্রতিবেদন শুরু করেছিলেন র‍্যালফ নামের এক গৃহহীনের রাতের বিছানা তৈরির বর্ণনা দিয়ে। লিখেছিলেন, কী ভাবে প্রথমে প্যাকিং বাক্সের ভাঙা কাঠ এবং তার উপর কার্ডবোর্ড পেতে বিছিয়ে দেওয়া হয় স্যাঁতসেঁতে কম্বল। তার উপর সযত্নে পাতা হয় প্লাস্টিকের শিট। এটাই ওই গৃহহীনের শোয়ার জায়গা। এর পর নিজের উপর তিনি চাপিয়ে নেন আরও কয়েকটা পুরনো এবং আধ-ভেজা কম্বল। ৩৩ বছর আগে অবজ়ারভার পত্রিকার দাবি, লন্ডনের পথে এমন ভাবে রাত কাটান কয়েক হাজার মানুষ। তাঁদের কারও জানা থাকে না, পর দিন সকালে তাঁরা আদৌ জেগে উঠবেন কি না। রাতের রক্ত-জমানো ঠান্ডায় কয়েক ঘণ্টা কাটানোর পরে সকালে লন্ডন মিউনিসিপ্যালিটি-র গাড়ির প্রতি দিনই কয়েক ডজন করে জমে কাঠ হওয়া মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল একেবারেই গা-সওয়া। এ লড়াই কোনও একটা বছরের নয়, প্রতি শীতেরই।

স্থান: হিউস্টন, টেক্সাস
কাল: জুলাই, ২০২৪
পাত্র: ঘূর্ণিঝড় বেরিলে আক্রান্তরা

মেক্সিকো উপসাগর লাগোয়া এই এলাকাটা খুব বেশি করে ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ। ইউএসএ-র লোকজন বলে 'হারিকেন'। এই প্রযুক্তিগত সাফল্যের যুগে হারিকেন তৈরির পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হলেও, তার ধ্বংসাত্মক রূপের সঙ্গে যুঝে ওঠার উপায় বের করতে পারেনি ইউএসএ-র মতো শক্তিশালী দেশও। তাই টেক্সাসের উপকূলবর্তী এলাকায় বাড়ি তৈরির সময়ে 'হারিকেন শেল্টার' তৈরি বাধ্যতামূলক। ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে বাড়ির সবাইকে ঢুকে পড়তে হয় মাটির নীচের ওই ঘরে। ক'দিন আগেই গোটা ভারত যখন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা, সেই সময়েই মেক্সিকো উপসাগরে ঘনিয়ে উঠেছিল একটি হারিকেন। নাম, 'বেরিল'। এই 'উটকো আপদ'-এর জন্যই ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরা কয়েক দিন পিছিয়ে গিয়েছিল রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানির। টেক্সাসে 'বেরিল'-এর আগমনে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়েছিল। এর পাশাপাশি ওই হারিকেন হিউস্টন শহরের সাধারণ মানুষদের অদ্ভুত ভাবে বিভাজিত করেছিল। ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে টানা কয়েক দিন বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হিউস্টন-এর কিছু বাড়িতে অন্ধকার নামার পরও দেখা গিয়েছিল বৈদ্যুতিক আলো। তাঁরা সেই 'প্রিভিলেজড ক্লাস' যাঁদের বাড়িতে পাওয়ার জেনারেটর ছিল। পূর্বাভাস পাওয়ার পরেই এঁরা বেশি করে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বিপদের কথা মাথায় রেখে। অন্য দিকে, বেশির ভাগের বাড়িতেই আলো জ্বলেনি। তাঁদের অনেকেরই জেনারেটর কেনার সামর্থ্য নেই। অনেকে আবার যখন বাজারে গিয়েছিলেন, স্টক শেষ। বৈদ্যুতিক আলো দূরে থাক, মোমবাতিটুকু কিনতে পারেননি, দোকানে আর ছিল না বলে। 'বেরিল' কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। ২০০৫-এ ক্যাটরিনা, ২০১২-তে স্যান্ডি, ২০১৭-তে পর পর 'হার্ভে', 'মারিয়া' এবং 'ইরমা', ২০২১-এ 'ইদা', ২০২২-এ 'ইয়ান' — একের পর এক ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় প্রতি বছর বিধ্বস্ত হয়ে যায় ইউএসএ-র পূর্ব উপকূল। স্থানীয় মানুষ জানেন, প্রকৃতির সঙ্গে এমন ভাবেই লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে তাঁদের। তাই ওই লড়াই মেনেই নিয়েছেন তাঁরা।

স্থান: মিয়াকো, জাপান
কাল: ১১ মার্চ, ২০১১
পাত্র: মিয়োকোর বাসিন্দারা

জাপানের পূর্ব উপকূলে তোহোকু থেকে প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে যে ভূমিকম্প তৈরি হয়েছিল, তার স্থায়িত্ব ছিল ৬ মিনিট। সিসমোলজিস্টদের হিসেব অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে কম্পাঙ্ক ছিল ৯.১। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, ১৯০০ সালে আধুনিক সিসমোগ্রাফির চর্চা শুরু হওয়ার পর সে দিনের ওই ভূমিকম্প ছিল জাপানের ইতিহাসে প্রবলতম। পৃথিবীর ইতিহাসে ওর চেয়ে বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্প ১৯০০ সালের পরে আর মাত্র তিনটে এসেছে। ভূমিকম্পের সঙ্গী হয়ে আসা সুনামির ঢেউ ১৩৩ মিটার উঁচু হয়ে আছড়ে পড়েছিল মিয়োকা শহরের উপরে। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ২০ হাজার মানুষ। নিখোঁজ হয়ে যান আড়াই হাজারের বেশি। যদিও এত বড় ঘটনার পরেও থমকে যায়নি জাপান। নতুন করে শহর গড়ে তুলেছেন মিয়োকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানেন, প্রকৃতি রুষ্ট হলে সব কিছুই ফের ভেসে যেতে পারে।

মহাঝঞ্ঝা। সুপার-সাইক্লোন উম্পুন-এর পরে কলকাতার রাস্তায় ভেঙে পড়া গাছ

শুভ্রজিৎ চন্দ্র

এই উদাহরণের কোনও শেষ নেই। পৃথিবীতে এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানকার বাসিন্দাদের প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হয়। কারও লড়াই শীতের সঙ্গে, কেউ লড়েন জল সংকটের সঙ্গে, কোনও জায়গায় বর্ষা মানেই ধস, আবার কারও ভাগ্য ভূমিকম্প বা সুনামির মর্জির উপর যেন সুতোয় ঝুলে। আবহবিদদের হিসেব, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আবহাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র আকার নিচ্ছে। ঘটনাচক্রে এই তালিকায় পূর্ব ভারতের নামও রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় জন্মানোর প্রবণতা আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার গড় তাপমাত্রাও। চলতি বছরেই কলকাতায় ১১ দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ঘর পার করেছে। সল্ট লেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পেরিয়েছে ১৯ দিন। গরম থেকে বাঁচতে গত তিন বছরে কলকাতায় এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনের বিক্রি রেকর্ড গড়েছে। পাল্লা দিয়ে কি বাড়ছে মানুষের অসহিষ্ণুতাও?

চার বছর আগের সুপার সাইক্লোন উম্পুন-এর আবির্ভাব যেন সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। গত কয়েক দশকে কলকাতা সুপার সাইক্লোন দেখেনি। উম্পুন-এর টেল বা লেজের ঝাপটাতেই বেনজির ক্ষতির মুখে পড়েছিল মহানগর। বিরাট এলাকার বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা ঢেকে গিয়েছিল ভাঙা গাছের সারিতে। প্রকৃতি শান্ত হওয়ার পরে পড়ে যাওয়া গাছ সরিয়ে বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্বাভাবিক করতে আট থেকে দশ দিন পর্যন্ত লেগে গিয়েছিল। সেই সময়েই প্রকট হয়েছিল মানুষের অসহিষ্ণুতা। সংবাদমাধ্যমে প্রতিনিয়ত লেখা হচ্ছিল বিদ্যুতের লাইন সারাতে গিয়ে কর্মীদের হেনস্থার খবর। যেন দুরবস্থার জন্য তাঁরাই দায়ী। যেখানে পুরসভার কর্মীরা পানীয় জল দিতে যাচ্ছিলেন, সেখানেও তাঁদের চরম বিদ্বেষের মুখে পড়তে হয়েছে। এ বছরেও এপ্রিলের ভয়াবহ গরমে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে মেরামত করতে যাওয়া কর্মীদের বেশ কয়েক জায়গায় মারধরের ঘটনা ঘটেছে।

ইউরোপ বা ইউএসএ কিংবা জাপানের মতো যে দেশগুলোকে আমরা সাধারণত 'নিয়ার পারফেক্ট' বলে মনে করি, সেই দেশগুলো যে প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য, এমনটা একেবারেই নয়। প্রকৃতি যখন সেই সব জায়গায় ধ্বংসলীলা চালায়, তখন চরম প্রযুক্তিগত উন্নতি সত্ত্বেও ওই সব দেশের প্রশাসনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বেশ কয়েক দিন লেগে যায়। স্থানীয়রাও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতাই করেন।

কিন্তু ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশে দেখা যায় একেবারে উল্টো ছবি। উদ্ধার-কর্মীদের মারধর থেকে শুরু করে খাবার দিতে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের উপর হামলা, এমনকী বাহিত্যক পালিশ সরিয়ে বাসিন্দাদের দেখা যায় জরুরি পরিষেবা দিতে আসা কর্মীদের হেনস্থা করতে।

এমন অসহিষ্ণু মানসিকতা যে ক্রমশ সমাজে প্রভাব ফেলছে, এটা গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ করছেন মনোবিদরা। বিভিন্ন সেমিনারে নীলাঞ্জনা সান্যালের মতো মনোবিদ এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে জানিয়েছেন, আগামী দিনে এই অসহিষ্ণুতা খুব বড় সমস্যা হতে চলেছে। মনোবিদদের পর্যবেক্ষণ, স্কুল-পড়ুয়ারাও তাদের মা-বাবাদের দেখাদেখি অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে, তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমাজতত্ত্ববিদরাও। তাঁদের একাংশ মনে করছেন, গত কয়েক বছরে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি এতটাই বদলে গিয়েছে যে, আমাদের যে কোনও কিছু পাওয়াটা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। তাই, আমাদের অপেক্ষা করার ধৈর্য কমে গিয়েছে। সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যও আর ছাড়তে রাজি নন কেউ। মনোবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, কয়েক দশক আগেও কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে এসি ছিল না। তখনও গরম পড়ত। সাধারণ মানুষ সেটা সহ্য করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কয়েক দশক আগেও বিদ্যুৎ বিভ্রাট হত। সাধারণ মানুষ সেটাকে মেনেই নিতেন। ইউরোপ বা ইউএসএ-তে স্বাচ্ছন্দ্য এখানকার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাঁরাও এত সহজে অসহিষ্ণু হন না। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইতে অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে ওই সহিষ্ণুতাই মানুষের একমাত্র সম্বল।

বহু বছর আগে 'দেশে-বিদেশে' লেখার সময়ে সেই কথাটাই কি মনে করে দিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলি বলেননি, 'তাড়াতাড়ি চলার অর্থ শয়তানের রাস্তায় চলা?'

জলসংকট। হারিকেন বেরিল-এর পরে হিউস্টন শহরের ছবি ▶

প্র তি স ম্পা দ ক

চা ও য়া পা ও য়া

বালিখালে টোটোর জন্য যানজট

▶ বালিখালে জিটি রোডের উপর অসংখ্য টোটোর জন্য প্রচণ্ড যানজট হয়। টোটোগুলি রাস্তার উপর যাত্রীর জন্য এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে অন্য যানবাহন চলাচলে খুব সমস্যা হয়। একটি স্থায়ী টোটোস্ট্যান্ড থাকলে এই সমস্যা অনেকটা কমবে।
সুজয় দাশগুপ্ত, কোন্নগর

শেওড়াফুলি স্টেশনে জল কই?

▶ শেওড়াফুলি জংশন স্টেশনে সকাল সাড়ে আটটার সময়ও কোনও কলে জল থাকে না। একটি জংশন স্টেশনে জল না পাওয়াটা খুবই দুঃখজনক।
পার্থ নন্দী, শেওড়াফুলি, হুগলি

বালি স্টেশনে যাতায়াতের সমস্যা

▶ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী বালি স্টেশন থেকে বালি হল্ট স্টেশনে যাতায়াত করেন। রাস্তার দু'দিকে ফল ও খাবারের দোকান এমনিতেই রাস্তাটি সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তার মধ্যে রেল কর্তৃপক্ষ স্টেশনের বাম দিকের রাস্তাটি বন্ধ করে দিয়েছে। তিন মিনিটের রাস্তা যেতে লাগছে কুড়ি মিনিট। অবিলম্বে বিষয়টির উপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, হুগলি

পোস্টকার্ড পৌঁছচ্ছে না কেন?

▶ ডাকবিভাগ থেকে পোস্টকার্ড পাঠালে তা কখনওই প্রাপকের কাছে পৌঁছচ্ছে না। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
দেবাশিস বড়ুয়া, সোদপুর

ডাকঘরে খারাপ পরিষেবা

▶ হাওড়া প্রধান ডাকঘরে ব্যস্ত সময়েও শুধুমাত্র একটি কাউন্টার খোলা থাকে। অধিকাংশ সময়েই স্ট্যাম্প কিংবা অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া যায় না, প্রিন্টার খারাপ থাকায় রসিদ পাওয়া যায় না।
কৌশিক ভট্টাচার্য, বেলুড়, হাওড়া

মিনি বাসের পরিষেবা বাড়ুক

▶ হরিনাভি-হাওড়া মিনি বাসের পরিষেবা আরও বাড়ানো হোক। বর্তমানে এই রুটে সারা দিনে মাত্র ৪টি বাস চলে।
সৌম্যজিৎ নাথ, যাদবপুর

কালীনগরে বেহাল রাস্তা অবিলম্বে সারানো হোক

উলুবেড়িয়া কালীনগর আড্ডির মোড় থেকে পূর্ব ও পশ্চিমপাড়া অঞ্চল হয়ে রাঙামাটি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত তিন কিলোমিটার মোরামের রাস্তাটির হাল দীর্ঘদিন ধরে শোচনীয়। ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি অজস্র খানাখন্দে ভরে গিয়েছিল অনেক আগেই। বর্তমানে চলতি বর্ষার মরসুমে যত্রতত্র বৃষ্টির জল ও কাদা জমে রাস্তাটি কার্যত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। অথচ স্থানীয় প্রায় সাতটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের এই পথেই নিত্য যাতায়াত। রাস্তার উপর রয়েছে একাধিক প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর ইত্যাদি। রাস্তাটির অবিলম্বে সংস্কার হোক।
তন্ময় মান্না, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

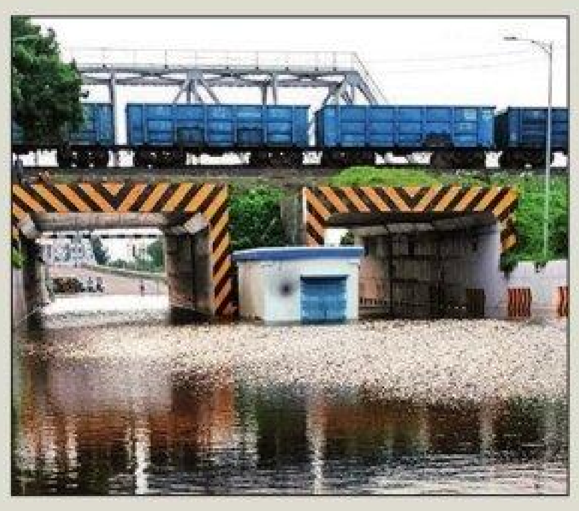

আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা

বছর দুই আগে হাওড়ার গড়পায় কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে দু'টি আন্ডারপাস তৈরি হয়েছিল। এলাকার নিকাশি নালা কংক্রিটের দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়ে এই আন্ডারপাস তৈরি হয়েছে। ফলে বৃষ্টি হলে প্রায় ২-৩ ফুট জল জমে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি লেনই বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যদিন মানুষকে যানজটে নাকাল হতে হয়। যদিও জল বার করার জন্য পাম্পের সাহায্য নেওয়া হয়, কিন্তু তাতে অনেকটা সময় যায়। এই স্থানে সঠিক পরিকল্পনামাফিক নিকাশি নালা তৈরি করা হোক, তবেই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান মিলবে।
অপূর্বলাল নস্কর, ভাডারদহ, হাওড়া

প্রসঙ্গ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

'এই সময়' (২৫-৭) সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কথা লেখা হয়েছে, তা সঠিক নয়। একটি কনফিডেনশিয়াল মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত কার্যত বাইরে প্রকাশিত হওয়ার কথা নয় এবং কোনও সূত্র ছাড়াই তা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত শিক্ষকদের সম্পর্কে অনৈতিক এবং সর্বৈব মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। এ ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সংবাদ পরিবেশন একটি স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কার্যত ভুল পথে পরিচালিত করবে। আমরা এর নিন্দা করছি এবং সংবাদ পরিবেশনে আপনাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।
স্নেহমঞ্জু বসু, নিবন্ধক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

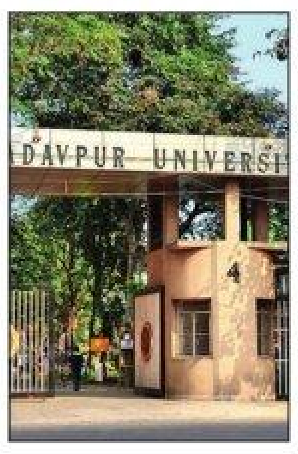

প্রতিবেদকের উত্তর

সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে খবর প্রকাশের আগে বহু সূত্রে তা যাচাই করে নেওয়াই সাংবাদিকের কাজ। এ ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছে। আপনি আপনার বক্তব্যে লিখেছেন, যে কথা লেখা হয়েছে, তা সঠিক নয় এবং কোনও সূত্র ছাড়াই তা প্রকাশ করা হয়েছে। ঠিক কোন উপায়ে আপনি সূত্র ছাড়া সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানতে পারলেন, তা জানতে পারলে উপকৃত হতাম। বিশেষ করে যখন উক্ত সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তের প্রয়োজনীয় মন্তব্য রয়েছে। অর্থাৎ, এই সংবাদ প্রকাশের আগে উপাচার্যের সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে। যে কোনও কনফিডেনশিয়াল মিটিংয়ের গোপনীয়তা বজায় রাখা যেমন কর্তৃপক্ষের কাজ, তেমনই সেই মিটিং-এ কী হল, তা পাঠককে জানানো সাংবাদিকের কাজ। ফলে কে এই ক্ষেত্রে সফল আর কে ব্যর্থ হয়েছে, তা আপনার বিবেচনার উপরেই ছাড়া হল। আপনি দাবি করেছেন, শিক্ষকদের সম্পর্কে 'অনৈতিক এবং সর্বৈব মিথ্যে কথা' লেখা হয়েছে। কিন্তু আপনার বক্তব্যে পরিষ্কার হয়নি যে, ঠিক কোন 'অনৈতিক ও সর্বৈব মিথ্যে' কথাটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে।

শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন

এলাকার সমস্যার কথা লিখে জানান।

ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'প্রতি সম্পাদক: চাওয়া পাওয়া'। চিঠি পাঠান পাতার নীচে দেওয়া ঠিকানায়। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন।

ই-মেল: chaoyapaoya.eisamay@gmail.com

বাবলুদার এক ডাকে প্রিয় ক্লাবে ছুটে এসেছিলেন লড়াকু সৌরভ

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ইডেন গার্ডেন্স থেকে উল্টোপারের মোহনবাগান মাঠের দূরত্ব কতটা? হেঁটে গেলে বড়জোর দেড় মিনিট। কিন্তু, সেই সকালে সেখানে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড! পরপর দাঁড়িয়ে বাস-গাড়ি-লরি। ইডেন এবং মোহনবাগান মাঠের সামনের রাস্তায় থিকথিকে ভিড়। 'দাদা-দাদা' চিৎকারে কান পাতা দায়। বাস, গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে উৎসাহী জনতা বলছেন, 'ওই যে, ওই যে দাদা-দাদা, আমাদের সৌরভ।'

ব্যাপারখানা কী?

ভিড়ের মধ্যেও জ্বলজ্বল করছিলেন তিনি। গায়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি, শর্টস। একেবারে হেঁটে ইডেন থেকে মোহনবাগানে চলে এসেছিলেন যিনি, তাঁর নাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়! পিছনে হাজার খানেক জনতা।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। সৌরভ তখন ভারতীয় টিমে ফিরে আসার লড়াই চালাচ্ছিলেন। গ্রেগ চ্যাপেলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। সৌরভের ফিরে আসার লড়াই তখন রূপকথা। সেই সময়ে মোহনবাগানের ফুটবল টিমের অবস্থাও ভালো চলছিল না। সুব্রত ভট্টাচার্য ছিলেন কোচ। তিনি এক সকালে প্র্যাক্টিসের মাঝে চলে গিয়েছিলেন ইডেনে। সেখানে তখন প্র্যাক্টিস করছিলেন দাদা। একটু পরে সৌরভকে নিয়ে মোহনবাগান মাঠে আসেন তিনি। ভিড় ঠেলে একেবারে নিয়ে চলে যান মাঠের মাঝে।

দৃশ্যটা মনে আছে আজও। মাঠের মাঝে গোল হয়ে বসে বাসুদেব মণ্ডল, হুসেন মুস্তাফি, ব্যারেটোরা। দাদা এলেন এবং একেবারে আড্ডা দেওয়ার মতো করে বাবু হয়ে বসে গিয়েছিলেন মোহনবাগান ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রায় মিনিট ৪৫ ধরে দিয়েছিলেন পেপ টক। ঘটনা হলো, এই পেপ টকের লাগেনি। সবচেয়ে কম সময়ে রত্ন নিয়ে মিটিং শেষ হল এবার।'

মোহনবাগানের জার্সিতে প্রায় নয় বছর খেলছেন সৌরভ। দাদার সঙ্গে সেই সময় বোলিং ওপেন করতেন আব্দুল মুনায়ম। এত বছর পরেও তাঁর স্মৃতিতে বাগানের সৌরভ। ময়দানের নামী কোচ মুনায়ম বলছিলেন, 'ওই সময়টায় সৌরভ মারাত্মক ফর্মে ছিল। ব্যাট হাতে যেমন অসাধারণ ইনিংস খেলেছিল, তেমনই বল হাতেও টিমকে জেতাত। এখনও মনে আছে, ইডেনের হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে বল করত। সেই সময়ে একবার আজহারউদ্দিনের টিম ইন্ডিয়া মোহনবাগান মাঠে প্র্যাক্টিস করতে এসেছিল। ওরা অনেকেই শুধু সৌরভের খোঁজ করেছিল।'

'৯২-এ বাদ পড়ার পরে এই মোহনবাগান ক্লাবেই অন্য সৌরভকে দেখেছিলেন মুনায়ম। তাঁর কথায়, 'লোকে বাদ পড়ে ভেঙে পড়ে। আমরা একেবারে উল্টো দেখেছিলাম। আরও জেদী, আরও লড়াকু সৌরভকে পেয়েছিল মোহনবাগান।'

সৌরভ থেকে জাম্পকাট করে যদি ১১৩ বছর আগের এক বিকেলে ফিরে যাওয়া যায়, সেখানেও তো এক অলৌকিক গল্প!

তিরের মতো এসেছিলেন তিনি! মিলিয়ে গিয়েছিলেন ঝড়ের মতো! কে তিনি? তিনিই কি মোহনবাগানে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা? কারণ, উপবীতধারী ওই ব্রাহ্মণের দুটো কথাই যে জ্বালিয়েছিল দেশ জোড়া ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের আগুন।

সে দিনও ছিল ২৯ জুলাই। এমনই এক বিকেল। শুধু সেই বিকেলের রং ছিল আলাদা। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ টিম ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে ফাইনালে ২-১ হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান। পিছিয়ে পড়েও শিবদাস ভাদুড়ির সঙ্গে অভিলাষ ঘোষের প্রায়

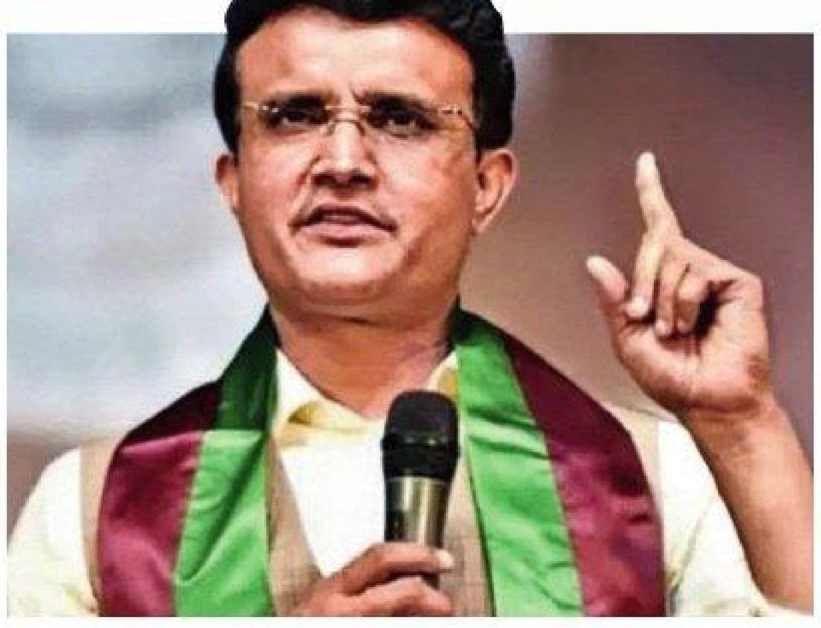

পরে সে বার আর মোহনবাগানকে রোখা যায়নি। এক অদ্ভুত জাদুমন্ত্রে যেন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল গোটা টিম।

অনেক পরে সৌরভকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তখন আপনি দেশের হয়ে খেলছেন। মহাতারকা। সেই সময় ছুটে গেলেন?' দাদার উত্তর ছিল, 'কী বলছ! মোহনবাগানের ভালোর জন্য আমি সব সময়ে আছি। তা ছাড়া আমার প্রিয় বাবলুদা আমাকে ডেকেছিল। না গিয়ে পারি?'

আসলে, মোহনবাগানের সঙ্গে সৌরভের যোগাযোগ যে বড় আত্মিক। ১৯৯২ সালে প্রথমবার দেশের হয়ে খেলার সুযোগ যখন পেয়েছিলেন, তখন তো তিনি মোহনবাগানেরই ক্রিকেটার। খবরটা যখন ঘোষণা করা হয়, সৌরভ তখন ইডেনে মোহনবাগানের হয়ে ম্যাচ খেলছিলেন। ড্রেসিংরুমে তাঁকে খবরটা দিয়েছিলেন ক্লাবের এক কর্তা। এমন দিন কি ভোলা যায়! সৌরভও ভোলেননি।

ভোলেননি বলেই এই ক্লাবে পা দিলেই একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে যান তিনি। যেমন হবেন আজ বিকেলে অনুষ্ঠানে এসে। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত সে দিন চমৎকার বললেন। তাঁর কথায়, 'এই নামটা বাছতে আমাদের এক সেকেন্ডও সময় শেষ মুহূর্তের গোলে তৈরি হয়েছে ইতিহাস। হাজার-হাজার জনতা আনন্দে মত্ত। তখনই এসেছিলেন ওই ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ। পতপত করে উড়তে থাকা ইউনিয়ন জ্যাকের দিকে আঙুল তুলে শিবদাস-বিজয়দাসদের বলেছিলেন, 'আজ মাঠে তো হারালে। কিন্তু, ওই পতাকাটা কবে নামাবে?' বলেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধ।

সে দিনের সেই জয় শুধু তো একটা নিছক জয় নয়। বল পায়ে মোহনবাগানের এগারো দামাল ছেলে গোটা দেশে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে তুলেছিলেন বিপ্লবের ঝড়। কলকাতা এমন উত্তাল হয়েছিল যে, সেই বছরেই রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ফুটবলের শহর কলকাতা আর তাদের কাছে নিরাপদ ছিল না।

কত বছর পেরিয়ে গেল। মোহন তরী আজও এগিয়ে চলেছে নিজের ছন্দে, নিজের গতিতে। ইতিহাসের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে আধুনিকতাও। ক্লাব লনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অমর একাদশের মূর্তি।

আজ ক্লাব ভাসবে আলোর বন্যায়, সেই ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ শিশিরবিন্দু হয়ে ঝরে পড়বে সবুজ গালিচায়।

নৌকোয় খুলেছ পাল

আজ মোহনবাগান দিবস। প্রতি বছর ক্লাবের অগণিত সদস্য-সমর্থক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন এই দিনটির জন্য। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই পরাধীন ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে আইএফএ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের ঐতিহ্য ও সাফল্যের নানা দিক তুলে ধরল খেলার সময়

সম্মানিত যাঁরা

- মোহনবাগান রত্ন: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়
- জীবনকৃতী সম্মান: বিমল মুখোপাধ্যায় (১৯৩৯ সালে প্রথমবার লিগ জয়ী দলের অধিনায়ক)
- সেরা ফুটবলার: দিমিত্রি পেত্রাতোস
- সেরা ফরোয়ার্ড: মনবীর সিং
- সেরা যুব ফুটবলার: সুহেল ভাট
- সেরা ক্রিকেটার: অভিলীন ঘোষ
- হকির সেরা: সৌরভ পাসিন
- সেরা অ্যাথলিট: করুণাময় মাহাতো
- সেরা প্রাক্তন রেফারি: দিলীপ সেন
- সেরা সমর্থক: অজয় পাসোয়ান, বাপি মাঝি
- সেরা কর্মকর্তা: সৌরভ পাল
- সেরা সাংবাদিক: দেবাশিস দত্ত

মোহনবাগান লনে অমর একাদশের মূর্তি- অর্ণব চক্রবর্তী। বাকি ছবি অভিজিৎ আঢ্য, এক্স

সংখ্যায় বাগান

১৯১১
স্বাধীনতার আগে প্রথমবার কোনও ভারতীয় ক্লাবের আইএফএ শিল্ড জয়

৩
অলিম্পিক্সে মোহনবাগান থেকে ভারতীয় ফুটবলের ক্যাপ্টেন হয়েছেন তিন জন। টি আও (১৯৪৮), শৈলেন মান্না (১৯৫২) ও সমর (বদ্রু) বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৬)

৩০
মোহনবাগান কলকাতা লিগ জিতেছে ৩০ বার

১৪৫
কলকাতা ফুটবল লিগে সবচেয়ে বেশি গোল চুনী গোস্বামীর (১৪৫)

২২
মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জিতেছে ২২ বার।

২
এশিয়াডে সোনা জয়ী ভারতীয় টিমের দু'বারই ক্যাপ্টেন ছিলেন মোহনবাগানি। ১৯৫১ সালে শৈলেন মান্না ও ১৯৬২ সালের চুনী গোস্বামী

তথ্য— গৌতম রায়

মেরিনার্স

সব্যসাচী সরকার

আমাদের সবুজ ঘাসে
ইতিহাস লেখাই থাকে
ঝড়-জল-বৃষ্টি সবই
গ্যালারির গন্ধ মাখে।

নৌকোয় খুলেছ পাল
গাইছ নতুন সুরে
আমাদের স্বপ্নগুলো
উড়ে যায় সমুদ্দুরে।

এগারোয় জিতেছে শিল্ড
কাহিনি সবাই জানে
পেলেকেও আটকে দিল
চোখে চোখ সসম্মানে।

সবুজ ও মেরুন জামা
উনত্রিশ, জুলাই মাসে
যাবতীয় কষ্ট ভুলে
লড়তে ভালোইবাসে।

দেশে তো কবেই সেরা
ছেড়ে গলা তুমুল চিয়ার্স
কখনও হাল ছাড়ি না
আমরা সেই মেরিনার্স।

ভারতীয় ফুটবলের প্রকৃত জন্মদিন ২৯ জুলাই

দেবাশিস দত্ত
(সচিব, মোহনবাগান)

আজ থেকে প্রায় ২২ বছর আগের কথা। আজও মনে আছে স্পষ্ট। এক দুপুরে ক্লাবে বসে আছি। আমি, অঞ্জনদা। গল্প-কথা হচ্ছে। হঠাৎ অঞ্জনদা বলল, 'আচ্ছা, সব কিছুর একটা দিন থাকে। মানে দিবস। বিভিন্ন বড় বড় সংস্থার আছে। বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবের আছে। আমাদের তো সে রকম কিছু নেই! একটা দিবস করা যায় না? যেটা নিয়ে আমাদের সদস্য-সমর্থকরা গর্ব করে বলবেন, আজ আমাদের মোহনবাগান দিবস!'

কথাটা সেই মুহূর্তেই দারুণ লেগেছিল আমাদের। সত্যিই তো, আমাদের তো একটা বিশেষ দিন হওয়াই উচিত। তখন মোহনবাগানে প্রতি বছর একটা করে কার্নিভাল হত। যাকে বলা হত, টেনিস কার্নিভাল। গ্যালারির নীচে প্যান্ডেল তৈরি করে খাওয়া-দাওয়া হতো। হইচই হতো। কিন্তু, সেটার কোনও বিশেষ দিন বা তারিখ কিছুই ছিল না।

অঞ্জনদাই তখন বলেছিল, ১৯১১ সালকে মাথায় রেখে কিছু করলে কেমন হয়? তার আগে, ১৯১১ সালের কথা মানুষ জানতেন। কিন্তু, ২৯ জুলাই যে শিল্ড ফাইনাল হয়েছিল, মোহনবাগান ব্রিটিশদের দুরন্ত টিম ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে হারিয়ে শিল্ড জিতেছিল, সেই তারিখটা লোকের মনের ভিতরে গাঁথা ছিল না। যাঁরা ফুটবল ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতেন বা গবেষণা করতেন, তাঁরা জানতেন। কিন্তু, জনমানসে ২৯ জুলাই তারিখটা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাই, অঞ্জনদার পরামর্শে আমরা সবাই এই দিনটিকেই 'মোহনবাগান দিবস' হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, ভারতীয় ফুটবলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বা প্রকৃত জন্ম হয়েছিল ১৯১১ সালের এই দিনেই। যা মোহনবাগানের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। মোহনবাগানের জয় গোটা দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিল। ব্রিটিশরা বাধ্য হয়ে পরের বছরেই দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিল। এত বড় ঘটনা আমাদের দেশে আরও কোনও ক্লাব ঘটাতে পারেনি, পারবেও না। 'মোহনবাগান দিবস' হিসেবে ২৯ জুলাইয়ের চেয়ে ভালো দিন আর কিছু হতে পারে না।

সেই শুরু। তারপরে আলোচনা হল, অনুষ্ঠানটা কী ভাবে করা যায়। 'ভারতরত্ন'-র কথা মাথায় রেখেই আমরা 'মোহনবাগান রত্ন' চালু করেছিলাম। সেই সঙ্গে আরও নানা পুরস্কার। প্রথম বছর 'মোহনবাগান রত্ন' দেওয়া হয়েছিল আমাদের কিংবদন্তি শৈলেন মান্নাকে। তারপরে আমাদের ক্লাবের এক একজন 'রত্ন'-কে সম্মানিত করেছি আমরা। করে যাচ্ছি। করে যাব।

ফুটবলের বাইরে হকির কিংবদন্তি কেশব দত্তকে 'রত্ন' সম্মান দিয়েছি আমরা। এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সৌরভ আমাদের ক্লাবে দীর্ঘদিন ক্রিকেট খেলেছে। এখান থেকেই জাতীয় টিমে সুযোগ পেয়েছে। ও সারা ক্রিকেট বিশ্বের 'রত্ন'।

আর ১৯১১-র সেই অমর যোদ্ধারা তো আছেনই। ওঁরাই তো আমাদের গর্ব। আসল নায়ক। চিরকালের নায়ক। এই ২৯ জুলাই তো শিবদাস ভাদুড়ি-বিজয়দাস ভাদুড়ি-অভিলাষ ঘোষ-মনমোহন মুখোপাধ্যায়দের জন্যই। আমাদের কমিটি আসার পরে সেরা সমর্থকদেরও সম্মানিত করছি। সমর্থকরাই তো আমাদের প্রাণ।

একটা কথা ভেবে অবাক হই। ১১৩ বছর আগের একটা ঘটনা। আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক! এই ২৯ জুলাই 'মোহনবাগান দিবস' শুরুর পর থেকে তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। ক্লাবের বাইরে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশেও পালিত হচ্ছে। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দেব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনি, এই ঘটনা পাঠ্য পুস্তকে স্থান দিয়েছেন। তাই কিশোর বয়স থেকেই সবাই জানতে পারবে, মোহনবাগান ক্লাবের গর্বের সেই ইতিহাস।

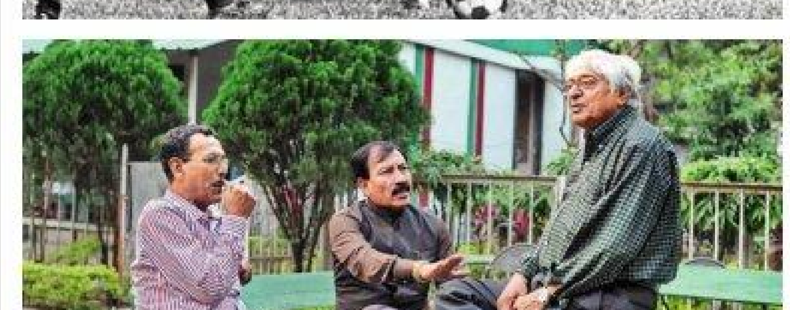

তারকাদের ফ্রেম-টেম!

কিংবদন্তি উপরে, কসমসের হয়ে ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেলে। নীচে, ক্লাব লনে চুনী-প্রসূন, সুব্রত

বাঙালির চোদ্দ নম্বর পার্বণ

সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির ১২ মাসে ১৩ পার্বণ। কিন্তু আমার মতো যাঁরা মোহনবাগান ভক্ত, তাঁদের কাছে ১২ মাসে ১৪ পার্বণ! আর এই চোদ্দ নম্বর পার্বণটা অবশ্যই মোহনবাগান ডে।

প্রতি বছর ২৯ জুলাই ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই মনে হয় আজ একটা স্পেশাল দিন। যেমনটা মনে হয়, দুর্গা পুজো, কালী পুজো বা সরস্বতী পুজোর ভোরে।

গত আড়াই, তিন দশক ধরে যে সমস্ত কর্তারা সবুজ মেরুনের কান্ডারী, তাঁরা যে সমস্ত বড় কাজ করেছেন, তার মধ্যে আমার মতে সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হল, ২৯ জুলাই তারিখটা মোহনবাগান দিবস হিসেবে ঘোষণা করা।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ টিম ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে হারিয়ে ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয়টা যেমন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বড় অধ্যায়, তেমনই ভারতীয় ফুটবলেরও নবজাগরণের দিন। ভারতে ফুটবল খেলা হয়তো অষ্টাদশ শতকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু খেলাটা মানুষের হৃদয়ে মননে ঠাঁই করে নিয়েছিল মোহনবাগানের প্রথম শিল্ড জয়ের পরেই। বলা ভালো, এই একটা জয়, ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছিল।

আমাদের শৈশব, কৈশোর এমনকি আমি যখন মোহনবাগানে সই করি, তখনও মোহনবাগান ডে বলে কোনও ব্যাপার ছিল না। ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে হারিয়ে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক জয়ের ব্যাপারটা প্রায় মুছেই যেতে বসেছিল। নতুন প্রজন্ম কেউ মনে রাখেনি ২৯ জুলাই তারিখের মাহাত্ম্য। কিন্তু ২০০১ সালে মোগনবাগান ডে চালু হতেই ব্যাপারটা আট থেকে আশি—সব বয়সের সবুজ মেরুন ভক্তদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এই দিন এ নিয়ে যে তুমুল উন্মাদনা দেখি, তা সত্যিই বড় গর্বের, বড় আনন্দের। ব্যাপারটা বাংলা তো বটেই, দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে। মোহনবাগান দিবস আজ বিশ্বজনীন। নইলে কি আর কয়েক বছর আগে নিউ ইয়র্ককের টাইমস স্কোয়ারের বিল বোর্ডে ২৯ জুলাই ভেসে ওঠে মোহনবাগানের অমর একাদশের ছবি? এ তো শুধু মোহনবাগান ক্লাবের জন্য গৌরবের নয়, ভারতীয় ফুটবলের পক্ষেও একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন।

(সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুলিখন)

ছবি-Special

স্বীকৃতির আবেগে ভাসছে উত্তরপাড়ার 'মনমোহন স্মৃতি'

পার্থ দত্ত

উত্তরপাড়ার ৮৭ নম্বর শিবতলা স্ট্রিটের বহু পুরোনো সাবেকি বাড়িটার নাম মনমোহন স্মৃতি।

সপ্তাহখানেক ধরে এই বাড়ির বাসিন্দারা ভীষণই আবেগে ভাসছেন। কারণ এই বাড়িরই এক প্রয়াত কর্তা বিমল মুখোপাধ্যায় এবার মোহনবাগান ডে-তে পেতে চলেছেন মরণোত্তর জীবনকৃতী সম্মান। বাড়ির বর্তমান কর্তা নিখিলবাবুও আশি পেরিয়েছেন। তিনি তাঁর বাবা বিমল মুখোপাধ্যায়ের হয়ে সম্মান নিতে মোহনবাগান ক্লাবে আসবেন। সঙ্গে থাকবেন তাঁর ৮৩ বছরের দিদি মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৭২ বছরের বোন অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এবার বলে নেওয়া যাক, কে এই বিমল মুখোপাধ্যায়? উত্তরপাড়ার বিমলবাবু ১৯৩০ থেকে সাল থেকে মোহনবাগানের জার্সিতে খেলেছেন টানা ১০ বছর। তবে রাইট হাফ বিমলবাবু সবুজ মেরুনের ইতিহাসের পাতায় আছেন, অন্য একটা কারণে। সেটা হল, ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান প্রথম জিতেছিল কলকাতা লিগের খেতাব। আর সেই টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন হুগলির এই বাসিন্দা। বিমলবাবুর নিজের খ্যাতিতেই জনপ্রিয় ছিলেন। সেখানে তাঁর পিতৃ পরিচয়টা বড় হয়ে ওঠেনি। তাঁর বাবার পরিচয়টা আবার মোহনবাগানের মানুষদের কাছে ঈশ্বরতুল্য। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় টিম হিসেবে ব্রিটিশ টিম ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড

বিমল মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা ছেলে নিখিলের। উত্তরপাড়ার বাড়িতে

চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। আর সেই শিল্ড জয়ের বড় স্থপতি ছিলেন মনমোহন মুখোপাধ্যায়।

সেই মনমোহনের নামেই গড়া 'মনমোহন স্মৃতি' থেকে মোহনবাগান ডে-তে প্রয়াত বাবার হয়ে জীবনকৃতী পুরস্কার নিতে আসবেন নিখিলবাবু। আবেগাপ্লুত গলায় নিখিলবাবু বলছিলেন, 'জানেন আমার কাছে এখনও ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগছে। ২০১১ সালে আমি মোহনবাগান ক্লাবে গিয়ে দাদু মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের হয়ে মোহনবাগান রত্ন গ্রহণ করেছিলাম। ১৩ বছর পরে সেই মঞ্চে গিয়েই আবার বাবার জন্য জীবনকৃতী পুরস্কার নেব। এটা ভগবানের বিরাট আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়। আমি গর্বিত। সম্মানিত। কৃতজ্ঞ মোহনবাগানের কাছে।'

বিমলবাবু প্রয়াত হয়েছেন প্রায় চার দশক আগে। তাঁর স্ত্রীও মারা গিয়েছেন। নিখিলবাবু বলছিলেন, 'বাবা ১৯৩৮ সালে ভারতীয় টিমের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিলেন। দাদুর মতোই রাইট হাফ হিসেবে বাবা ছিলেন দারুণ পারদর্শী ফুটবলার।' যোগ করেন, 'তিনের দশকের শুরুতে বাবার খেলা দেখে হেতমপুরের মহারাজ বাবাকে একটা রুপোর কুনকে উপহার দিয়েছিলেন। যার নক্সা আজও বিস্ময় জাগায়। সেই কুনকেতে সিঁদুর তুলে আজও আমার পরিবারের ছেলেরা বিয়েতে তাদের স্ত্রীর মাথায় সিঁদুর দান করে।'

মনমোহন, বিমলের পরে একই পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে মোহনবাগানে ফুটবলার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন নিখিলও। কিন্তু সবুজ মেরুন জার্সিতে সরকারিভাবে ম্যাচে খেলা হয়নি চোটের কারণে। তবে সবুজ মেরুন প্রীতি কমেনি। তাই বয়সের হার্ডলসকে অনায়াসে টপকে মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে ছোটেন যুবভারতী কিংবা মোহনবাগান মাঠে। দাদু-বাবার মতোই এই ক্লাব তাঁর কাছেও মন্দির।

সোমবার সেই মন্দিরেই পা রাখবেন। বাবার জীবনে প্রথম ও একমাত্র সম্মানের অংশীদার হতে।

কবিতার দেশে অনন্য ছয় কন্যাশ্রী

আজ ফাইনালে অর্জুন-রমিতা, কোয়ালিফিকেশনে ভাকের সহ আরও পাঁচ

মানুর মেডেল জয়ের পিছনে যশ

অলিম্পিক্সে এই সময়

কুণাল বসু | প্যারিস

গোরিয়ার মেয়ে। সদ্য ব্রোঞ্জজয়ী মানুকে এ নামে ডাকাই যায়। কলকাতার পাশের গড়িয়া নয়, এই গোরিয়া হরিয়ানার ঝাঝর জেলায়। ছেলেবেলা থেকেই খেলার নেশায় পাগল মানুকে দেশবাসী দেখতে পারত অন্য কোনও খেলাতেও। যেমন, বক্সিং, টেনিস, স্কেটিং এমনকি মণিপুরী মার্শাল আর্ট হুয়েন লাংলনেও।

কিন্তু ১৪ পেরোনোর পরে শুধু শুটিংয়েই মনোনিবেশ। আর সেখানেই জীবনের চাকা ঘুরে গেল সম্পূর্ণ অন্য বৃত্তে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ১৬ বছর বয়সে সোনা জিতে ফেলেন ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে। বন্দুকের নল থেকে বুলেট ছিটকে বেরোনোর মতোই মানু প্রচণ্ড গতিতে ঢুকে পড়লেন ভারতের শুটিং মানচিত্রে। এশিয়ান গেমস, বিশ্বকাপ সবেতেই সোনা জেতা শুরু। আর পদকের দাবিদার হয়ে যাওয়া টোকিও অলিম্পিক্সে।

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়— এই লাইন মনে করিয়ে দেয় মানুর টোকিওর চূড়ান্ত ব্যর্থতা। আর সেই ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্যারিস অলিম্পিক্সের পদক প্রমাণ করে সেরা হওয়ার ম্যাচ ঠিক কী ভাবে খেলতে হয়।

মানু তাঁর সাফল্যে বড় কৃতিত্ব দিলেন কোচ যশপাল রানাকে। যাঁর বিখ্যাত হওয়া ১৯৯৪ এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে। মানু বলছিলেন, 'যশপাল স্যারের ট্রেনিং পদ্ধতি অন্যদের চেয়ে একেবারে আলাদা। তা ছাড়া আমার নির্ভুল প্র্যাক্টিসের জন্য স্যার চালু করেছিলেন অদ্ভুত এক ডোনেশনের নিয়ম। ধরা যাক, কোনও ট্রেনিংয়ে বলা হলো আমাকে ৫৮০ স্কোর করতে। আমি করলাম ৫৭৬। আমি যত স্কোর কম করলাম, অর্থাৎ চার তার গুণিতকে আমাকে কোথাও ডোনেশন করতে হবে। যে দেশে আছি, সেই দেশের কারেন্সি অনুযায়ী। ইউরোপে থাকলে হয়তো ৪০ ইউরো বা ৪০০ ইউরো ডোনেট করতে হলো। কতগুণ ডোনেট করতে হবে, তা ঠিক করতেন স্যার।'

রমাকান্ত আচরেকর সম্পর্কে চালু সেই খুব চেনা গল্পটা মনে পড়বেই। সচিন তেন্ডুলকর যখন নেটে প্র্যাক্টিস করতেন, তখন একটা কয়েন রেখে দিতেন স্টাম্পের উপর। বলতেন, গোটা প্র্যাক্টিস সেশনে একবারও বোল্ড না হলে ওই এক টাকার কয়েন সচিনের। সেই কয়েন পাওয়ার জন্য বোল্ড না হওয়ার চেষ্টা করতেন সচিন।

প্যারিসের পোডিয়ামে। রবিবার ব্রোঞ্জ জয়ের পরে সেল্ফি মানু ভাকেরের। নীচে, কোচ যশপাল রানার সঙ্গে —এএফপি

ভারতের প্রথম মেয়ে শুটার হিসেবে পদক পাওয়া তাঁকে বাড়তি আনন্দ দিচ্ছে অবশ্যই। বলছিলেন, 'ভারতের ট্যালেন্ট অনেক। কিন্তু অলিম্পিক্সে শেষ পর্যন্ত পদক আসে না আত্মবিশ্বাসের অভাবে। এত বড় মঞ্চে অনেক সময়েই আত্মবিশ্বাসের অভাব হয়। আমি গর্বিত ভারতের মেয়ে হিসেবে প্রথম অলিম্পিক্স পদক জিতে।'

শুটিং রেঞ্জ ছেড়ে বেরোনোর সময়ে নিশ্চিত ভাবেই ব্রোঞ্জ জয়কে অতীতে রেখে গেলেন। তাঁর চোখে এখন আরও পদকের স্বপ্ন।

যেমন শুটিং থেকে আরও পদকের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভারতও। সোমবার অর্জুন বাবুতা নামবেন ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ফাইনালে। সপ্তম হয়ে ফাইনালে উঠেছেন তিনি। মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ফাইনালে পঞ্চম হয়ে উঠেছেন রমিতা জিন্দাল। মানু ফের নামবেন ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের মিক্সড টিম কোয়ালিফিকেশনে। তাঁর জুটি সরবজ্যোৎ সিং। এই ইভেন্টেই আর এক ভারতীয় জুটি রিদম সাঙ্গওয়ান ও অর্জুন সিং চিমা। এ ছাড়া আজ ছেলেদের ট্র্যাপ ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশনে নামবেন পৃথ্বীরাজ তোন্ডাইমান। তাঁদের জন্য শাতুরুর গ্যালারিতে সোমবার ফের ভিড় জমাবেন ভারতীয়রা।

মানু-কথা

জন্ম তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২

বাড়ি: হরিয়ানার ঝাঝর

বাবা: রাম কিষাণ ভাকের (মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত)

আগের বড় সাফল্য: যুব অলিম্পিক্সে সোনা, এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা

অলিম্পিক্স শুটিংয়ে পদকজয়ীরা

২০০৪ আথেন্স
রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর (রুপো)

২০০৮ বেজিং
অভিনব বিন্দ্রা (সোনা)

২০১২ লন্ডন
বিজয় কুমার (রুপো)

২০১২ লন্ডন
গগন নারাং (ব্রোঞ্জ)

২০২৪ প্যারিস
মানু ভাকের (ব্রোঞ্জ)

জয়ের লক্ষ্যে পিভি সিন্ধু। রবিবার প্যারিসে —এএফপি

শুরুতেই দুরন্ত সিন্ধু থেকে নিখাত

এই সময়: মানু ভাকেরের লক্ষ্যভেদের দিনেই ভারতের আরও ৬ কন্যা পদক জয়ের আশা জাগিয়ে তুললেন প্যারিস অলিম্পিক্সে।

রবিবার গেমসে দ্বিতীয় দিনে শাতুরু শুটিং রেঞ্জে মানুর ব্রোঞ্জ জেতার পাশাপাশি উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন রমিতা জিন্দাল। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের এই ২০ বছরের এই মেয়ে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে উঠলেন। বাছাই পর্বে তিনি পঞ্চম স্থানে শেষ করেছেন।

রিওতে রুপো আর টোকিওতে ব্রোঞ্জ জয়ের পরে পিভি সিন্ধু ভারতের সোনার মেয়ে হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এ দিন তাঁর প্যারিস অভিযান শুরু করলেন দুরন্ত ছন্দে। প্রথম ম্যাচে মাত্র ২৯ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-৯, ২১-৬ উড়িয়ে দিলেন মালদ্বীপের ফাতিমাত মাবাহাকে। গ্রুপ লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ এস্তোনিয়ার ক্রিস্টিন কুবা। জয়ের পরে হায়দরাবাদের তরুণীর প্রতিক্রিয়া, 'প্রকাশ পাড়ুকোন স্যর এখন সর্বদা আমার পাশে আছেন। ওঁর পরামর্শে আমি তাই অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী।'

ব্যাডমিন্টন কোর্টের সঙ্গে সাফল্য এসেছে বক্সিং রিংয়েও। মেয়েদের ৫০ কেজি বিভাগে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন প্যারিসে এসেছেন কন্যাশ্রী হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই। এ দিন তিনি প্রথম রাউন্ডে অনায়াসে ৫-০ হারালেন জার্মানির ম্যাক্সি ক্রিনাকে। শেষ ষোলোয় নিখাতের প্রতিদ্বন্দ্বী শীর্ষ বাছাই চিনের ইউ উই।

টেবল টেনিস বোর্ডেও রবিবার ঝড় তুললেন ভারতের দুই মেয়ে মানিকা বাত্রা আর সৃজা আকুলা। বিশ্বের ২৮ নম্বরে থাকা মানিকা প্রথম ম্যাচে ৪-১ হারালেন গ্রেট ব্রিটেনের অ্যানা হার্সকে। ১৮ নম্বর বাছাই মানিকার রাউন্ড ৩২ এর প্রতিপক্ষ ফ্রান্সের পৃথিকা পাভাডে। যিনি এখানে ১২ নম্বর বাছাই। হায়দরবাদের সৃজা ৪-০ উড়িয়ে দেন সুইডেনের ক্রিশ্চিনা কার্লবার্গকে।

মেয়েদের সাফল্যের দিনে চরম ব্যর্থ ভারতের মেয়েদের তিরন্দাজ টিম। কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের কাছে ০-৬ হেরে বিদায় নিলেন দীপিকা কুমারী, ভজন কৌর ও অঙ্কিতা ভকত। সবচেয়ে খারাপ স্কোর চতুর্থ অলিম্পিক্সে নামা দীপিকার।

ভারতের টিটিকে হতাশ করলেন শরথ কমল। ৪২ বছর বয়সী শরথের এটা পঞ্চম অলিম্পিক্স। তিনি এ দিন ১-৪ হেরে ছিটকে গেলেন স্লোভেনিয়ার দেনি কজুলের কাছে। টেনিসের সিঙ্গলসে ফ্রান্সের করেন্তিন মৌতেতের কাছে হেরে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেলেন সুমিত নাগাল।

ব্যাডমিন্টনে এ দিন এইচ এস প্রণয় অনায়াসেই টপকেছেন তাঁর প্রথম রাউন্ডের বাধা। তিনি ২১-১৮, ২১-১২ হারান জার্মানির ফাবিয়ান রথকে।

রোয়িংয়ে বলরাজ পানোয়ার উঠেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে।

মারমুখী নিখাত। রবিবার প্যারিসে

টুকরো প্যারিস

বাইলসের দাপট

■ এই সময়: পায়ে চোট রয়েছে। তারপরেও অলিম্পিক্সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখলেন সিমোনে বাইলস। জিমন্যাস্টিক্সের দলগত বিভাগে ইউএসএ-কে রাখলেন সবার উপরে। ব্যক্তিগত স্কোরেও বাইলস সেরা। ব্যালান্স বিম থেকে ফ্লোর ইভেন্ট হয়ে ভল্ট এবং সব শেষে আনইভন বারে নজর কেড়েছেন বাইলস। বাঁ পায়ের গোড়ালি ফুলে ছিল তাঁর। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতা জয় করেছেন বলেই তো তিনি সেরার সেরা।

ভিলেজে মৃত্যু

■ এই সময়: প্যারিস অলিম্পিক্সে মৃত্যুর ঘটনা। আচমকাই গেমস ভিলেজে মারা গেলেন সামোয়ার বক্সিং কোচ লিয়োনেল এলিকা। ৬০ বছরের কোচ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসকরা অবশ্য জানিয়েছেন, এই মৃত্যুতে কোনও রহস্য নেই।

পদক তালিকা

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১. দক্ষিণ কোরিয়া	৩	২	১
২. অস্ট্রেলিয়া	৩	২	০
৩. চিন	৩	১	১
৪. ফ্রান্স	২	২	১
১৭. ভারত	০	০	১

আজ যাঁরা নজরে

তিরন্দাজি

■ ছেলেদের টিমের মেডেল রাউন্ড (সন্ধে ৬.৩০)

শুটিং

■ মেডেল রাউন্ড (রমিতা, অর্জুন) (দুপুর ১-০০ ও ৩-৩০)

■ ১০ মিটার মিক্সড টিম (মানু-সর্বজিৎ, সাঙ্গোয়ান-অর্জুন) (দুপুর ১২.৪৫), ছেলেদের ট্র্যাপ: পৃথ্বীরাজ (দুপুর ১-০০)

হকি

■ ভারত: আর্জেন্তিনা (বিকেল ৪.১৫)

টিটি

■ মেয়েদের সিঙ্গলস (সৃজা)(সকাল ১১.৩০)

ব্যাডমিন্টন

■ ছেলেদের ডাবলস (সাত্ত্বিক-চিরাগ) (দুপুর ১২-০০),

■ মেয়েদের ডাবলস (অশ্বিনী-তানিশা) (দুপুর ১২-৫০),

■ ছেলেদের সিঙ্গলস (লক্ষ্য) (বিকেল ৫-৩০)

সরাসরি স্পোর্টস ১৮

উইকেট নেওয়ার পরে বিষ্ণোইকে অভিনন্দন হার্দিকের। রবিবার ক্যান্ডিতে —এপি

বিষ্ণোইয়ের দাপটে সিরিজ় ভারতের

শ্রীলঙ্কা ১৬১-৯ (২০ ওভারে)
ভারত ৮১-৩ (৬.৩ ওভারে)
(ডিএল নিয়মে ভারত জয়ী)

এই সময়: শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ় জিতে দুরন্ত শুরু গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদব জুটির। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ভারতের জেতার জন্য টার্গেট ছিল ৮ ওভারে ৭৮। যশস্বী জয়সোয়াল (৩০), সূর্যকুমার (২৬) ও হার্দিক পান্ডিয়ারা (২২ নট আউট) ৬.৩ ওভারে তুললেন ৮১-৩। ভারতের জয় ৭ উইকেটে। ফলে তৃতীয় ম্যাচের আগেই সিরিজ় জিতে গেল ২-০।

আগে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৬১-৯। দুরন্ত বোলিং করেন রবি বিষ্ণোই। ৪ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। প্রথম ম্যাচে চোখের নীচে চোট পান। এ দিন বাজিমাত। এ ছাড়াও বল হাতে সফল হার্দিক পান্ডিয়া (২-২৩), অক্ষর প্যাটেল (২-৩০), অর্শদীপ সিং (২-২৪)। শ্রীলঙ্কার হয়ে রান পেয়েছেন পাথুম নিশঙ্কা (৩২), কুশল মেন্ডিস (৫৩)। ভালো শুরু করেও ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য হারলে হলো শ্রীলঙ্কাকে।

চোটের জন্য রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে খেলতে পারেননি শুবমান গিল।

এশিয়া সেরা শ্রীলঙ্কা

এই সময়: নিজের দেশে চ্যাম্পিয়ন হল শ্রীলঙ্কা। মেয়েদের এশিয়া কাপে ফাইনালে উঠে হারতে হল ভারতকে। ঠিক যেন রোহিত শর্মাদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মতো। গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে ফাইনালে এসে হার। আগে ব্যাট করে ছয় উইকেটে ১৬৫ রান তুলেছিলেন হরমনপ্রীত কৌররা। সেই রান আট বল বাকি থাকতেই তুলে নিল শ্রীলঙ্কা (১৬৭-২)। জয় আট উইকেটে।

ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা (৬০) ভালো শুরু করলেও পাশে সে ভাবে কাউকে পাননি। জেমাইমা (১৬ বলে ২৯ রান) রান আউট না হয়ে গেলে হয়তো আরও বড় রান হত। বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষের ১৪ বলে ৩০ রান লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে দেয় টিম ইন্ডিয়াকে। শুরুতেই ফিরে যান শ্রীলঙ্কার ওপেনার ভিস্মি গুনরত্নে (১)। তখন মনে হয়েছিল, ভারতীয় বোলাররা চেপে বসবেন। কিন্তু কোনও প্রভাবই পড়তে দিলেন না শ্রীলঙ্কা ক্যাপ্টেন চামারি আতাপাত্তু (৬১) ও হর্ষিতা সমরাবিক্রমা (৬৯ নট আউট)। ফিনিশিং টাচ দিয়ে জয় এনে দিলেন কাভিসা ধিলারি (৩০ নট আউট)। ভারতের বোলাররা কোনও দাগই কাটতে পারলেন না। ফিল্ডিংও বেশ খারাপ হল স্মৃতিদের। এর আগে এশিয়া কাপে পাঁচবার রানার্স হলেও ট্রফি ছোঁয়া হয়নি শ্রীলঙ্কার।

ইউএসএ-র পদক স্বপ্নে নারকেলডাঙার ছোঁয়া

ছাত্রের সাফল্য কামনায় অসুস্থ কোচ জয়ন্ত

পার্থ দত্ত

শুরুতে লিভার, সঙ্গে এখন কিডনির অসুখে আক্রান্ত বাংলার টেবল টেনিসের অন্যতম সফল কোচ জয়ন্ত পুশিলালকে এখন মাসের বেশিরভাগ সময়েই কাটাতে হচ্ছে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে।

অরূপ বসাক, মৌমা দাস, প্রাপ্তি সেনদের কোচ চরম অসুস্থতার মাঝেও প্যারিস অলিম্পিক্সের খোঁজ রাখছেন নিয়ম করে। আসলে নারকেলডাঙার এই বাসিন্দার হাতে গড়া এক তারকাই তো ইউএসএ টেবল টেনিস টিমে পদক জেতার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভুত কনক ঝাকে ঘিরে পদকের স্বপ্ন দেখছে জো বাইডেনের দেশ। প্যারিসের এক্সপো পোর্ট কমপ্লেক্সে চলছে টিটির ব্যক্তিগত সিঙ্গলসের লড়াই। প্রথম দুই রাউন্ডে কনক জিতেছেন মলডোভার ভ্লাদিস্লাভ উরসু আর দক্ষিণ কোরিয়ার চো ডে সঙের বিরুদ্ধে। বিশ্ব ক্রমতালিকায় কনক ১২০ নম্বরে আর চো ২০ নম্বরে। তাই রবিবার চো-কে হারিয়ে অলিম্পিক্স টিটি এরিনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ফেলেছেন জয়ন্ত-স্যারের ছাত্র।

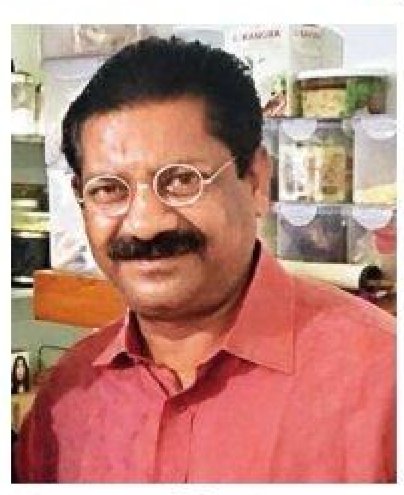

ইউএসএ-র হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জয়ের পরে কনক ঝা। রবিবার। ডান দিকে, তাঁর এক সময়ের কোচ জয়ন্ত পুশিলাল

রবিবার রাতে ছাত্রের এমন জয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত জয়ন্ত। তাঁর কথায়, '২০১১ সাল থেকে তিন বার ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে তিন মাস করে কনকদের ট্রেনিং করিয়ে এসেছি। তখনই আমি সবাইকে বলতাম, কনক একদিন অলিম্পিক্সের তারকা হবে। সেই স্বপ্ন হয়তো এবার পূরণ হতে চলেছে। ওর সাফল্য চাইছি।'

মাত্র ২৪ বছর বয়সেই কনক তিনটে অলিম্পিক্সে খেলে ফেললেন। ২০১৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সেই দেশের সবচেয়ে কমবয়সী টিটি প্লেয়ার হিসেবে তিনি খেলেছিলেন। তারপরে ২০২১ সালে তিনি টোকিওতেও খেলেন। আর এবার প্যারিসে তিনি পদকের লড়াইয়ে। ইউএসএসের পাঁচবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কনক। ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের টিটি অ্যাকাডেমি চালান জয়ন্তর ছাত্র বরোদার রাজুল শেঠ। সেখানে এক সময় চিফ কোচ ছিলেন ভারতীয় টিমের বর্তমান ইতালীয় কোচ ম্যাসিমো। রাজুলের আমন্ত্রণেই ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে জয়ন্ত ট্রেনিং করিয়েছিলেন কনক আর লিলি ঝ্যাংকে। এবার দু'জনেই রয়েছেন প্যারিসে। লিলিরও এটা টানা তৃতীয় অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া।

কনকের বাবা অরুণ ঝা বিহারে ছেলে। মা করুণা মুম্বইয়ের মেয়ে। তাঁরা দু'জনেই চাকরিসূত্রে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে নাগরিকত্ব পান। অরুণ নিজে টেবল টেনিসের ভক্ত। তাই তাঁর ছেলে কনক আর মেয়ে প্রাচীকে শৈশব থেকে ভর্তি করেন টিটিতে। সেখান থেকেই কনক আজ ইউএসএ-র নামী তারকা।

জয়ন্তর কোচিংয়ে মৌমা দাস দু'বার অলিম্পিক্সে খেলেছেন। কিন্তু অলিম্পিক্স পদকজয়ীর কোচ এখন হয়ে উঠতে পারেননি 'দ্রোণাচার্য' জয়ন্ত। কনক পদক পেলে সেটা জয়ন্তর সাফল্যের মুকুটে জুড়বে নয়া পালক। অসুস্থ জয়ন্তর কাছে হয়ে উঠবে সঞ্জীবনী সুধাও।

প্রেস মিটে সন্দীপ পাতিল ও রাহুল টোডি

শ্রাচীর নয়া উদ্যোগ

এই সময়: ক্রিকেটের সঙ্গে ফুটবলেও এখন বড় নাম 'শ্রাচী স্পোর্টস।' এবার তারা এগিয়ে এল সার্বিক খেলাধুলোর উন্নতিতে। 'অ্যাথলিড' নামের এক প্রোজেক্টের মাধ্যমে খেলার ক্ষেত্রে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে সব কিছু উন্নতি করাই লক্ষ্য। স্পোর্টস সাইন্স, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কোচিংয়ের উন্নতির দায়িত্ব নিচ্ছে 'অ্যাথলিড।' বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল বলেছেন, 'খেলাধুলোকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে যাবে শ্রাচীর এই উদ্যোগ।' শ্রাচীর এমডি রাহুল টোডি বলেন, 'ভারতের তরুণ প্রজন্মের অ্যাথলিটদের প্রেরণা দেওয়াই লক্ষ্য।'

মহামেডানের ড্রয়ের পরে আজ ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গল

এই সময়: পড়াশোনা শেষ। এবার পরীক্ষায় বসার পালা শুরু। আজ ডুরান্ড অভিযান শুরু হচ্ছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স। মাঠে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাল হলুদের স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তিনি বলেছেন, 'আমরা প্রায় অনেকেই ২৫ দিন ধরে প্র্যাক্টিস করেছি। কেউ হয়তো একটু পরে এসেছে। কেউ একটু আগে। মাঠে নামার আগে থেকেই আমরা লড়াকু মেজাজ ধরে রাখতে পেরেছি। মাঠে তারই প্রতিফলন হবে।'

এয়ার ফোর্স বেশ টাফ ফুটবল খেলে। তবে, ধারে-ভারে অনেক এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। এবার অনেক ভালো টিম হয়েছে। আক্রমণ ভাগ অন্যতম সেরা। যদিও কতজন বিদেশিকে ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে কোচ মাঠে নামাবেন, তা স্পষ্ট নয়।

এরই মধ্যে মহামেডান ড্র-করে তাদের ডুরান্ড অভিযান শুরু করল। রবিবার কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে ম্যাচের ফলাফল ১-১। নিকোলার গোলে ৩৯ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল ইন্টার কাশী। ৬৬ মিনিটে গোল শোধ করেন অ্যাশলে। সুযোগ পেলেও আর ব্যবধান বাড়েনি। কলকাতা লিগের মতো ডুরান্ড কাপেও তরুণ ব্রিগেড খেলাচ্ছে সাদা-কালো শিবির। প্রথমদিনের লড়াইয়ে খুশি সমর্থকরা। ডুরান্ডে টিম আরও ভালো খেলবে বলে দাবি কোচের।

ডুরান্ড অভিযান শুরুর আগে টিমের প্র্যাক্টিসে কোচ কুয়াদ্রাত। রবিবার

লাল হলুদের মঞ্চে সৌরভের সঙ্গে সামি

এই সময়: 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মানে মহম্মদ সামিকে সম্মানিত করছে ইস্টবেঙ্গল। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সেরা বোলার সামি বাংলার হয়েই খেলেন। পয়লা অগস্ট ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ইস্টবেঙ্গল দিবসের অনুষ্ঠানে সামিকে এই বিশেষ সম্মান জানানো হবে। এই অনুষ্ঠানেই কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে 'ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত করছে ইস্টবেঙ্গল। একই মঞ্চে সৌরভ এবং সামি নিঃসন্দেহে এক অন্য মাত্রা এনে দেবে।

জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন লাল হলুদ জার্সিতে বহু যুদ্ধের 'নায়ক' রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেরা রেফারি সুকৃতি দত্ত ও জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষসেরা ফুটবলার নন্দ কুমার ও উদীয়মান ফুটবলার গোলকিপার প্রভসুখন গিল। বর্ষসেরা ক্রিকেটার সাত্যকি দত্ত। সেরা দুই সমর্থকের সম্মান পাচ্ছেন ৯০ বছরের মুকুল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি পঞ্চপাণ্ডবের খেলাও মাঠে বসে দেখেছেন। জীবন যুদ্ধে জয়ী গনেশ দাসকে ক্লাবের সেরা সমর্থক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত সম্মান পাচ্ছেন বর্তমান কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। দুই সেরা সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই ও সরোজ চক্রবর্তী।

এ দিকে, আজ মোহনবাগান দিবসে ক্লাবের মাঠে প্র্যাক্টিসে নেমে পড়ছে মোহনবাগানের সিনিয়র টিম। রবিবার দুপুরে ক্লাব মাঠ-তাঁবু ঘুরে দেখে গেলেন বাগানের নতুন স্প্যানিশ কোচ খোসে মোলিনা।

মোহনবাগান তাঁবুতে নয়া কোচ মোলিনা

অর্ণব চ্যাটার্জি কর্তৃক টাইমস হাউস, প্লট নম্বর-২, ব্লক ইএম, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত; এবং টাইডিংস মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের (ঠিকানা: ইস্ট ইন্ডিয়া হাউস, থার্ড ফ্লোর, স্যুইট ৩এফ, ২০বি আব্দুল হামিদ স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০০৬৯) তরফে হীরক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১০৫/৭এ এস.এন.ব্যানার্জি রোড, কলকাতা—৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত; সম্পাদক: হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

Printed by Arnab Chatterjee and printed at Times House, Plot No. 2, Block EM, Sector V, Salt Lake City Kolkata-700091; and published by Hirak Bandyopadhyay and published at 105/7A S.N. Banerjee Road, Kolkata-700014 on behalf of Tidings Media & Communications Private Limited, East India House, 3rd Floor, Suite 3F, 20h, Abdul Hamid Street, Kolkata- 700069; Editor: Hirak Bandyopadhyay RNI Regn No : WBBEN/2012/47999